পরে প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম মন্ত্র—

"ওঁ গঙ্গাশক্তিবহ শ্রীত মহাবোকপ্রদীপন।

সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽস্তু তে বেগে॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

মকরাকর (পুং) মকরাণামাকরঃ ৬তৎ। সমুদ্র। (হেম)

"মকরাকরমুল্লঙ্ঘ্য প্রাপ তত্তীরবর্তি সঃ।"(কথাসরিৎ০৩৫।১৩৭)

২ কণ্টককরঞ্জ। (শব্দচ০)

মকরাকার (পুং) মকরস্যেবাকারো যস্য। মকরবৎ, চলিত কাটাকরঞ্জ। (শব্দচ০) ২ মকর-সংস্থানাকৃতি।

মকরাক্ষ (পুং) রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র, খরের পুত্র, কুম্ভ ও নিকুম্ভ হত হইলে রাবণের আদেশে রামের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করে। রামচন্দ্রের হস্তে ইহার মৃত্যু হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লিখিত আছে, মকরাক্ষ স্বীয় রথাদিতে অনেক মুখস যোজন করিয়া ও নিজ পার্শ্বে গোবৎস লইয়া যুদ্ধে গিয়াছিল, কিন্তু মূলে ইহার কিছুই উল্লেখ নাই। (রামা০)

মকরাঙ্ক (পুং) মকররূপাকারোঽঙ্কশ্চিহ্নং যস্য। ১ কামদেব। মকরাঙ্কধ্বজ। ২ সমুদ্র। (অজয়পাল) ৩ মনুভেদ।

মকরানন (পুং) শিবানুচরভেদ।

মকরায়ণ (ত্রি) মকর সম্বন্ধীয়।

মকরালয় (পুং) আধারত্বে ৺রিতিরিতি আলয়ঃ, মকরাণামালয়ঃ। সমুদ্র। (ত্রিকা০)

"ততস্তে বারণং ক্রুদ্ধং মকরালেন পাণ্ডবঃ।

নিবারয়ামাস তদা বেলেব মকরালয়ম্॥" (ভারত ১৪।৭৯।১২)

মকরাসন (স্ত্রী) রুদ্রযামলোক্ত পূজাঙ্গ আসনভেদ।

"মকরাসনমাখ্যাতং বায়ূনাং স্তম্ভকারণম্।

পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং বদ্ধা হস্তাভ্যাং পৃষ্ঠবন্ধনম্॥" (রুদ্রযামল)

পৃষ্ঠদেশে পাদদ্বয় বন্ধন করিয়া এবং হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠবন্ধন করিলে এই আসন হয়, এই আসন বায়ুস্তম্ভকারণ।

মকরাবাস (পুং) মকরস্য আবাসঃ। সমুদ্র।

মকরাশ্ব (পুং) বরুণ। ইনি মকরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আছেন বলিয়া ইহার নাম মকরাশ্ব।

মকরিন্ (পুং) মকরোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ সমুদ্র। ২ সন্নিপাতজ্বর বিশেষ।

মকরিকা (স্ত্রী) মকরাকার-পত্রাবলী।

মকরীপত্র (স্ত্রী) লক্ষ্মীর মুখাঙ্কিত চিত্রবিশেষ।

মকরীপ্রস্থ (পুং) মকর্যা উপলক্ষিতঃ প্রস্থঃ। মকরীসম্বন্ধীয় প্রস্থ, সানু।

মকরীলেখা (স্ত্রী) চিত্রভেদ।

মকরন্, পশ্চিম বঙ্গবাসী পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ।

মকষ্ট (পুং) ঋষিভেদ।

মকান্ (আরবী) বাড়ী, বাসস্থান।

মকাম্ (আরবী) বাসস্থান।

মকামী (আরবী) মকাম সম্বন্ধীয়।

মকার (পুং) ম-স্বরূপে কার। মবর্ণরূপবর্ণ। মকারাদিবর্ণং আত্তকরে ২৭াত অচ্। ২ মদ, মৎস্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রারূপ মকারাদিবর্ণযুক্ত তন্ত্রোক্ত পদার্থপঞ্চক।

মকুট (স্ত্রী) মঙ্কতে ভূষয়েনেতি মকি ভূষণে বাহুলকাৎ উট্, আগমশাস্ত্রানিত্যত্বাৎ ন নুম্। মুকুট, শিরোভূষণ। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

মকুতি (স্ত্রী) মকি উতি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শূদ্রশাসন।

মকুন্দপুর, বিহারনদীতীরবর্তী একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে এখনও পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। প্রবাদ, রাজা মকুন্দ বা মুকুন্দ এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপত্নী রাণী রূপমতী-কৃত 'রূপসাগর' নামক দীর্ঘিকা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহার চতুষ্পার্শ্বে সোপানাবলী এবং তীরভূমে কয়েকটী শৈব ও বিষ্ণুমন্দির বিরাজিত দেখা যায়। এখনও অষ্টভুজ প্রভৃতি বিভিন্ন শিবমূর্তি, গণেশ, পার্ব্বতী, অষ্টশক্তি, নবগ্রহ, গরুড়াসন বিষ্ণু এবং কল্কী অবতার নারায়ণমূর্ত্তি প্রভৃতি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখানকার ভাস্কর-শিল্পের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উহার গঠনকার্য্য খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের পূর্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন।

এতদ্ভিন্ন এখানে একটী দুর্গবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ দৃষ্ট হয়। উহার ভিত্তি, পরিখা ও প্রাকারাদি তাদৃশ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য নহে। উহার অধিকাংশ বর্ত্তমান ধরণে নির্মিত। জনা যায়, স্থানীয় শেষ হিন্দুনরপতির দেওয়ান ঐ দুর্গবাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মকুর (পুং) মঙ্ক্যতে ইতি মকি-(মকুর দর্দুরৌ। উণ্ ১।৪১) ইতি উরচ্। ১ কুলালদণ্ড, কুম্ভকারের দণ্ড। ২ আদর্শ, দর্পণ। ৩ মুকুল, কুঁড়ি। ৪ বকুল বৃক্ষ। (হেম)

মকুল (পুং স্ত্রী) মঙ্কতে ভূষয়তি বৃক্ষং মকি-বাহুলকাদুলচ্। ১ বকুল। ২ মুকুল। (শব্দরত্না০)

মকুলক (পুং) দন্তীবৃক্ষ। (অমরটীকা)

মকুষ্টক (পুং) মকি-ভূষায়াং-উ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ মকুঃ। মকুং ভূষাং তকতি প্রতিহন্তীতি তক-শতাবাচ্। বনজাত মুগ। (Phaseolus aconitifolius) হিন্দী মোঠ, চলিত মুগানি, পর্য্যায়—মকুষ্ট, বনমুদ্গ, কৃমীলক, অমৃত, অরণ্যমুদ্গ, বল্লীমুদ্গ। ইহার গুণ—কষায়, মধুর, রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহনাশক। পথ্য, রুচিকর ও সর্ব্বদোষ-জনাপক। (রাজনি০)

ভাবপ্রকাশ মতে—বাতবর্দ্ধক, গ্রাহক, কফ-পিত্তনাশক, লঘু, বহ্ননাশক, পাকে মধুর, কৃমিবর্দ্ধক ও জ্বরনাশক।

মকুষ্ঠ (পুং) মকতে মকাতে ইতি বা বাহুলকাৎ উ, মকুঃ তিষ্ঠতীতি স্থা-ক স্থ, মকুস্কাদৌ স্থস্কেতি, (পূর্ব্বপদাদিতি। পা ৮।৩।১০৭) ইতি ষত্বং। ১ ব্রীহিভেদ। (মেদিনী) ২ বনমুদগ। (ত্রি) ৩ মন্থর, মৃদুগামী।

মকুষ্ঠক (পুং) মকুষ্ঠ-স্বার্থে কন্। বনমুদগ।

মকূলক (পুং) মকি মণ্ডনে পিচ্ছাদিত্বাদূলচ্, বাহুলকাদনুনাসিকলোপঃ, স্বার্থে কন্। ১ মুকুলক। ২ দন্তীবৃক্ষ।

মকেরুক (পুং) কৃমিরোগ। পুরীষজ কৃমিবিশেষ।

(চরক বিমানস্থা° ৭ অ°)

মক্ক, গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ মক্কতে। লোট্ মক্কতাং। লিট্ মমক্কে। লুঙ্ অমক্কিষ্ট।

মকল্ল (পুং) মকং গমনং আত্যন্তিকগতিং মরণং লাতি আদত্তে যোজয়তীতি লা-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ নকারাগমে সাধুঃ। শূলরোগবিশেষ।

"হৃন্নাভি বস্তিশিরোবতি শূলং মকল্লসংজ্ঞিতম্।
যবক্ষারং পিবেত্তত্র মস্তুনোষ্ণোদকেন বা॥" (চক্রপাণি দত্ত)

বাতজ শূলরোগ, স্ত্রীদিগের গর্ভমোচনান্তে বাতশোণিতজ শূলবেদনা, চলিত ইহাকে হেঁতালব্যথা কহে।

ইহার লক্ষণ—প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হইতে থাকে, বায়ু ঐ রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া হৃদয়, শির বা বস্তিদেশে মকল্ল নামক শূলরোগ উৎপাদন করে।

"বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুর্য্যাৎ সংরুধ্য রুধিরং স্রুতম্।
হৃন্নাভি বস্তিশিরোবতি শূলং মকল্লসংজ্ঞিতম্॥" (মাধবনি°)

মক্কা (দেশজ) জনার বৃক্ষ। [জনার দেখ।]

মক্কা, মুসলমানগণের পবিত্র ও প্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র। আরবরাজ্যের হেজাজ্‌বংশীয় নরপতিগণের রাজধানী। অক্ষা° ২১°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৪°২০´ পূঃ। এই নগরে ইস্‌লাম-ধর্ম্মবীর মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদের অভ্যুত্থানের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই নগরের প্রসিদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়।

লোহিত-সাগরের তীরভূমি হইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে পার্ব্বতীয় উপত্যকা ভূমে মুসলমানতীর্থ মক্কা নগর অবস্থিত। নগরের মূলভাগ উপত্যকায় সমতলবক্ষে স্থাপিত হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে অনেক গৃহাদি সুশোভিত দেখা যায়। নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতপ্রাচীর ২ হইতে ৫ শত ফিট্ উচ্চ, ইহাতে একটীও বৃক্ষ-লতাদি দৃষ্টিগোচর হয় না।

তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্ত এখানকার রাস্তাগুলি সাধারণতঃ প্রশস্ত; দুই ধারের গৃহগুলি ত্রিতল ও প্রস্তর-নির্ম্মিত। উহার নির্ম্মাণকার্য্য অনেকটা পাশ্চাত্য ধরণের। রাস্তাগুলি প্রশস্ত হইলেও প্রস্তরাদি দ্বারা বাঁধান নহে। গ্রীষ্ম কালের গাত্রদাহী বায়ু-কর্ত্তৃক পরিচালিত বালুকারাশি যেরূপ সাধারণের কষ্টকর, বর্ষায় বাষ্পিক কর্দ্দমরাশি ও সেইরূপ বিরক্তি বা গমন-ক্লেশকর। হজের সময় নগরভাগ পণ্যবীথিকায় পরিশোভিত হইয়া যেরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, এরূপ শোভাময়ী জনতা মক্কায় আর অন্য সময়ে ঘটে না।

এখানে জলের অত্যন্ত অভাব। কূপাদির জল সর্ব্বত্রই লবণাক্ত। একমাত্র মক্কার সুবৃহৎ মস্‌জিদ্‌সমীপস্থিত জেম্‌জিম্ বা জমৃজমা নামক পবিত্র কূপের জল বিস্বাদ হইলেও সাধারণের নিকট সমাদরণীয় ও পানীয়। এতদ্ভিন্ন জল সাধারণের পানার্থ বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্ত কএকটী চৌবাচ্চা ও আরফৎ পর্ব্বত হইতে একটী জলনালী মক্কা পর্য্যন্ত আনয়ন করা হইয়াছে। ঐ আরফৎশৈল মক্কা সহর হইতে ৬ বা ৭ ঘণ্টার পথ হইবে।

নগরের দুই স্থানে মাত্র এই জলনালী ভূমির উপর প্রকাশিত আছে। অপর সকল স্থানেই উহা তলমধ্যে প্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে দুএকটী ফোয়ারা বা শাখাপ্রনালী ইতস্ততঃ বিস্তৃত থাকিয়া জল সরবরাহ করিতেছে। প্রত্যেক ফোয়ারা বা জলনালীর নিকটে নগরাধ্যক্ষের এক এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। তাহারা প্রত্যেক ভিস্তিয়াল বা ভিস্তির নিকট হইতে জলগ্রহণের জন্ত প্রতি 'মসকে' কিছু কিছু শুল্ক আদায় করিয়া থাকে। সহরের প্রধান প্রধান ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপর গৃহস্থ সাধারণের গৃহে ভাড়াটিয়া রাখিবার জন্ত স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ আছে, গৃহগুলি ত্রিতল বা চৌতল; নির্ম্মাণপারিপাট্য মনোহর। উহাতে তাহাদের ব্যবহারোপযোগী ঘর ছাড়া যাত্রীদিগের থাকিবার জন্ত আরও অনেকগুলি বাসগৃহ ও রন্ধনশালা সজ্জিত থাকে। যাত্রীদের নিকট হইতে যে ভাড়া আদায় হয়, তাহাতেই প্রায় তাহাদের বাৎসরিক জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় ভার সমাহিত হয়। সাধারণ অট্টালিকার মধ্যে ৫টী নগরাধ্যক্ষের, ২টী মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় ও প্রধান মস্‌জিদ্ বিদ্যমান আছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সমগ্র নগরভাগ পর্ব্বত মধ্যগত উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত। প্রতীচ্য-দেশবাসী প্রাচীনতম গ্রীকগণ মহম্মদ-জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে এস্থানের বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট ইহা মক্‌রেবা নামে খ্যাত ছিল।

নগরের সন্নিকটে কোনরূপ শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তদ্দেশবাসিগণ অন্যস্থানজাত দ্রব্য দ্বারাই আপনাপন প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। শত্রু হইতে নগররক্ষার জন্ত পর্ব্বতগাত্রে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

এক্ষণে নগরের অধিকাংশ বাটী পরিত্যক্ত হওয়ায় জন-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষ হেশাম এই মহানগরীর নানাপ্রকারে কল্যাণ সাধন করেন। তিনি সিরীয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর বাণিজ্যার্থ নানা দ্রব্য মক্কায় আনয়ন করিতেন।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ খলিফা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক নানাদিগ্‌দেশ জয় করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মের প্রচার ও মক্কার প্রাধান্যস্থাপন করেন। মহম্মদের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী ওমার, মিসররাজ্যের আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগরস্থ পুস্তকালয়ে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক বিধর্ম্মীর বিদ্বেষিতা দেখাইয়া আপনার নাম চিরকলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন।

খলিফাবংশের অধঃপতনের পর, মক্কারাজধানী তুরস্ক সুলতানের করতল-গত হয়। তদবধি তাহা ঐ বংশের অধীন রহিয়াছে। মক্কার মধ্যে কাবা বা পয়গম্বরের আলয় নামক সাধ্যামসজিদ সমধিক বিখ্যাত। কেহ কেহ ইহা কে বেইতুল্লা-আলাহ বা এল্ হারেম নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই কাবা চারিকোণবিশিষ্ট। ইহার চারিপার্শ্বে স্তম্ভশ্রেণি-বিরাজিত। পূর্ব্বধারে চারি থাক এবং অপর তিনদিকে তিন থাক করিয়া স্তম্ভ আছে। ঐ থামগুলি পরস্পর খিলান দ্বারা গ্রথিত এবং প্রত্যেক চারিটি স্তম্ভের উপর এক একটী গম্বুজ নির্ম্মিত দেখা যায়। ভ্রমণকারিগণের বর্ণনানুসারে জানা গিয়াছে যে, ৪৫০ হইতে ৫০০টী স্তম্ভ ও প্রায় ১৫২টী গুম্বজ বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপরি উক্ত কাবা চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি হইতে নিম্নে অব-স্থিত। ইহাতে প্রবেশের জন্য ৭টী দ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বারের অভ্যন্তরভাগে নিম্নে অবতরণযোগ্য সোপানশ্রেণী বিলম্বিত রহিয়াছে। ঐ সোপান হইতে ক্রমশঃ মসজিদের প্রাঙ্গণ-ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রসিদ্ধ কাবাপীঠে উপস্থিত হওয়া যায়। ধর্ম্মমন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে কাবাপীঠ বিরাজিত। উহা মক্কার ধূসরবর্ণের প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। পরিমাণ ৫৫ ফিট্ দীর্ঘ, ৩৫ ফিট্ প্রস্থ ও প্রায় ৪০ ফিট্ উচ্চ। দুইটী স্তম্ভের উপরে রক্ষিত একটী সমতল ছাদ দ্বারা ইহা আচ্ছাদিত। ইহার অভ্যন্তরে প্রায় শতাধিক ঝাড় লণ্ঠন আছে।

কাবার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরবীয়দিগের মধ্যে দুইটী কিংব-দন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আব্রাহাম্ (ইব্রাহিম) জগদীশ্বরের আদেশ অনুসারে ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহাই তাঁহার উপাসনামন্দির ছিল। মতান্তরে প্রকাশ এবং সাধারণ মুসলমান-সমাজের বিশ্বাস এই যে, জগৎ সৃষ্টি হইবার দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে স্বর্গপুরে ইহা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে আদি মানব আদম কর্তৃক উহা জগতী-তলে আনীত ও বর্ত্তমান স্থলে স্থাপিত হয়। এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন জন্য তাহারা নিম্নলিখিত উপাখ্যান অব-লম্বন করিয়া থাকে।

'জগতের আদিপুরুষ আদম ও হবা ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করায় স্বর্গচ্যুত হন। তদনন্তর আদম সিংহল-দ্বীপের কোন পর্ব্বতে এবং হবা আরবদেশে অধঃপাতিত হইলেন। বহুযুগ ব্যবধানে থাকিয়া আদম চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, বিরহবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া হবার সম্মিলন কামনায় তিনি ঈশ্বরের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। আদমকে স্বকৃত অপরাধের জন্য সাতিশয় অনুতাপ করিতে দেখিয়া ভগবান্ তৎসমীপে দেবদূত জেব্রিয়লকে (জিব্রাইল্) যাইতে আদেশ করেন। দুই শত বৎসর পরে জেব্রিয়লের সাহায্যে আরাফৎ পর্ব্বতে আদমের সহিত হবার মিলন হয়। তদনন্তর আদম দয়ানিধান জগদীশ্বরের নিকট একটী ভজনা-মন্দির প্রার্থনা করেন। আদমের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া তিনি স্বর্গীয় দূতগণকে ধরাধামে এক দেব-মন্দির অবতীর্ণ করিতে নিয়োগ করিলেন। তদনুসারে ঐ মন্দির আরবে স্থাপিত হইল। আদম প্রতিদিন ঐ মন্দির সপ্তবার প্রদক্ষিণ করি-তেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ মন্দির পুনরায় স্বর্গে উঠিয়া যায়। অনন্তর আদমের পুত্র শেথ যে স্থানে ঐ দেবের মন্দির ছিল, তথায় প্রস্তর ও কর্দম দ্বারা অপর একটী মন্দির প্রস্তুত করান। মহাপ্রলয়কালে উহাও ভাসিয়া যায়।

বহুকাল পরে, আব্রাহামের (ইব্রাহিম) পত্নী হেগার ও পুত্র ইস্‌মাইল স্বীয় প্রভু কর্তৃক নির্ব্বাসিত হইলে আরবের মরুদেশে পরিভ্রমণকালে পথশ্রান্তি বশতঃ তৃষ্ণায় মুমূর্ষুপ্রায় হইলে জনৈক দেবদূত তাঁহাদিগকে দেবমন্দির সমীপস্থ 'জমজমা' কূপ দেখাইয়া দেন। তাঁহারা এই স্থানে থাকিয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে 'আম-লিকৎ' বংশীয় দুইজন ব্যক্তি তাহাদের পলায়িত উষ্ট্রের অনু-সন্ধান করিতে করিতে ঐ জমজমা কূপের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হন। পথ-পর্য্যটনে তাহারা অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া-ছিলেন, কূপের জলপানে পরিতৃপ্ত হইবার পর তাঁহারা ইস্‌-মাইল ও তাঁহার মাতা হেগারের সহিত পরিচিত হন। ইস্‌-মাইল ও তাঁহার মাতাকে অবলম্বন করিয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয় মক্কা মহা-নগরী স্থাপিত করেন। কিছুকাল এখানে থাকিবার পর ইস্‌মাইল ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া কাবা নির্ম্মাণ করিলেন। ইস্‌মাইল ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে স্বীয় পিতা ইব্রাহিমের বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম যে প্রস্তরের উপর

যাঁহারা কাবার প্রাচীর গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি কাবা-মন্দিরের সন্নিকটে সংরক্ষিত আছে। ধর্মপরায়ণ মুসলমানগণ এখনও ঐ প্রস্তরের উপর ইব্রাহিমের পদচিহ্ন দেখিতে পান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইব্রাহিম অথবা তৎপুত্র ইস্মাইলের চিহ্নিত প্রস্তরখণ্ড কাবার ন্যায় সম্মানার্হ নহে।

অপরে বলেন যে, ইব্রাহিম ও ইস্মাইল কাবা নির্মাণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জেব্রিয়েল নামা স্বর্গীয় দূত তাঁহাদিগকে একখণ্ড প্রস্তর প্রদান করেন। ঐ প্রস্তর সম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে ;—যখন আদম স্বর্গপুরে ছিলেন, তখন তাঁহার রক্ষকরূপে এক দেবদূত নিযুক্ত ছিল। ক্রমশঃ সে পাপাচ্ছাদনে রত হইলে, আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মনির্ব্বাহের ত্রুটিহেতু ঈশ্বরাদেশে পাষাণ হইয়া যায়। ইস্মাইল ও ইব্রাহিম আদরপূর্ব্বক ঐ প্রস্তরকে কাবার মধ্যে সংস্থাপিত করেন। উহা পতিতাবস্থাতে শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট মণি ছিল, ক্রমে পাপপূর্ণ মনুষ্যের স্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ ও অস্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

কাবার চারিদিক্ সৌধ্যমণ্ডিত। অভ্যন্তরে একটী গৃহের অভ্যন্তরে দুইটী স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভদ্বয়ের উপরে স্তরে স্তরে স্বর্ণদীপ সজ্জিত রহিয়াছে। কাবার মসজিদের ৩২টী স্তম্ভের একটী চাঁদনী আছে। ঐ সকল স্তম্ভের প্রত্যেকটিতে ৭টী করিয়া স্বর্ণদীপ পরিশোভিত। দীপসমূহ রাত্রিকালে প্রজ্বলিত হইলে দেবমন্দির অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। কাবা-মন্দিরের অধোভাগ ও ছাদদেশ ব্যতীত অপর সমুদায় অংশই প্রতি বৎসর কৃষ্ণবর্ণ সূচিকর্ম্ম (কিংখাপাদি) উত্তমবস্ত্রে আবৃত থাকে। হজের উৎসব সময়ে এই বস্ত্র তুরস্কাধিপতি সুলতানের ব্যয়ে মিসর-রাজধানী কায়রো নগরে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উৎসবারম্ভের পূর্ব্বে ঐ বস্ত্র আনাইয়া মন্দিরটী আবৃত করা হয়। এতদ্ভিন্ন গৃহের স্তম্ভগুলি ও প্রাচীর সমুদায় সাটিন বস্ত্রে মণ্ডিত আছে। তুরস্কের রাজসিংহাসনে যুবরাজ অধিরূঢ় হইলে ঐ সাটিন পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় নূতন সাটিন লাগান হয়।

তীর্থযাত্রীর বাহুলীর এরূপ দেবপ্রাসাদ-দর্শনে স্বভাবতঃই ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। তাহাতে তাহার সুবিস্তীর্ণ চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছিত কাবামন্দির স্বতই মনুষ্য হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ ঢালিয়া দেয়। সেই অদ্বিতীয় দেবাবাসে দেবতার অধিষ্ঠান নিশ্চয় জানিয়া ভক্ত যাত্রীর প্রাণে ঈশ-প্রেমের অপূর্ব্ব তুফান ছুটিতে থাকে। তাহাতে যখন মৃদুমন্দ সমীরণ কম্পনে সেই কৃষ্ণাচ্ছাদন ঈষৎ আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মনে ঈশ্বরাস্তিত্বের কোন সন্দেহই স্থান পায় না। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকেন যে, কাবামন্দিরের পবিত্রকর দেবদূতগণের অবস্থিতিহেতু সর্ব্বদাই এইরূপ বস্ত্রান্দোলিত হইতেছে। প্রায় ৭০ হাজার দেবদূত এই পবিত্র মন্দিরের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত। শেষ বিচারদিনের তূরিধ্বনি হইলে তাহারা ঐ ধর্ম্মপীঠ স্বর্গে লইয়া যাইবে।

মক্কাতীর্থে আগমনকারীকে প্রথমে মস্তকমুণ্ডন এবং তৎপরে উষ্ণীষ পরিয়া যথাবিধি দেবপদ জলপানান্তর কাবা প্রদক্ষিণ ও কাবার মধ্যস্থিত কৃষ্ণপ্রস্তর চুম্বন করিতে হয়। ইহার অন্যথা হইলে পাপ-মোচনের কোন সম্ভাবনা নাই।

মহম্মদের পূর্ব্বে মক্কাযাত্রিগণকে নগ্নাবস্থায় কাবামন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। মহম্মদ এই কুপ্রথা নিবারণ করিয়া যান। এক্ষণে মক্কাযাত্রীরা মক্কার মসজিদে অবস্থিত হইয়া পরিধেয়বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কক্ষকারবার উপযুক্ত যাত্রীয় ভক্তিতে সংলগ্ন করিয়া তথায় গমন করেন। এইরূপ অবস্থায় বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল্-রসিদ্ সস্ত্রীক পদব্রজে বোগদাদ নগর হইতে মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। পাছে পথ হাঁটিতে কষ্ট হয়, এই নিমিত্ত সমস্ত পথে গালিচা প্রসারিত হইয়াছিল।

অল্ বক্রি, অল্ হামিদা, মালিক প্রভৃতি মুসলমান-গ্রন্থকারগণের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, সামর্থ্যবান্ প্রত্যেক মুসলমানেরই এই ধর্ম্মক্ষেত্রে সমুপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। অথবার্ ব্য শক্তিমান্ নবনারীমাত্রেই এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। লোডোভিকো বার্থেমা (খৃঃ ১৫০৩), জোসেফ্ পিট্ (খৃঃ ১৬৭৮ অঃ), বর্ক্‌হার্ট বুর্খার্ড (খৃঃ ১৮১৪), লেফ্টেনান্ট রিচার্ড বার্টন্ (খৃঃ ১৭৫৩), হাজিম আব্দুল্লাহ বার্টন্ রিচার্ড ও টি, এফ্, কীন্ (১৮৭৭-৭৮) প্রভৃতি খৃষ্টান্ মহাত্মগণ অনুসন্ধিৎসা-পরবশ হইয়া আরবে উপনীত হন। তাঁহাদের বর্ণনায় প্রকাশ যে, সময় সময় ৮০ হাজার হইতে লক্ষাধিক লোকও মক্কাতীর্থে সমাগত হইয়া থাকে।

জনশ্রুতি আছে, মক্কাতীর্থে মুসলমানগণ বৈদেশিককে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাঁহার কাবা দেখিবার ইচ্ছা আছে, তিনি ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কোনমতেই প্রবেশ করিতে পারেন না। একথা বস্তুতই সত্য। স্বয়ং বিগমেল সাহেবকেই কায়রো নগরে মুসলমান হইয়া মক্কায় আসিতে হইয়াছিল। আরবী ভাষাভিজ্ঞ যুবক নাবিক কীন্ প্রথমে আবদর মহম্মদ নাম গ্রহণপূর্ব্বক মক্কাপ্রবেশে চেষ্টা পান। এরূপ নাম মুসলমানের গ্রহণীয় নহে, তাহা তিনি জানিতেন না, মুসলমান এ নাম শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহার নিগ্রহ করিত, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তিনি কোন বাল্য-বন্ধুর পরামর্শে মহম্মদ আমীন্ নাম গ্রহণ করিয়া অব্যাহতি পান।

মক্কার মস্জিদমধ্যস্থ একটী সুচারু বেদীর উপর একখানি প্রাচীন কোরাণ গ্রন্থ স্থাপিত আছে, উহা সাধারণের নিকট পরম পবিত্র বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন ছাদ হইতেও ৭ খানি প্রসিদ্ধ আরবী কাব্য ঝুলান রহিয়াছে, ঐ পবিত্র কাব্যসমষ্টির নাম 'মুআলাকৎ।'

দেবালয়ের সম্মুখভাগে অপর একটী ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার নিম্নদেশে জম্জম্ নামক কূপ। এই দুইটী এক সুচারু অট্টালিকাশ্রেণিতে পরিবৃত এবং তাহার কোণ-চতুষ্টয়ে চারিটী অত্যুচ্চ স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। তাহার কিয়দ্দূর অন্তরে অপর এক স্তম্ভ-পংক্তি বৃত্তের ন্যায় সমস্ত স্থান পরিবেষ্টিত করিয়াছে। ঐ সমস্ত স্থান পরম পবিত্র ও মহাপুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত; মুসলমান মাত্রেই ইহাকে সর্ব্বাধামের প্রতিরূপ স্বর্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মত-বৈধহেতু এক সময়ে কাবার কৃষ্ণ-প্রস্তর ধ্বংসকরণার্থ দেবদ্বেষী মিশররাজ মক্কায় সেনা প্রেরণ করেন, কিন্তু দৈববলে ঐ প্রস্তর তাঁহার প্রকোপ হইতে রক্ষা পায়। তদবধি ইহার চতুর্দ্দিকে বাস্তব-প্রাচীর প্রদত্ত হইয়াছে, উহা ভূমিকা হইতে ৫ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চ।

প্রতি বৎসর হজের সময় এখানে মহা উৎসব সম্পন্ন হয়। ঐ সময় ভারত, পারস্য, য়ুরোপ প্রভৃতি দেশোৎপন্ন নানা দ্রব্য আনীত হইয়া এখানে একটী মেলা সংঘটিত হইয়া থাকে। মেলার সময় বহুলোকসমাগম ও পরিষ্কৃত জলের সঙ্কীর্ণতা হেতু তীর্থযাত্রিগণ অশেষবিধ কষ্টভোগ করে। নগরাধ্যক্ষ সরিফ এ বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বাবধারণ করেন না। খ্যাতনামা খলিফা হারুণ-অল্-রসিদের পত্নী জোবেইদা সাধারণের জলকষ্ট দেখিয়া আরাফৎ পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বোক্ত জলপ্রণালী আনাইয়া তীর্থযাত্রীদিগের ক্লেশাপনোদন করেন।

উৎসবদিনে ধর্ম্ম-প্রচারক উষ্ট্রে চড়িয়া কাবা প্রদক্ষিণ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইস্লাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতা মহম্মদ তাঁহার জীবনের শেষ তীর্থযাত্রায় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উষ্ট্রে আরোহণপূর্ব্বক কাবা প্রদক্ষিণ ও ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শেষ কার্য্য চিরন্তন প্রথারূপে আজও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে পর্ব্বতে ইব্রাহিম 'আরাফা' (সত্যালোক) লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আরাফৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত জম্জম্ বা পবিত্র কূপপ্রাকারমধ্যস্থ একটী প্রস্রবণ বলিয়া মনে হয়। তৃষ্ণায় বহির্গতপ্রাণ ইস্মাইলের পিপাসা-নিবারণার্থ নির্ব্বাসিতা মাতা এখানে প্রস্রবণ দেখিতে পান। সেই প্রান্তর মধ্যে জলপ্রাপ্তি হেতু তথায় লোকের বসতি হইতে থাকে, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে মক্কানগরের উৎপত্তি হইয়াছিল। উহার জলে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া পরে উহাকে প্রস্তরপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত করা হয়। জেমজিম কূপ ব্যতীত মক্কার ৩ বা ৪ ক্রোশের মধ্যে আর কোথাও জলাশয় দৃষ্ট হয় না।

মক্কার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ আরবদেশীয় মুসলমান। এতদ্ভিন্ন অপর দেশীয় মুসলমানেরাও তথায় বসতি দেখা যায়। যে সকল যাত্রী মসজিদ্-উন্-নবাবী বা জিয়ারাৎ পরিদর্শনে আগমন করেন, তাঁহারা জের এবং মক্কাযাত্রিগণ হাজি নামে কথিত হন। এখানকার মধ্যে কাবা, জিয়ারাৎ ও মস্জিদ উল্ হারেমই প্রধান। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রন্থে মক্কা-নগরীর ২৯টী নাম দৃষ্ট হয়। যথা—উম্-এল কোরা বলাদ্-এল্-আমীন প্রভৃতি।

ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে যে, মক্কায় মক্কেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান* আছেন। ইস্লাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের পূর্ব্বে এখানে যখন অগ্নিপূজকগণের প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন ভারতবাসী হিন্দুগণ বাণিজ্য বা তীর্থযাত্রা উদ্দেশে মক্কায় আসিতেন। হিন্দুদ্বেষী মুসলমানগণ প্রবল হইলে মক্কায় হিন্দুর গমনাগমন রহিত হইয়া যায়। কিংবদন্তী এইরূপ, ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানগণ হিন্দুর প্রতি আক্রোশ হইয়া তাঁহাদের পবিত্র মক্কেশ্বর মূর্ত্তি কাবা মন্দিরে লুকাইয়া রাখে। কাবা মন্দিরস্থ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরই মক্কেশ্বরের রূপান্তর বলিয়া অনুমিত হয়।

লোকমুখে শুনা যায়, শিবরাত্রিতে যদি কোন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল তাঁহার মস্তকে ঢালিতে পারেন, তাহা হইলে শিবপ্রসাদে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। ঐ দিন মন্দির হইতে 'বম্ বম্' শব্দ সমুত্থিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক বাসন্তিক সমীরণে আন্দোলিত কাবার আচ্ছাদন বস্ত্রের শব্দ নিশীথ নিস্তব্ধে ঐরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব বলিয়াই বোধ হয়।

মকুল (ক্লী) মক-উলচ্। শিলাজতু। (শব্দার্থ°)

মক্কোল (ক্লী) মক বাহুলকাৎ ওল। খটিকা। (ত্রিকা°)

মক্বুল মালিক, দিল্লীশ্বর মহম্মদ ইবন তোগলকের জনৈক সহকারী সেনাপতি। মালিক কবীরের মৃত্যুর পর, ইনি

* হিন্দুপ্রাধান্য সময়ে ঔপনিবেশিক বণিক্গণ বা অপর হিন্দু কর্ত্তৃক যে মক্কায় শিবমূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। যখন ব্রহ্মপ্রধান তুরস্ক রাজ্যে হিন্দু মন্দিরাদি রহিয়াছে, তখন আরবে থাকাটাই বা অসম্ভাবনা কি? সম্ভবতঃ হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই মুসলমানগণ সেই মক্কেশ্বর মূর্ত্তি কাবামধ্যে লুকাইয়া থাকিবেক এবং ঐ তীর্থে পাছে হিন্দু আসে, সেই ভয়ে বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা বৈদেশিকদিগকে তথায় প্রবেশ করিতে দেন না। ভবিষ্যপুরাণে মক্কেশ্বর শিবের উল্লেখ আছে।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নিজামের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করেন। পরে উক্ত পদে সমাসীন হইয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মকড়াই, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ২১৫ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে কালীভীৎ ও চার্কা বিভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকায় রাজ্য-সীমাও বিস্তৃত ছিল। পরে পেশবা ও সিন্দেরাজ ইহার অধিকাংশ দখল করিয়া লন। এখানকার সর্দারগণ গোঁড়-জাতীয়। তাঁহারা ইংরাজকে কোন কর না দিলেও সম্পূর্ণ-রূপে ইংরাজের আজ্ঞাধীন, কিন্তু দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজকীয় কার্য্যাবলী তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত আছে। এখানে জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজপদাধিকারের ব্যবস্থা আছে। গম, ছোলা, চাউল, গুড়, মহুয়া, চিরোঞ্জী ও আচার এখানকার প্রধান পণ্যদ্রব্য।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা০ ২২°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭°৭´৩০´´ পূঃ। এখানে একটী গিরিদুর্গ মধ্যে রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত।

মক্ষ, ১ রোষ। ২ সংঘাত। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ অক০ সেট্। লট্ মক্ষতি। লোট্ মক্ষতু। লিট্ মমক্ষ। লুঙ্ অমক্ষীৎ।

মক্ষ (পুং) মক্ষ-ঘঞ্। ১ স্বদোষাচ্ছাদন। (হারাবলী) ২ ক্রোধ। ৩ সমূহ।

মক্ষবীর্য্য (পুং) মক্ষং নিবিড়ং বীর্য্যমস্য। প্রিয়ালবৃক্ষ।

মক্ষিকা (স্ত্রী) মশতি শব্দায়তে ইতি মশ-(হনিমশিভ্যাং সিকন্। উণ্ ৪।৫৩) কীটবিশেষ। চলিত মাছি, পর্য্যায়—মক্ষীকা, ভম্ভ, মাচিকা, গন্ধলোলুপা, পত্তঙ্গিকা, পঙ্ক্তিকা, অমৃতোৎপন্না, বমনীয়া, পলঙ্কষা, নীলা, বর্বণা। (অমর)

ডানাযুক্ত কীট জাতিই মক্ষিকা নামে উক্ত হইয়া থাকে। কীটতত্ত্ববিদ্গণ এই শ্রেণীতে পতঙ্গ, প্রজাপতি, মৌমাছি, মাছি প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মাছি (Diptera) শ্রেণীতে নানাপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। ১ সাধারণ মাছি (House-fly), ২ নীলবর্ণ আমমক্ষিকা (Blue Bottle-fly), বৃহদাকার ডাঁশ মাছি, বুঁদি মাছি, কানামাছি এবং মশক মক্ষিকা (Crane-fly) প্রভৃতি এক শ্রেণী মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। বোল্‌তা (Wasp), ফড়িঙ্গ ও বৃহদাকার মক্ষিকা (Dragon-fly) পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত হইলেও মক্ষিকা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। [পতঙ্গ, কীট শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

"ত্রিফলার্জ্জুনপুষ্পাণি ভল্লাতকশিরীষকম্।
লাক্ষাসর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্‌গুলুঃ।
এতৈর্ধূমৈর্দংশমক্ষিকাণাং মশকানাং বিনাশনম্॥" (গরুড়পু০ ১৮১অ০)

ত্রিফলা, অর্জুনপুষ্প, ভল্লাতক, শিরীষক, লাক্ষা, সর্জরস, বিড়ঙ্গ ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ধূপের ধোঁয়া দিলে মক্ষিকা ও মশক বিনষ্ট হয়।

সুশ্রুতমতে মক্ষিকা ছয় প্রকার,—কান্তারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিকা, মধূলিকা, কাষায়ী ও স্থালিকা। ইহাদিগের দংশনে দাহ ও শোথ জন্মে। কেবল স্থালিকা ও কাষায়ীর দংশনে দাহ ও শোথবিশিষ্ট পীড়কা জন্মে। (সুশ্রুত কল্প০ ৮অ০)

মক্ষিকামল (ক্লী) মক্ষিকাণাং মধুমক্ষিকাণাং মলম্। সিক্থ, চলিত মোম। (রাজনি০)

মক্ষিকাসন (ক্লী) মক্ষিকাণামাসনম্। মধু-মক্ষিকার আসন, মধুচক্র, সিক্থাধার, মৌচাক্। (রাজনি০)

মক্ষীকা (স্ত্রী) মক্ষিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। মক্ষিকা।

মক্ষু (অব্য) মক্ষ-উন্। ১ শীঘ্র (নিঘণ্টু)। (ত্রি) ২ শীঘ্রগতিযুক্ত। (ঋক্ ৮।২৬।৩)

মকসুদাবাদ, বাঙ্গালার মুসলমান-রাজধানী, মুর্শিদাবাদের নামান্তর। [মুর্শিদাবাদ দেখ।]

মকসুদনগড়, মধ্যভারতের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। গোয়ালিয়রের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ৮১ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দার রঘুনাথসিংহ খিচিবংশীয় রাজপুত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য ইংরাজের পর্য্যবেক্ষণা-ধীনে আইসে।

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান গ্রাম। পার্ব্বতী নদী-তীরে অবস্থিত।

মখ, সর্পণ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ মখতি। লোট্ মখতু। লিট্ মমাখ, মেখতুঃ। লুঙ্ অমখীৎ।

মখ, সর্পণ। ইদিৎ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লোট্ মঙ্খতি। লুঙ্ অমঙ্খীৎ।

মখ (পুং) মখন্তি গচ্ছন্তি দেবা অত্রেতি মখ-সর্পণে (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি ঘঞ্, সংজ্ঞাপূর্বকত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ যদ্বা পুংলীতি' ঘ। যাগ, যজ্ঞ।

"কৃত্বা তত্র মখং পূর্ণং করিষ্যামি তবাশিষ বৈ।" (দেবীভাগবত ১।১৮।২৩)

মখক্রিয়া (স্ত্রী) মখস্য ক্রিয়া। যজ্ঞবিষয়ক কার্য্য।

মখঘ্ন (ত্রি) মখং হন্তি হন-টক্। যজ্ঞনাশক।

মখত্রাতৃ (পুং) ত্রায়তে রক্ষতীতি কর্ত্তরি তৃচ্, মখস্য ত্রাতা, বিশ্বামিত্রমখরক্ষণাত্তথাত্বং। রামচন্দ্র।

"রাবণারির্মখত্রাতা সীতায়াঃ পতিরিত্যপি।" (শব্দরত্না০)

(ত্রি) ২ যজ্ঞরক্ষক।

মখদ্বিষ্ (পুং) মখায় দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। ১ রাক্ষস। ২ যজ্ঞদ্বেষিমাত্র।

মখদ্বেষিন্ (পুং) যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস।

মখনপুর, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা০ ২৬°৫৪´ এবং দ্রাঘি০ ৮০°১´ ২০″ উঃ। কাণপুর হইতে ফতেগড় যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে কাদের নামক জনৈক মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। হোলি-পর্ব্বোৎসবে এখানে একটী মেলা হয়। তাহাতে বহুশত অশ্বগবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে এবং অনেক তীর্থযাত্রীরও সমাগম হয়।

মখময় (ত্রি) মখ-স্বরূপে ময়ট্। যজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু।

"ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ।" (ভাগবত ২।৭।১১)

মখম (দেশজ) মাখন।

মখবৎ (ত্রি) মখ-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। যজ্ঞযুক্ত, যজ্ঞকারী।

মখবহ্নি (পুং) মখস্য বহ্নিঃ মধ্যমাধ্যো বহ্নিরিতি যাবৎ। যজ্ঞাগ্নি। (জটাধর)

মখমশিম (দেশজ) শিবভেদ, মাখমশিম।

মখস্বামিন্, আশ্বলায়নগৃহ্যকারিকাপ্রণেতা। কল্পদ্রুম ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মখাদিম্ (আরবী) স্বামী, প্রভু।

মখানা (দেশজ) ক্ষুদ্রজাতীয় বৃক্ষ। (Annesleia spinosa or Euyalis ferox)

মখাংশভাজ্ (ত্রি) মখাংশং ভজতে ভজ-ণ্বি। যজ্ঞাংশ-ভোজী, যাঁহারা যজ্ঞের অংশ প্রাপ্ত হন।

"মখাংশভাজাং প্রথমো মনীষিভি-
স্ত্বমেব দেবেন্দ্র সদা নিগদ্যসে। (রঘু ৩।৪৪)

মখাগ্নি (পুং) মখসংস্কৃতঃ অগ্নিঃ। যজ্ঞাগ্নি, যজ্ঞে হোমাদির জন্য যে অগ্নি স্থাপিত হয়। পর্য্যায়—মখানল, মহাবীর।

মখান্ন (স্ত্রী) মখে মখকালে ভোজ্যমন্নং। পদ্মবীজভেদ, চলিত মাখানা, পর্য্যায়—পদ্মবীজাভ। পানীয় ফল। ইহা জলে জন্মে, এবং পদ্মবীজের সদৃশ।

"মখান্নং পদ্মবীজস্য গুণৈস্তুল্যং বিনির্দ্দিশেৎ।" (ভাবপ্র০)
২ যজ্ঞীয় অন্ন।

মখালয় (পুং) যজ্ঞশালা।

মখাসুহৃদ্ (পুং) মখস্য দক্ষযজ্ঞস্য অসুহৃৎ শত্রুনাশক ইত্যর্থঃ। শিব। মহাদেব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম মখাসুহৃৎ। (হেম)

মখি, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর। উনাও নগর হইতে ৪।০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। উভয় নগরে গতিবিধির জন্য পাকা রাস্তা আছে। প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মখিনামক জনৈক লোধসর্দ্দার কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থান অদ্যাপি মখিনগর নামে কথিত হয়। চারি শতাব্দ পূর্ব্বে মৈনপুরীপতি রাজা ঈশ্বরসিংহ লোধদিগকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন, তদবধি এই স্থান তদ্বংশধরগণের অধিকারে রহিয়াছে।

মখ্‌দুম্ আবদুল রহমন্, জনৈক মুসলমান সাধু। সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলায় ইঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

মখ্‌দুম্ ফজলশাহ কোরেশী, একজন মুসলমান সাধু, ইনি পীর ফজলশাহ নামে পরিচিত। সিন্ধুপ্রদেশস্থ ইঁহার সমাধি মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, তিনি হিঃ ১২৩৩ জেলহজ্জে দেহত্যাগ করেন।

মখ্‌দুম্‌নুহ, একটী মুসলমান তীর্থ। সিন্ধুপ্রদেশের হালনগরে অবস্থিত। পীর মহম্মদ অমন্ ১২০৫ হিঃ মখ্‌দুম নুহের মন্দির স্থাপন করেন। মখ্‌দুম্ মীর মহম্মদের স্মরণার্থ এখানে ১২১০ হিঃ পুনরায় একটী সমাধিমন্দির ও ১২২২ হিঃ একটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হয়।

মখ্‌দুম্ জহানিয়া, জনৈক মুসলমান সাধু। কনোজ নগরে তাঁহার স্মরণার্থ একটী সমাধিমন্দির ও মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত আছে। মস্‌জিদ্ গাত্রে ৮৮১ হিঃ উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সৈয়দ জলাল মখ্‌দুম্ জহানিয়া উক্ত সময়ের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ মস্‌জিদের অধিকাংশ স্থান হিন্দুমন্দিরের অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত। ইহাতে অনেকগুলি হিন্দুমূর্ত্তি ও ১১৯৩ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মখ্‌মল্ (আরবী) ঊর্ণানির্ম্মিত বস্ত্রবিশেষ।

মগ, সর্পণ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্ ইদিৎ। লট্ মঙ্গতি। লুঙ্ অমঙ্গীৎ।

মগ, শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণভেদ। [ভোজক ব্রাহ্মণ ও মগী দেখ।]

মগ, (মঘ) আরাকানবাসী জাতিবিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে ইন্দো-চীন সংমিশ্রিত বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাদিগের মধ্যে মারমগ্রি, ভুঁইয়ামগ, বড়ুয়ামগ, রাজবংশী মগ, মাম্বা বা ম্যাম্-মা মগ, রোয়াজ মগ ও থোঙ্গ্যা বা জুমিয়া মগ নামে কএকটী শ্রেণী বিভাগ আছে।

বর্ত্তমানে ঐ ৭টী শ্রেণী তিনটী স্বতন্ত্র থাকে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যথা—১ জুমিয়া, ২ মাম্বা,ম্যাম্বা, রোয়াজ বা রখিয়াঙ এবং ৩ মারমগ্রি বা রাজবংশী, বড়ুয়া ও ভুঁইয়ামগ। মগ-

জাতির স্থানবিশেষে বসবাস হেতু এই পার্থক্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা আরাকান ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসিরূপে গণ্য ছিল। ক্রমে ভূমিয়া ও রোয়াঙ্গগণ চট্টগ্রামের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কতকাংশে উন্নত হইয়াছে।

ইহাদের প্রাকৃতিক গঠন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। মুখাকৃতি দেখিলেই ইহাদের চীন সংস্রব, অথবা খর্ব্বাকৃতি, চওড়া ও চেপ্টামুখ, উচ্চ ও বিস্তৃত গণ্ডাস্থি, নাসাফলকাস্থিবিহীন থেঁদা নাক এবং বক্রপত্রযুক্ত ক্ষুদ্রাকার চক্ষু দেখিয়া মোঙ্গলীয় সংস্রব মনে সমুদিত হয়; বাস্তবিক পক্ষে কোন্ জাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি তাহা নিশ্চয়রূপে বলা সুকঠিন। সাধারণতঃ পর্ব্বতবাসিগণের যেরূপ আকৃতি দেখা যায়; ইহাদের আকৃতি তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং ব্রহ্মের সান্নিধ্যহেতু জল-বায়ুর প্রভাবে ইহাদের এরূপ আকৃতিবৈষম্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মারমগরি বা রাজবংশী মগদিগের উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী অথবা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সহিত ব্রহ্মগণের বিবাহাদি হইতে এইরূপ একটী সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, মগধের কোন রাজবংশ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। সেই সময়ে মাগধীয়গণের এখানে প্রতিপত্তি হয়। তদবধি এখানকার অধিবাসিগণ 'মগ' নামে খ্যাত হইয়াছে।

আরাকানের রাজবংশ নিঃসন্দেহে ঐ বেহার-রাজবংশ সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। যে হেতু কালে তথায় যে হিন্দু সংস্রব ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকল্পে এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলে বাণিজ্যের জন্য বঙ্গ ও বেহারবাসী নানা সাম্প্রদায়িক লোক তথায় যাইয়া বসতি করেন। আসাম, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ এক সময় পশ্চিমাঞ্চলবাসী রাজবংশী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বসবাস হইয়াছিল, তদ্রূপ এই আরাকান বিভাগেও ইহাদের প্রসার বৃদ্ধি হয়। ঐ সকল লোকের মধ্যে সামর্থহীন কেহ কেহ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত বিবাহাদি করিয়া এইরূপ একটী স্বতন্ত্র থাকের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে।

মগদিগের পূর্ব্বোক্ত তিনটী থাকের মধ্যে ২৩টী স্বতন্ত্র বংশ বা গোত্র প্রচলিত আছে। ঐ বংশবিভাগ সাধারণ নদ্যাদির নাম হইতে পরিকল্পিত। ইহারা স্ববংশ মধ্যে কখনও বিবাহাদি করে না এবং যেখানে পিতে না বাধে এরূপ স্থলে পিতৃষসা, কন্যা বা মাতুলকন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে।

মারমগরিগণ বাল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু সামাজিকতায় অপর সাধারণ অপেক্ষা একটু উন্নত বলিয়া ইহারা উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিবার জন্য একটু বিলম্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মাগ্মী ও থোঙ্গচাগণ বয়ীয়ানের বিবাহই পছন্দ করে, ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বেও সদ্ভাব স্থাপনের জন্য সহবাসবিধিও প্রচলিত আছে; কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের বিবাহ প্রথা অন্যান্য জাতি হইতে একটু স্বতন্ত্র।

১৭ বা ১৮ বর্ষের বালকই বিবাহের উপযুক্ত পাত্র। পিতা পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণ করে, পাত্রী স্থির হইলে পিতা স্বয়ং অথবা তাহার প্রতিনিধি সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য কন্যালয়ে গমন করে। কিন্তু কন্যাকর্ত্তার গৃহে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তাকে ডাকিয়া হাত যোড় করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক 'ওগোৎলা' অর্থাৎ আপনার কূলে নৌকা লাগিয়াছে, আপনি তাহা বাঁধিবেন না ছাড়িয়া দিবেন, এই বাক্যে অভিবাদন করিবার পর অনুকূল উত্তর পাইলে গৃহে প্রবেশ করে, নতুবা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিয়াই 'এই গৃহের খোঁটাগুলি বেশ পোক্ত ত' এই প্রশ্ন করে। তদুত্তরে 'পক্ত' শব্দ কথিত হইলে বিবাহের আমূল প্রস্তাব বিবৃত করা হয়।

বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলে, সেই ব্যক্তি বরকর্ত্তার নিকট আসিয়া শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করে। তদনন্তর বিবাহের শুভাশুভ ফল নির্ণয়ের জন্য এক দিন কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা একত্র হইয়া নির্জ্জনে একটী কুক্কুট হত্যা করে এবং তাহার জিহ্বা কাটিয়া বিবাহের ভাল মন্দ ফল নির্ণয় করিয়া থাকে। পাত্র পাত্রী বা অপর বালক বালিকা সকলে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে না। অতঃপর বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার গৃহে সেই রাত্রিতে শুইয়া থাকে। রাত্রিকালে বরকর্ত্তা যেরূপ স্বপ্ন দেখিবে, তাহাতেই নব দম্পতির ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ জানা যাইবে। এই স্বপ্নের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সাধারণে উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। যদি সমস্তই মঙ্গলজনক হয়, তাহা হইলে বরকর্ত্তার প্রত্যাগমন কালে ঐ কন্যা ভাবী শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসে। পক্ষান্তরে শ্বশুরও যথারীতি আশীর্ব্বাদের পর কন্যাকে জামা ও অঙ্গুরী উপঢৌকন দিয়া আইসে।

ইহার পর দৈবজ্ঞ ডাকিয়া ইহারা বিবাহের শুভদিন ও লগ্ন স্থির করিয়া লয় এবং পাত্র-পাত্রী উভয়ের নক্ষত্র-মিল আছে কি না, তাহাও জানিয়া থাকে। এখন হইতে ইহারা উভয় পক্ষেই বিবাহের জন্য খাদ্যসামগ্রীর আয়োজনে ব্যাপৃত হয়। শূকর, মদ্য, চাউল এবং নানাপ্রকার খাদ্য ও মসলা প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিবাহভোজের নিমিত্ত আহৃত

হইয়া থাকে। বিবাহের কএকদিন থাকিতে উভয় পক্ষেই আত্মীয়-কুটুম্বের গৃহে নিমন্ত্রণপত্র পাঠায় এবং সেই সঙ্গে একটী করিয়া সুপারী বিলি করে। কোথাও কোথাও সুপারীর পরিবর্ত্তে পয়সা দিবার ব্যবস্থা আছে।

বিবাহরাত্রে বর ও বরযাত্রিগণ (স্ত্রী-পুরুষে একত্র) নানাবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া বাদ্যসহকারে কন্যাগৃহে উপনীত হয়। কন্যার গ্রামে আসিবার পথে কন্যাপক্ষীয় রমণীগণ একত্র হইয়া বাঁশ দিয়া বরপক্ষীয়গণের গতি রোধ করে এবং বরকে সোডাত্র মদ্যের ভাণ্ড একপাত্র মদ খাইতে দেয়। ঐ মদ বর মুখে ঠেকাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। কন্যাপক্ষীয় রমণীগণ দলে পুষ্ট হইলে পথ রুদ্ধ করিয়া ৪ বা ৫ বার পথ আটকাইয়া থাকে।

বিবাহের পূর্ব্বে বর ও বরযাত্রিগণ কন্যাগৃহের সমীপস্থ একটী বাঁশের ঘেরা মণ্ডপ মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম করে। এ স্থান পুষ্প-পত্রিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত থাকে। ঐরূপ আর একটী চাঁদনীর মধ্যে ভোজের আয়োজন হয়। গ্রাম-বাসিগণ বর দেখিতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হয় এবং নানা-রহস্য ও কৌতুক করে। কন্যাগৃহেও ঐরূপ নির্ম্মিত একটী চাঁদনীর মধ্যে সখীজন পরিবৃত হইয়া পাত্রী বসিয়া থাকে। এ সময়ে প্রায়ই বালকগণ আসিয়া উভয় পক্ষের উপরই দৌরাত্ম্য করে। দিবাভাগ এইরূপ আমোদ প্রমোদ ও উপদ্রবে কাটিয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর কোন রহস্য বা গোলযোগ থাকে না।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে বরকে কন্যা গৃহে লইয়া যায়। তখন কন্যাগৃহে মহা আনন্দ ধ্বনি ও বাদ্য বাজনা হয়। তৎ-পরে বর ও কন্যাকে বিবাহ স্থানে আনিয়া 'ব' সূত্রের বেড়া হয়। তৎপরে ফুঙ্গি (পুরোহিত) আসিয়া বিবাহের মন্ত্র পড়ে এবং বর ও কন্যার মুখে ৭ গ্রাস ভাত দেয়। ইহার পর বরের দক্ষিণহস্তে কন্যার বাম হস্ত রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক বিবাহকার্য্য সমাধা করে। এই সময় বর কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানগৃহে সমুপস্থিত গুরুজনদিগকে প্রণাম-পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হয়। যথানিয়মে প্রাথমিক সমাধা হইলে উপস্থিত কুটুম্বমণ্ডলী বর ও কন্যাকে সাধ্য মত যৌতুক দান করে। অতঃপর নৃত্য-গীতাদি আমোদ ও পান-ভোজনাদি সমাহিত হয়।

মগদিগের কন্যাপণ দিবার প্রথা আছে। যোজচা ও মার্মাগণ ৩০৲ এবং ধনবান্ রাজবংশীদিগের মধ্যে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত পণ দিয়া থাকে। কোন ভূঁইয়ামল রাজবংশীর কন্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে ৮০৲ টাকা পণ দিতে বাধ্য হয়।

বরহস্তে কন্যার হস্ত রাখিয়া সম্প্রদান এবং সিন্দূরদানই তাহাদের বিবাহবন্ধনের মূল-মন্ত্র। মার্মাগণ যোজচাদিগের প্রথামত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের মধ্যে সিন্দূরদান প্রথা নাই। বিবাহের পর ৭ দিন ৭ রাত্র করিয়া বর ও কন্যাকে একপাত্রে ভোজন করিতে হয়, উভয়ের উচ্ছিষ্ট একটী হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া রাখে; কিন্তু একত্র শয়ন থাকিতে পারে না। উক্ত ৭ দিনের মধ্যে বরকে নদী পার হইতে নাই। ৮ম দিনে সেই হাঁড়ি খুলিয়া পোকা দেখিয়া বিবাহের শুভ লক্ষণ নির্ণীত হইয়া থাকে।

বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। অবস্থানু-রূপ ইহারা দুই বা ততোধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু প্রথমা পত্নীই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের পাত্রী হয়। বিধবাগণ ইচ্ছামত অন্য পুরুষকে বরণ করিতে পারে। এই বিবাহে কোন ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক করে না। ব্যভিচার দোষ দেখিলে অথবা নিরন্তর কলহপ্রিয় হইলে জাতীয় পঞ্চায়ত সভা কর্তৃক তাহাদের বিবাহবন্ধন ছেদ হইতে পারে। পরে একখানি সমতিপত্র লিখিয়া তাহা স্থানীয় মেজিষ্ট্রেটের নিকট দেওয়া হয়। পরিত্যক্তা বিধবার ন্যায় পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ।

মগেরা দাক্ষিণাত্য মতের (Southern school) বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা তিব্বতীয় বৌদ্ধগণকে প্রকৃত ধর্ম্মাচারী বলিয়া স্বীকার করে না। যোজচা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে এখনও উপদেবতাদির উপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। তাহারা গো, মেষ, মহিষ, শূকর প্রভৃতি পর্ব্বত ও নদ্যাদির পূজায় বলি দেয় এবং চাউল, ফল, পুষ্প প্রভৃতি নৈবেদ্যাদি উপকরণ উৎসর্গ করিয়া থাকে। রাজবংশিগণ অনেকাংশে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদিগের অনুকরণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহাদের অধিকাংশ উপাসনা-প্রণালীই তান্ত্রিকমতে আচরিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা শিব ও দুর্গাপূজায় বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ইহারা বৌদ্ধ ফুঙ্গি বা রাওলিগণকে জাতীয় পুরোহিত বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ অনাস্থা প্রদর্শন করে না। বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিননির্ণয় এবং হিন্দু-দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে ইহারা ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করে। যোজচাদিগের মধ্যে একমাত্র বয়োবৃদ্ধা রমণী-গণই ব্রতক্রিয়াদি সমাপন করে। সেই কার্য্যে বৃদ্ধাগণ পুরোহিত বলিয়া গণ্য। সেই সকল বৃদ্ধা দেওয়া নামে খ্যাত।

মগেরা শব দাহ করে। যখন কোন ব্যক্তি মরিয়া যায়,

তখন তাহার আত্মীয় স্বজন একত্র সমবেত হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বাদ্যোদ্যম করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা সকলে কাঁদিতে থাকে। কিন্তু পুরুষগণ শবদেহের শেষ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করে। কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হইলে তাহারা বাঁশের মাচা প্রস্তুত করিয়া শবদেহ শ্মশানে লইয়া যায়। সাধারণের পক্ষে এই নিয়ম। ধনী ব্যক্তি ও রমণীগণকে চারি চাকার গাড়ী চড়াইয়া দাহ-স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। মৃত্যু হইতে দাহ পর্য্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল লাগে। প্রথমে গৈরিক-বসনধারী পুরোহিত-সম্প্রদায় পাথাহস্তে শিষ্যদলে পরিবৃত হইয়া গমন করে। তৎপশ্চাৎ মৃতের নিকট দুই দুই জন আত্মীয় কাপড় ও খাদ্যাদি লইয়া আইসে। পরে শব লইয়া তাহার কুটুম্ব-সকল এবং সর্ব্বপশ্চাৎ প্রায়শঃ রমণীমণ্ডলী সুরঞ্জিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তথায় আগমন করে। অতঃপর সকল ক্রিয়া হিন্দু-মতে সমাহিত হয়। স্নানের পর সকলে মৃতের গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং পান-ভোজনাদি সমাধা করে। বাটীর কর্ত্তার মৃত্যু হইলে তাহারা গৃহে উঠিবার বাহিরের সিঁড়ি কাটিয়া ফেলে এবং পশ্চাদ্দিকের বেড়া ছিদ্র করিয়া তদ্দ্বারা দিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হয়।

পুরোহিত কিংবা কোন ধনি-ব্যক্তি মরিলে তাহার মৃতদেহ তাহারা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে। পরে তাহার অবস্থানুরূপ অন্ত্যেষ্টির আয়োজন হইলে সেই রক্ষিত শবদেহের দাহ-ব্যবস্থা হয়। প্রায় ১লা বৈশাখ তারিখেই ঐরূপ রক্ষিত দেহগুলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ শবদেহ রক্ষার জন্য তাহারা একটী বাঁশের প্যাগোদা (মঠ) নির্ম্মাণ করে এবং নানা-বর্ণের কাগজ ও নিশান দিয়া উহা সাজায়। সময় সময় ঐ প্যাগোদা মধ্যে শবানয়নের পূর্ব্বে তাহারা বাঁশের কামান প্রস্তুত করিয়া ছুড়িয়া থাকে। এই সময় কখন কখন স্ত্রীপুরুষ, কখন কখন অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ ও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে আমোদ-জনক 'রজ্জু যুদ্ধ' (tug of war) করে। সাতদিনের পর পুরোহিত আসিয়া মৃতের গৃহে প্রেতোদ্দেশে ভজনা করিয়া থাকে। আট দিনে তাহারা প্রেতোদ্দেশে শিশু-দলের জন্য খাদ্যাদি দান করে এবং প্রতি বৎসর এই দিনে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

অনেকাংশে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলেও তাহা-দের সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে। প্রকৃত হিন্দু কখনই তাহাদের স্পৃষ্ট জল স্পর্শ করে না। তাহারা গো, শূকর, কুক্কুট, সর্ব্ব প্রকার মৎস্য, সর্প, মেটেইন্দুর, মেছো-কুমীর, গোসাপ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মদ্যপান করে। যোদ্ধগণ যুদ্ধপ্রথায় কৃষিক্ষেত্রাদি কর্ষণ করিয়া থাকে। প্রত্যেকেই স্ব হস্তে একখানি করিয়া 'দা' রাখে।

শিক্ষিত বড়ুয়া মগগণ বলে যে, তাহারাই প্রকৃত রাজবংশী; যেহেতু তাহারা মগধের কোন হিন্দুরাজবংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। মগধ-রাজবংশ এক সময়ে মুসলমানের আক্রমণে আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে পলাইয়া আসি-য়াছে এবং তাহাদের বংশধরগণ ক্রমে মগ নামে পরিচিত হই-য়াছে। অপর একটী আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, তাহারা চট্টগ্রামের প্রতিভাবান্ বৌদ্ধরাজবংশের বংশধর।

আরাকান্‌বাসী বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে মহেরামগ্রি নামে অভিহিত করে এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে দেখে। পর্ব্বতবাসী বৌদ্ধ-মগদিগের নিকট ইহারা ভূমিয়া-মগ নামে পরিচিত।

বড়ুয়াদিগের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটী উপাধি দেখা যায়। সকলেই বড়ুয়া পদবী ধারণ করে। কেবল মাত্র কাহা যারা যে যে বংশের পূর্ব্ব পুরুষ চৌধুরী বা মুৎসুদ্দী আখ্যা লাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এখনও ঐ সকল উপাধি বর্ত্তমান আছে।

বড়ুয়াগণ একটী সঙ্করজাতি বলিয়া অনুমিত হয়। যে হেতু তাহাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী ও পর্ত্তুগীজ রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দুদিগের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিয়াছে। তাহারা দুর্গা ও কালীমূর্ত্তির সম্মুখে ছাগ, মহিষ প্রভৃতি বলি দিত। অনেকে এখন দেবী-মূর্ত্তি সমক্ষে বলিদানপ্রথা রহিত করিলেও নিম্নলিখিত দেবদেবী-পূজায় তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়।

১ শনিগ্রহের পূজা। ২ অশ্বিনীকুমারের পূজা বা কাত্যায়নী-ব্রত। কার্ত্তিকমাসের ১ম দিনে এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে পুত্র লাভ হয়। ৩ জ্বালাকুমারী বা বিসূচিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৪ দুর্গাপূজা। ৫ লক্ষ্মীপূজা। ৬ বারওয়ারী কালীপূজা। (কোন মড়কের সময় এই পূজানুষ্ঠান হইয়া থাকে।) ৭ সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর পূজা। ৮ জৈষ্ঠরাণী ব্রত বা সূর্য্যপূজা। ৯ সরস্বতী-পূজা।

শনিপূজায় গ্রহবিপ্রগণ তাহাদের যাজকতা করে। রাওলি বা ঠাকুর উপাধিধারী পুরোহিতগণ এ কার্য্যে যোগ দেয় না, যে হেতু উহা বৌদ্ধধর্ম্মে নিষিদ্ধ। জ্বালাকুমারী ও কালী-পূজায় তাহারা কোন মূর্ত্তি গঠন করে না, কিন্তু দেবীর উদ্দেশে ছাগ-বলি দিয়া থাকে। কখন কখন হিন্দুমন্দিরে আসিয়া তাহারা কালীমূর্ত্তির সম্মুখে ছাগ বলি দেয়। অপর সকল দেবদেবীর পূজোপলক্ষে তাহারা ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা করে।

একত্রিত তাহারা মগধেশ্বরীর পূজায়ও ছাগ বলি দিয়া থাকে।

প্রত্যেক গ্রামে মগধেশ্বরীর পূজার জন্য একটী 'সেবাখোলা' (আমাদের গঙ্গামণ্ডতলার ন্যায়)* আছে। একণে শিক্ষিত বড়ুয়াগণ পৌত্তলিকতা বিসর্জ্জন দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার-কল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা হরিসঙ্কীর্ত্তনের অনুকরণে খোল করতাল বাজাইয়া বুদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের বৌদ্ধ পুরোহিত রাওলীগণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে। উহারা মস্তক মুণ্ডন ও হরিদ্রা-রঞ্জিত বাস পরিধান করে।

উহাদের শাস্ত্রটীর ৯০ খণ্ডে গ্রথিত। প্রত্যহ বেলা ১২ টার পূর্ব্বে তাহারা পাণ ও তাম্রকূট ব্যতীত কিছুই সেবন করে না। প্রতিবৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তাহারা শয্যা পরিকার না করিয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

বড়ুয়াগণ দীক্ষাগ্রহণকালে সপ্তাহ কাল 'শমনের' (শ্রামণের) হইয়া থাকে। কখন কখন তাহারা বর্ষাধিক কালও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে গুরুগৃহে অতিবাহিত করে। পরে হরিদ্রারঞ্জিত বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সময়ে তাহারা লোঠক নামে বিঘোষিত হইয়া থাকে। রাওলীগণ গৃহে না থাকিয়া প্রায়ই 'কিয়াং' নামক ভজনালয়ে কালযাপন করে। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসি-গণের ব্যয়ে রক্ষিত এইরূপ এক একটী কিয়াং আছে।

রাওলী-পুরোহিতগণের মধ্যে চারিটী বিভিন্ন শ্রেণী আছে, ১ মহাথেরো (মহাস্থবির), ২ কামেথেরো (কামস্থবির), ৩ পঞ্জন (উপসম্পদ্) ৪ মইসাজ বা শমনের (শ্রামণের) শিক্ষার্থ শমনের নিকট হইতে শাস্ত্রীয় অনুশীলন ও জ্ঞানোন্নতি দ্বারা লোকে ক্রমশঃ মহাথেরো পদে উন্নত হইতে পারে।

বড়ুয়াগণের কএকটী প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে মাঘীপূর্ণিমা ও বিষুব সংক্রান্তি দিনে মহা মেলা হয়। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ ঐ মন্দিরে বাতি জ্বালিয়া দেয় এবং পয়সা প্রণামী দিয়া দেবতার অভিবাদন করিয়া থাকে। নিম্নে থানা, গ্রাম, দেবমূর্ত্তি ও উৎসবদিন লিখিত হইল :—

থানা	গ্রাম	দেবতা	পর্ব্বদিন
পটিয়া	খোগাছয়া	বুড়াগোঁসাই	মাঘীপূর্ণিমা।
ঐ	চক্রশালা	কৱাচিন্	চৈত্রসংক্রান্তি।
ঐ	উনাইনপুর	বুদ্ধপদ	ফাল্গুনীপূর্ণিমা।
রাওজান	পাহাড়তলী	মহামুনি, শাক্যমুনি ও চাইন্দামুনি	চৈত্রসংক্রান্তি।
পটিয়া	অহল্যা	সক্যসিংহ	বৈশাখীপূর্ণিমা।
রাওজান	দাসো	চুলমণি	মাঘীপূর্ণিমা।

পাহাড়তলীর তিনটী মন্দিরেই শাক্যবুদ্ধের বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তিত্রয়ের ১টী মাণিকছেরীর সামন্ত মানরাজের এবং অপর দুইটী বড়ুয়া-কুলোদ্ভব কালীচরণ মুৎসুদ্দী ও মোহন সিংহ সুবাদারের বিনির্ম্মিত। সাধারণের বিশ্বাস, চক্রশালায় বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, এইজন্য অনেক করাচিন তীর্থে বুদ্ধপদ দর্শনে গমন করিয়া থাকে। কেহ কেহ চন্দ্রনাথ শৈলেও সীতাকুণ্ডস্থ বুদ্ধপদদর্শনে আসিয়া থাকে। অপর তীর্থগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে গঠিত।

মাঘীপূর্ণিমা ও বিষুবসংক্রান্তি তাহাদের বিশেষ পুণ্যাহ। ঐ দিনে বড়ুয়াগণ দীক্ষা গ্রহণ করে। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা দিনে তাহারা সপ্তমবর্ষীয়া বালিকাদিগের কর্ণবেধ করে, কিন্তু বালকদিগের কর্ণবেধ অপর সময়েও হইতে পারে।

বড়ুয়াগণের বিবাহপ্রথা প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত রূপ, তবে ইহাতে অনেকাংশে হিন্দুর অনুকরণ দৃষ্ট হয়।

তাহাদের মধ্যে কন্যাকে বরগৃহে আনিয়া বিবাহ দিবার রীতি আছে। বিবাহের সময় পুরোহিত পঞ্চশীল ও মঙ্গল-সূত্র পাঠ করিলে বর ও কন্যাকে তাহা আবৃত্তি করিতে হয়। সম্প্রদানকালে রমণীগণ অহরহঃ হুলুধ্বনি করিয়া থাকে। পুত্রবতী বিধবারা বিবাহ করে না, কিন্তু অপরে বিবাহ করিতে পারে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির মৃতদেহ দাহ করা এবং পাঁচ বৎসরের অনধিক বর্ষ মৃত শিশুদেহ পুতিয়া ফেলাই বিধি। ধনী-দিগকে যে গাড়িতে উঠাইয়া শ্মশানে লইয়া যায়, তাহাকে টানাটানি রথ বলে। উক্ত শকটের দুই মুখে হংসপ্রতি-কৃতি আছে।

ঐ রথ টানিবার পূর্ব্বে দুইদিকে দড়ি দিয়া বাঁধা হয় এবং সমবেত গ্রামবাসিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিক্ হইতে ঐ রথ টানিতে থাকে। উহার এক দল যমদূত এবং অপরে বিষ্ণুদূত নামে খ্যাত। উভয় পক্ষে টানাটানির পর বিষ্ণু-দূতগণের জয় লাভ হয় এবং শবদেহকে উত্তরদিকে লইয়া গিয়া চিতার উপর শায়িত করে। মুখাগ্নিকালেও মঙ্গল-সূত্র ও পঞ্চশীলমন্ত্র পাঠ করা হয়। সাধারণ ব্যক্তিদিগকে এক স্থানেই দাহ করা হয়, কিন্তু ধনী ও পুরোহিতদিগের দাহের পর সেই স্থানে একটী জাদী বা সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হয়; সুতরাং অপর ধনি-ব্যক্তিকে অন্যস্থানে দাহ করা ভিন্ন গতি

* অর্থাৎ বনপ্রান্তে পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান।

যাই। মৃত্যুর ৭ দিন পরে শ্রাদ্ধ ও পরে পিণ্ডদান এবং ১৪শ দিনে জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে। প্রথম বৎসর তাহারা প্রতিমাসে মাসিক শ্রাদ্ধ করে। পরে বৎসরান্তে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

ধনি-ব্যক্তিগণের চিতার উপর সমাধিমন্দির স্থাপিত হয়। উহাকে জাদী বলে। মন্দির মধ্যে তাহারা কোন শুভ দিনে প্রেতাত্মার তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি রাখিয়া রাখিয়া আইসে। গর্ভিণীর মৃত্যু বিশেষ অমঙ্গলজনক। তাহাদের বিশ্বাস, এরূপ গর্ভিণী ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। তাহার মুক্তির জন্য তাহারা অবশেষে বুদ্ধগয়ায় পিণ্ড দেয়।

গর্ভিণীকে দাহ করিবার পূর্ব্বে তাহার গর্ভ বিদারণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিয়া লয় এবং ভ্রূণটাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া পরে গর্ভিণীর দাহকার্য্য সমাধা করে।

ভূতযোনিতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কোন অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটিলে সেই আত্মা ভূতযোনি প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস। ওঝাগণ মন্ত্র দ্বারা ভূতাবেশ প্রতিরোধ করিয়া থাকেন।

বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহারা আলা কুমারী ও শীতলা দেবীর পূজা করে। কখন কখন বুদ্ধসংকীর্ত্তন ও রক্ষাকালীর পূজা করিয়া থাকে। গবাদির মড়ক উপস্থিত হইলে সত্যনারায়ণপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

তাহারা সাধারণতঃ কৃষি, পুলিশপ্রহরী, শুষ্ক মৎস্য-বিক্রয় ও রন্ধন কার্য্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। কেহ কেহ শিক্ষালাভ করিয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিতেছে। বৃদ্ধারাগণ ও কোন কোন পুরুষ এলোপাথিক ও টোট্‌কা ঔষধপ্রয়োগে চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার করিয়াছে।

নরনারীগণ সাধারণতঃ হিন্দুর মত ধুতি বা সাড়ী পরিধান করে। কখন কখন রমণীগণকে থামিনামক বস্ত্র ও ওড়না ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রমণীগণ অলঙ্কারপ্রিয়। দেশীয় বাহু ও নাথং নামক রৌপ্যালঙ্কার ব্যতীত তাহারা হিন্দুর পছন্দ মত অন্যান্য অলঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করিতে ভাল বাসে। এক্ষণে তাহারা বাঙ্গালীর নাম গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুএকটী আরাকানী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

মগজ (পারসী) মস্তিষ্ক, মজ্জা।

মগজী (পারসী) কিনারা, ধার।

মগধ (পুং) মন্থি-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, মগং দীর্ঘং দধাতি ধা-ক, যা কণ্ড্বাদি মগধ-অচ্। প্রাচীন জনপদভেদ। মহাভারতে লিখিত আছে, এই দেশের লোক সকল অতিশয় ইঙ্গিতজ্ঞ।

"ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ মগধাঃ প্রেক্ষিতজ্ঞাশ্চ কোশলাঃ।

অর্দ্ধোক্তাঃ কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্বাঃ কৃৎস্নানুশাসনাঃ॥"

(ভারত ৮।৪৫।৪৮)

বর্ত্তমান বেহার প্রদেশ পূর্ব্বকালে মগধনামে খ্যাত ছিল। ঋগ্বেদে এই স্থান কীকট নামে উক্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে মগধ নাম দৃষ্ট হয়। ভগবান্ মনুর সময়ে এই স্থানে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত আগমন নিষিদ্ধ ছিল।*

ইহার সর্ব্ব প্রাচীন নগরীর নাম গিরিব্রজ, কুশাম্ব বসু এই নগরটী স্থাপন করেন। এই স্থান গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। [গিরিব্রজ দেখ] গিরিব্রজে রাজা জরাসন্ধ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

জরাসন্ধের পর তদ্বংশীয় বার্হদ্রথগণ বহুকাল এখানে রাজত্ব করেন, তৎপরে প্রদ্যোতবংশ ১২৮ বর্ষ অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ইহার পর এখানে ৩৬০ বর্ষ শৈশুনাগবংশ রাজত্ব করেন। এই বংশীয় বিম্বিসার-রাজের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে মগধপতি বিম্বিসার মুগ্ধ হন, তৎপুত্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের সময় গিরিব্রজের পার্শ্ববর্ত্তী রাজগৃহে মগধের রাজধানী ছিল। [রাজগৃহ দেখ।] নন্দবংশের সময় পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। [পাটলিপুত্র দেখ।]

পুরাণমতে, নন্দবংশ ১০০ বর্ষ, তৎপরে মৌর্য্যবংশ ১৩৭ বর্ষ, তৎপরে শুঙ্গবংশ ১১০ বর্ষ, তৎপরে কণ্ববংশ [illegible] বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যে সময়ে মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্চনদ আক্রমণ করেন, সে সময় এই মগধ "প্রাচ্য" (Prasii) রাজ্য বলিয়া খ্যাত ছিল এবং ইহার সমৃদ্ধি শুনিয়া তাঁহার মগধজয়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সেনানীবর্গের অভিমত না হওয়ায় তিনি সমর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [আলেকসন্দার ও প্রিয়দর্শী দেখ।]

---

* "মগধঃ অনার্য্যদেশঃ কীকটদেশঃ—

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।

ইত্যাদ্য। গয়াদীনাঞ্চ পুণ্যত্বং, তদ্দেশান্তপুণ্যত্বং, অপুণ্যে পাপজনকত্বং, 'অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু' যথা সংস্কারমর্হতি' ইত্যাদি বচনাৎ, তীর্থযাত্রাব্যতিরেকেণৈতদ্ গমনে তত্রৈব চিরমুষিতা গমনাগমনং প্রায়শ্চিত্তং, তদগতো পুনঃসংস্কারঃ অতিচিরবাসে তু—পুনরুপনয়নং কৃত্বা চান্দ্রায়ণং কর্ত্তব্যম্।"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

গুপ্তসম্রাট্‌গণও মগধে রাজত্ব করিয়াছেন, পুষ্পপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। হূণপতি তোরমাণ ও পরে মালবপতি যশোধর্ম্মার অভ্যুদয়ে গুপ্তপ্রতাপ খর্ব্ব হইয়াছিল। কান্যকুব্জে হর্ষবর্দ্ধন সম্রাট্‌ হইলে, মাধবগুপ্ত তাঁহার মিত্ররূপে মগধে রাজত্ব করিতে থাকেন। হর্ষদেবের মৃত্যুর পর মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেন মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার পর মগধরাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হয়, পশ্চিমাংশে মৌখরি ও পূর্ব্বাংশে গুপ্তরাজগণ সামান্য ভূপতিরূপেই রাজত্ব করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গৌড়ে আদিশূরের অভ্যুদয়ে মগধ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া ছিল বটে, কিন্তু তিনি বহুকাল নিজ শাসনে রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারই সময়ে পালবংশীয় প্রথম রাজা গোপাল প্রজাপুঞ্জের সাহায্যে মগধ অধিকার করেন। এই সময় হইতে মগধ 'বিহার' নামে খ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত পালবংশীয় রাজগণ বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালবংশীয় শেষ ভূপতি গোবিন্দ পালের পর গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেন কিছু দিন মগধ স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময় মগধ বা বিহার মুসলমানদিগের করকবলিত হয়। মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মগধের স্থানে স্থানে খানবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সভায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাৎকালিক শিলালিপি হইতে জানা যায়। [বিহার দেখ।]

মগধে হিন্দুগণের একটী প্রধান তীর্থ গয়া অবস্থিত। বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল।

বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণের চেষ্টায় ক্রমে মগধে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। যদিও নন্দরাজগণ ও তৎপরবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত হিন্দু ও জৈনধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্‌ অশোকের সময় এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্মরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। আবার অশোকের পৌত্র দশরথের সময় এখানে জৈন আজীবকগণের সম্মান দৃষ্ট হয়। গুপ্তসম্রাট্‌গণের সময় এখানে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারিত হইতে থাকে এবং সম্রাট্‌ সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। গুপ্তরাজগণের সময়ে এখানে সৌরধর্ম্মও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পালরাজগণের সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের সময়েই মগধের অন্তর্গত নালন্দা বিহারে বৌদ্ধভিক্ষুগণের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা আসিয়াও এখানে সেই বৌদ্ধপ্রভাব দর্শন করেন এবং তাঁহাদেরই প্রভাবে এখান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়।

মগধে গয়া, পুনঃপুনা নদী, চ্যবনের আশ্রম ও রাজগৃহ বন এই কয়টীই প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্‌ ॥"

(বায়ুপুরাণীয় গয়ামা°)

মগধ মুসলমানাধিকারে আসিলে ইহার সর্ব্বপ্রাচীন স্থান রাজগৃহেও মুসলমানেরা আড্ডা করেন, এবং এ অঞ্চল মুসলমান-তীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। এখনও অনেক ধার্ম্মিক মুসলমান রাজগৃহে মকদুম দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

[রাজগৃহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডনামক পৌরাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে,—'মগধের উত্তর সীমা গণ্ডকী নদী যথায় পতিতপাবন হরিহর বিরাজমান, দক্ষিণে বিহারের পার্শ্বস্থিত শিবনদী, পশ্চিমে শোণদেশের নিকটবর্ত্তী চাতল গ্রাম এবং পূর্ব্বসীমায় গঙ্গার দক্ষিণাংশে অবস্থিত দুর্গাপুর। কলিকালে এতদঞ্চলের লোকেরা আচারহীন হইবে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণপুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়া এই মগধে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরা আয়ুর্ব্বেদপরায়ণ ও সর্ব্ব সাধারণের নিকট সম্মানিত। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য এখন ইহারা যাজকরূপে লিপ্ত পড়িয়াছেন। ইহারা অগ্রহায়ণ মাসে গুরুত্রাতীতে দুর্গা-ব্রত করিয়া থাকেন, এ ছাড়া মগধে বহুসংখ্যক কুত্সিত জাতির বাস। ইহারা ফল অপহৃত করিয়া থাকে। এখানে চণকাদি শস্যাদি যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

'কলিকালে কিছুকাল যবনপ্রভাব হইবে। তৎপরে সমুদ্রগামী শ্বেতবর্ণ জাতি আসিয়া মগধ অধিকার করিবে। তাহাদের যত্নে গঙ্গাতীরে অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে।

'মগধে প্রায় তিন হাজার গ্রাম, তন্মধ্যে সাতাশটী মুখ্য। ইহার মধ্যে পূর্ব্বভাগে পাঁচটী, পশ্চিমে সাতটী, দক্ষিণে আটটী ও উত্তরে সাতটী অবস্থিত। তন্মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণতীরে নীলকণ্ঠ-বিরাজিত বৈকুণ্ঠ, মুঙ্গার, গণ্ডকী পার্শ্বে সরণ, গঙ্গার নিকট আকর, বাগার, বিজয়পুর, শেরপুর, নবীনাবাদ, তরলা, বিতুলা, সাহার, দুয়ারি, মোহবদন, চিয়াক, কপাস পূর্ণিয়া, নরহন, রামপুর, হাজিপুর, ভঞ্জ, গঙ্গার ও নালন্দা। মগধের রাজধানীর নাম পাটলিপুত্র।'

বাস্তবিক এখনও পাটলিপুত্র বা পাটনা বেহারের সর্ব্বপ্রধান সহর বলিয়া পরিগণিত। [পাটলিপুত্র ও পাটনা দেখ]

২ মগধ-দেশবাসী লোক। (স্ত্রী) ৩ পিপ্পলীমূল। (বৈদ্যকনি॰)

মগধজা (স্ত্রী) পিপ্পলী, পিপুলগাছ। (বৈদ্যকনি॰)

মগধা (স্ত্রী) মগধস্তত্রাখ্যা দেশ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি 'অর্শ-আদিভ্যোঽচ্', স্ত্রিয়াং টাপ্। পিপ্পলী। (রত্নমালা)

মগধীয় (ত্রি) মগধে ভবঃ গহাদিত্বাৎ ছ। মগধ-দেশোদ্ভব।

মগধেশ্বর (পুং) মগধস্য তদাখ্যদেশস্য ঈশ্বরঃ। ১ জরাসন্ধ-রাজ। (হেম) ২ মগধদেশের অধিপতি মাত্র।

"প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য নীত্বা কুমারীমবদৎ সুনন্দা।" (রঘু ৬।২০)

মগধোদ্ভবা (স্ত্রী) মগধে উদ্ভবো যস্যাঃ। ১ পিপ্পলী। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ মগধদেশজাত।

মগধ্য, পরিবেষ্টন। এই ধাতু কণ্ড্বাদি, পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মগধ্যতি। লুঙ্ অমগধীৎ।

মগন্দ (পুং) মগং পাপং দদাতি দা-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ মুচ্। কুসীদী। (নিরুক্ত ৬।৩২)

মগদি, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩২০ বর্গ মাইল। এই স্থানের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে অর্কবতী নদী প্রবাহিত। স্থানীয় সাবন-দুর্গ ও ভৈরবদুর্গ নামক গিরিশিখরদ্বয় বহু প্রাচীনকাল হইতেই দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। চোলরাজবংশ, বিজয়-নগররাজগণ এবং গৌড় সর্দারেরা সময়ে সময়ে এই সম্পত্তির আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২ উক্ত তালুকের সদর এবং একটী পণ্ডগ্রামরূপে পরি-গণিত। অক্ষা॰ ১২°৫৭´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৭°১৬´১০´´ পূঃ। ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক চোলরাজ এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে বঙ্গলুরের গৌড় সর্দার ইমডিকেম্পে গৌড় এই নগর অধিকারপূর্ব্বক এখানে স্বীয় বাসোপযোগী একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের হিন্দুনরপতি গৌড়-সর্দারকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া শ্রীরঙ্গ-পত্তনে লইয়া যান এবং তথায় স্বীয় শাসনসীমা বিস্তার করেন। নগরের উত্তরদিক্স্থ পর্ব্বতশৈলের ঢালু দেশে একটী দুর্গ আছে। কিম্পে গৌড়ের প্রতিষ্ঠিত সোমেশ্বর মন্দির অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

মগণ (পুং) ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত সর্ব্বগুরুক বর্ণত্রয়, 'মস্ত্রিগুরুঃ' ছন্দের লক্ষণে 'ম' এই অক্ষর থাকিলে তিনটী বর্ণ গুরু জানিতে হইবে।

মগর, নেপালের বৌদ্ধসম্প্রদায় বা জাতিভেদ। ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে বটে, কিন্তু এখনও অনেকে তিব্বতীয় ভাষা ব্যবহার করে ও তিব্বতীয় আদব কায়দায় এবং লামাদিগের উপদেশেও যথেষ্ট বিশ্বাস রাখে। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতিতে তাতার-ভাব বিজড়িত। তবে নেপালে অপর সকল জাতির সহিত ইহারা স্থানীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। তিব্বতীয় ভাষা ব্যবহার করিলেও সকলেই ভারতীয় অক্ষরেই লেখাপড়া করে, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য স্বীকার করে ও গোমাংস কেহই স্পর্শ করে না। ইহারা প্রথমে সিকিমে বাস করিত, তথা হইতে লেপ্চা জাতি কর্ত্তৃক মেচি ও তুষ্টানদীর পশ্চিমাংশে এবং তথা হইতে আবার লিম্বুজাতি কর্ত্তৃক পশ্চিমদিকে অরুণ ও দুধকুশীর পরপারে বিতাড়িত হইয়াছে। এখন কালীনদীর উৎসমূলে মগর জাতির বাস। অনেকেই নেপালরাজের সৈন্যভুক্ত ও সকলেই রাজভক্ত। ইহাদের মধ্যে ১২টী থাক্ আছে, নিজ থাক মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান প্রচলিত নাই।

মগরতলাও (মকরতীর্থ) করাচী জেলার উষ্ণপ্রস্রবণযুক্ত একটী বৃহৎ সরোবর। মুসলমানদিগের কাছে 'মগরপীর' বা 'পীর মঙ্গ' নামে খ্যাত; করাচীর প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫০ গজ ও প্রস্থে প্রায় ৮০ গজ হইবে, কিন্তু ইহারই মধ্যে বিশতাধিক বৃহদাকার কুম্ভীরের বাস। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, মহিষ ভিন্ন অপর সকল জীবই ঐ সকল কুম্ভীরের খাদ্য। সরোবরের তীরে একটী জীবহত্যা করিলে, ভূমিতে তাহার রক্তপাত হইবামাত্র দলে দলে কুম্ভীরেরা আসিয়া তাহা লইবার চেষ্টা করে এবং পরস্পরে ভীষণ যুদ্ধ করিতে থাকে। খাদ্যাহার শেষ হইলে সকলেই জলমধ্যে অন্তর্হিত হয়।

সরোবরের তীরে পীরমঙ্গের মসজিদ্ আছে। সিন্ধু-প্রদেশবাসী হিন্দু-মুসলমান মাত্রেই এই পীরকে ভক্তি করেন এবং অনেকে পীরদর্শনে আসিয়া থাকেন। অনেকেরই বিশ্বাস, এখানে শবের গোর দিলে মহাপুণ্য হয়, তাই প্রতিবর্ষে শত শত লোক এখানে গোর দিতে আসে। গোরস্থানে বহুবিধ সমাধি দৃষ্ট হয়।

মগরা, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তঃপাতী একটী নগর। ত্রিবেণী তীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২২°৫৯´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৮°২৫´ পূঃ। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলপথের ষ্টেসন আছে। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যের জন্য এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। রেলষ্টেসন অতিক্রম করিলে রাজা চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ নামক বিস্তৃত মৃত্তিকার আলি দৃষ্টিগোচর হয়। উহা এক্ষণে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, রাজা চন্দ্রকেতু স্বীয় কন্যার বিবাহ কালে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। এখানকার

বালুকা গৃহনির্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী, উহা 'মগরার বালি' নামে খ্যাত।

মগরাহাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার যাইবার ই, বি, এস্, আর রেলপথের উপর অবস্থিত। এখানে উক্ত রেল কোম্পানীর একটী ষ্টেসন আছে। এই স্থান পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গণ্য।

মগল (পুং) গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

মগামন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের সিন্ধুর রাজ্যস্থ সিবালিক পর্ব্বতের একটী গিরিসঙ্কট। অক্ষা° ৩০°৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৯´ পূঃ। এই গিরিপথ অতিক্রম করিয়া মার্কণ্ড উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের গোর্খা যুদ্ধের সময় এই গিরিসঙ্কটের পার্শ্ববর্তী মামুন মরকা স্থানে ইংরাজ-সেনাদল ছাউনি করিয়াছিল।

মগী, আরব, শক, বাহ্লিক, পারস্য, চাল্দিয়া প্রভৃতি জাতির আদি পুরোহিতগণ 'মগ' বা 'মগী' নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথ্বী, অগ্নি, জল ও বায়ুর পূজা করিতেন। হিরো-দোতস্ ইঁহাদিগকে পর্ব্বতোপরি জুপিটার বা ইন্দ্রের উপাসনা করিতেও দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, অসুর (Assyrians) দিগের নিকট হইতে তাঁহারা বাণাদেবী (Venus) ও বরুণের (Urania) উপাসনা করিতে শিখিয়াছেন।

ষ্ট্রাবো বর্ণনা করিয়াছেন যে, পারসিক পুরোহিতগণ পূজার্থ কোন দেবপ্রতিমা বা বেদী নির্ম্মাণ করিতেন না, তাঁহারা জুপিটাররূপে দেবী ও 'মিথ্র' নামে সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। কেহ কেহ অগ্নিদেবের পূজাও করিত। মিথ্র (বৈদিক মিত্র) দেবই এই সম্প্রদায়ের কুলদেবতা। জরথুস্ত্র বা জোরো-আষ্টার এই মিত্রপূজার অধিকাংশ রীতিনীতি পরিবর্ত্তন করিয়া অগ্নিপূজা প্রচার করেন, তাহাতে আদি মিত্রপূজকদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু জরথুস্ত্রের জয় হইয়াছিল, অন্য লোকই আদি মিত্রপূজার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও শেষে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

যখন বাবিলনের সিংহাসনে দ্বিতীয়বংশ অধিষ্ঠিত, সে সময়ে প্রায় ২২৩৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কাল্‌দীয়ায় অগ্নিপূজক মগী-দিগের মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা জরথুস্ত্র মতেরই সংস্কার বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতে পঞ্চভূতের উপাসনাই প্রধান এবং অগ্নিদেবই উপাসনার মূল।

এ দেশে যেমন যাজনক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন জাতির অধিকার নাই, অগ্নিপূজক মগীদিগের অধিকারও সেইরূপ ছিল। কোন ভক্ত বা উপাসকই এই মগপুরোহিতের সাহায্য ভিন্ন কোন দৈবকর্ম্ম করিতে পারিত না। বলি, হোম, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠানই একমাত্র পুরোহিতেরা সম্পন্ন করিতেন, রাজা হইতে প্রজাসাধারণ সকলেই যথাবিধি সমস্বরে স্তব ও দর্শকরূপে তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখিতে পাইত মাত্র। পারস্যপতি দরায়ুস্ এই অগ্নিপূজকগণের যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্তক্ষত্রের (Artaxerxes Longomanus) সময়ে তাঁহারা অগ্নিপতিগণকে তাঁহাদের মতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রীনবুম্ অধ্যাপক ওয়েষ্টারগার্ড মগীধর্ম্মের উৎপত্তি জরথুস্ত্র মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন।

[পারস্য ও ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

মগু (পুং) শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। [মগ দেখ।]

মগুন্দী (স্ত্রী) মগুন্দী নামক পিশাচী বিশেষ। (অথর্ব্ব ২।১৪।২)

মগোরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্থা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সামন্তরাজ ঠাকুর হিমৎসিংহ মাকোয়ানাবংশীয় রাজপুত। ইঁহারা বৈদরের রাজাকে বার্ষিক ৬০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

মগ্ন (ত্রি) মস্জ-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠা তকারস্য নত্বং (স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ। পা ৮।২।২৯) ইতি সলোপঃ, চোঃ কুত্বং। মজ্জিত, জলাদ্যন্তঃপ্রবিষ্ট, জলে ডোবা।

"[illegible]"

(দেবীভাগ° ৮৩।৫৫)

মঘ, ১ বৈভব। ২ [illegible]। এই অর্থে অদন্ত। ৩ গতি। ৪ নিন্দা। ৫ আরম্ভ। মঘ° ভ্বাদি° আত্মনে° সেট্ ইদিৎ। লট্ মঙ্ঘতে। লোট্ মঙ্ঘতাং। লুঙ্ অমঙ্ঘিষ্ট।

মঘ, কুৎসন। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। ইদিৎ। লট্ মঙ্ঘয়তি। লোট্ মঙ্ঘয়তু। লিট্ মঙ্ঘয়ঃ। লুঙ্ অমমঙ্ঘৎ।

মঘ (পুং) মহ্যতে পূজ্যতে, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ দ্বীপবিশেষ। (মেদিনী) ২ দেশবিশেষ, মঘনামক ম্লেচ্ছবিষয়ক স্থান। (স্ত্রী) ৩ পুষ্পবিশেষ। ৪ ধন। "ইন্দ্রো মঘানি দয়তে" (ঋক্ ৭।২৬।৫) 'মঘানি মংহনীয়ানি ধনানি' (সায়ণ) ৫ মগব্রাহ্মণ।

[শাকদ্বীপ ও ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

মঘর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আমী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°১৫´ পূঃ। এই স্থানে অনেক প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে, কপিলবাস্তু মহা-নগরীর ধ্বংস হইলে পর, বৌদ্ধযতিগণ এই নগরে আসিয়া অবস্থান করে।

আমী নদীর দক্ষিণকূলে নগরের পূর্ব্বভাগে প্রসিদ্ধ হিন্দু

ও মুসলমান-পূজিত ধর্ম প্রবর্ত্তক কবীরের* সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বিজ্লি খান্ এই রৌজা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; পরে পুনরায় ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে নবাব ফিদাইখান্ কর্ত্তৃক উহা সংস্কৃত হয়। ইহার কিছু দক্ষিণে কবীরের উদ্দেশে স্থাপিত একটী হিন্দুতীর্থ ও মসজিদ্ আছে। হিন্দুগণ ঐ কবীরতীর্থে গমন করিয়া থাকেন।

নগরের মধ্যভাগে ১৭শ শতাব্দের মুসলমান-শাসনকর্ত্তা কাজী খলীল্-উর্-রহমানের সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার ঠিক পশ্চিম দিকে একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। উহা মঘর-রাজবংশের কীর্ত্তি বলিয়া কথিত। এতদ্ভিন্ন এই দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে এবং তথা হইতে কবীর রৌজার সমীপ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে অনেকগুলি ইষ্টকস্তূপ বিস্তৃত আছে।

মঘরের এক ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে শীর্ষার তাল নামক দীর্ঘিকার পূর্ব্ব কূলে মহাস্থান ডিহি নামক বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ঐ ধ্বংসরাশির উপর শীর্ষারাও গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের ৪ শত ফিট্ পূর্ব্বে, একটী ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ দেখা যায়। লোকমুখে শুনা যায়, বুদ্ধদেব ঐ স্থানে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। সেই মহাস্মৃতিরক্ষার জন্য পরে তথায় একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত স্তূপের ৩ শত ফিট্ উত্তরপূর্ব্বে ৫০ ফিট্ পরিধিযুক্ত আর একটী বৃহৎ স্তূপ বিদ্যমান আছে। যেখানে বুদ্ধদেব ছন্দকের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তথায় সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক যে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাই সেই মহাস্তূপরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে স্তূপের ৩৭০ ফিট উত্তরে আরও একটী ইষ্টকস্তূপ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে শাক্যবুদ্ধ রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তথায় যে স্তূপ নির্ম্মিত হয়, তাহাই বর্ত্তমান স্তূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই স্তূপের ৫৫০ ফিট্ দক্ষিণপূর্ব্বে দৈঠাস ডিহি নামক বিস্তীর্ণ স্তূপ বিরাজিত আছে। আলোচনা দ্বারা উহার কএকটীকে বৌদ্ধবিহার বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মঘর-নগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে কোপ নামক গ্রামে কোপেশ্বর শিবমন্দির ও কএকটী ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

মঘবৎ (পুং) মঘবৎ (মঘবা বহুলং। পা ৬।৪।১২৮) ইতি পক্ষে তৃ আদেশঃ, ন ইৎ। ইন্দ্র।

"একো বৈ রক্ষিতা চৈব ত্রিদিবং মঘবানিব।"(ভারত ৩।৪৪।১০)

২ নহুষ পুত্রভেদ।

* হিন্দুদিগের নিকট কবীরদাস ও মুসলমানদিগের নিকট কবীরসাহ নামে খ্যাত।

"মরীচিভির্মঘবংস্তৈব ইন্দ্রাগ্নিভির্মিত্রাবরুণাভ্যাম্।" (মৎস্যপু০ ৯।১৮)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। মঘবতী ইন্দ্রাণী।

মঘবন্ (পুং) মহতে পূজ্যতে ইতি মহ-পূজায়াং "শ্বন্নুক্ষন্ পূষন্ প্লীহন্ ক্লেদন্" (উণ্ ১।১৫৮) নিপাতনাৎ হস্য ঘ, অনুগমশ্চ। ইন্দ্র।

"হৃদোর পাঃ ন মঘবা শতানি মঘবা দিবম্।

সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্॥" (রঘু ১।২৬)

২ জিনদিগের দ্বাদশ চক্রবর্ত্তীর অন্তর্গত চক্রবর্ত্তিবিশেষ। (হেম) ৩ সপ্তম দ্বাপরের ব্যাস।

"মঘবা সপ্তমে প্রোক্তো বসিষ্ঠশ্চাষ্টমে স্মৃতঃ।"(দেবীভাগ০ ১।৩।২৮)

মঘবন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'মঘোনী' এইরূপ পদ হয়।

মঘা (স্ত্রী) মহ্যতে, মহ ঘঞ্ কুত্বং। ১ ঔষধবিশেষ। (শব্দচ০) ২ অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশ নক্ষত্রের অন্তর্গত দশম নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ। এই নক্ষত্র অধোমুখগণ।

"মূলাশ্লেষা তথার্দ্রা চ বিশাখা ভরণী তথা।

মঘা পূর্ব্বাত্রয়ঞ্চৈব অধোমুখগণঃ স্মৃতঃ॥" (জাতকাভরণ)

মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে দেবারিগণ হয়। শতপদ চক্রানুসারে নামকরণ করিতে হইলে প্রথমাদি পাদে ম, মি, মু, মে, এই চারিটী অক্ষর জানিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমপাদে ম, দ্বিতীয় পাদে মি, তৃতীয়পাদে মু এবং চতুর্থ পাদে মে এই রূপ আদ্যক্ষর হইবে।

মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে সিংহরাশি হয়। এই নক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ড গণ্ড, এই গণ্ডে যদি কেহ জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

"সর্ব্বেষাং গণ্ডজাতানাং পরিত্যাগো বিধীয়তে।" (জ্যোতিঃপ্র০)

মঘানক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতবালক বিপ্রভক্তিশীল, স্থিরবিক্রম, সুন্দর লোচনসম্পন্ন, প্রতাপশীল, ভয়শক্তিযুক্ত, বনিতাবিরোধী, কামুক ও বিত্তসম্পন্ন এবং রাজসেবক হইয়া থাকে।

মঘানক্ষত্র ইন্দুরজাতীয়। ইহার আকৃতি লাঙ্গল সদৃশ, এবং পঞ্চতারকাযুক্ত।

"লাঙ্গলাকৃতিনি পঞ্চতারকে চারুকোণ পিতৃভে নিরোধগে।

নীলনীরদবিনিন্দিলোচনে ভুক্তিকারিগণিতং কলাশতম্॥"

(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননিরূপণ)

অষ্টোত্তরী-মতে—মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশা জানিতে হইবে। এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ২ বৎসর ৮ মাস। প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতি দণ্ডে ১৬ দিন ও প্রতিপলে ১৬ পল হয়।

বিংশোত্তরী-মতে মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে কেতুর দশায় জন্ম হয়। এই দশার ভোগকাল ৭ বৎসর।

মঘানক্ষত্রে যাত্রা করিতে নাই, এই নক্ষত্রে যাত্রা করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি এই নক্ষত্রে ব্যাধি হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

"মঘাভরণীহস্তেষু মূলে বা অশ্বিতোঽপি বৈ।
মৃত্যুবাগম্যতে সোঽপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"
(হারীত ২স্থা° ৪ অ°)

এই সব বহুবচনান্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

"কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘাস্বিন্দোঃ করে রবিঃ।
যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

মঘাত্রয়োদশী (স্ত্রী) মঘা তন্নাম-নক্ষত্রং মঘাযুক্তা ত্রয়োদশী মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। মঘানক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। এই ত্রয়োদশীতে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই শ্রাদ্ধ মধু ও পায়স দ্বারা করিতে হয়।

"প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং মঘাযুক্তাং ত্রয়োদশীং।
প্রাপ্য শ্রাদ্ধং হি কর্ত্তব্যং মধুনা পায়সেন চ।
যৎ কিঞ্চিন্মধুনা মিশ্রং প্রদদ্যাত্তু ত্রয়োদশীম্।
তদপ্যক্ষয়মেব স্যাদ্বর্ষাসু চ মঘাসু চ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মধু পায়স দ্বারা করিতে অসমর্থ হইলে মধুযুক্ত যে কোন বিহিত দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে।

এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং ইহাতে পুত্রেরও অধিকার আছে।

"মঘাযুক্তা চ তত্রাপি খ্যাতা যাম্যত্রয়োদশী।
তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুনা পায়সেন চ॥—
অত্র যৎ শ্রাদ্ধং তন্মধুযোগেন বা অক্ষয়ং ভবেৎ, অতএব মনুবচনে যৎ কিঞ্চিন্মধুনা মিশ্রমিত্যনেন মধুমাত্রযুক্তস্য-যুক্তং, অতোঽত্র মৃতস্যাং পুত্রস্যাধিকারঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

মধু ও পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়। পুত্রবান্ ব্যক্তি এই ত্রয়োদশীতে যে শ্রাদ্ধ করিবেন, তাহাতে তিনি পিণ্ডদান করিবেন না, পিণ্ড না দিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম অনুসারে শ্রাদ্ধ করিবেন।

"কৌজকীং তিথিমাসাদ্য যাবচ্চার্কদিনক্ষয়ম্।
তত্রাপি মহতী পূজা কর্ত্তব্যা পিতৃদৈবতে।
তত্রে পিণ্ডপ্রদানঞ্চ জ্যেষ্ঠপুত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥"
পিতৃদৈবতে তত্রে মঘায়াং—

"পিণ্ডনির্বাপরহিতং যত্তু শ্রাদ্ধং বিধীয়তে।
স্বধাবাচনলোপোঽত্র বিকিরস্তু ন লুপ্যতে।
অক্ষয্যং দক্ষিণা স্বস্তি সৌমনস্যং যথাস্থিতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

মঘাভব (পুং) মঘায়াং ভবঃ। শুক্রগ্রহ। (হেম) (ত্রি) ২ মঘানক্ষত্রে জাতমাত্র।

মঘাভূ (পুং) মঘায়াং মঘাসমীপস্থ-পূর্বফল্গুন্যাং ভবতীতি ভূ-কিপ্। শুক্রাচার্য্য। (ত্রিকা°)

মঘিয়া ডোম, বাঙ্গালাবাসী নিকৃষ্টশ্রেণীর জাতিবিশেষ। [ডোম দেখ।]

মঘিয়ানা, পঞ্জাবপ্রদেশের ঝঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বিচার-সদর। অক্ষা° ৩১°১৬´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°২০´৫৫´´ পূঃ। পার্শ্ববর্তী ঝঙ্গ নগরে গমনাগমনের জন্য একটী পাকা রাস্তা আছে। উভয় নগরই এক মিউনিসি-পালিটীর অধীন।

এই নগরের প্রায় ১॥০ ক্রোশ দূরে চন্দ্রভাগা নদী প্রবাহিত। গ্রীষ্ম ঋতুতে ঐ নদীর খয়োরা শাখা জলে পূর্ণ হইয়া নগরপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন নদী-তীরবর্তী ঘাট ও বৃক্ষ সকল তীরভূমির শোভা বৃদ্ধি করে।

চন্দ্রভাগা নদীর বালুকাময় উপত্যকা দেশ পরিত্যাগ করিয়া একটী অধিত্যকাভূমির প্রান্তদেশে মঘিয়ানা নগর স্থাপিত। এখানে বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ঝঙ্গ নগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। এক্ষণে কান্দাহার প্রভৃতি আফগান নগরের যাবতীয় কাজ এই নগরে সমাহিত হইয়া থাকে। সাবান, অশ্বসজ্জা, এবং প্রসিদ্ধ যুরোপীয় কুলুপকার চাব্সের অনুকরণে নির্ম্মিত কুলুপ ও পিত্তলের বাসনের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত।

মঘেরা, উঃ পঃ প্রদেশের মথুরা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৭°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৭´৫২´´ পূঃ। এখানে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটী বিস্তৃত হাট আছে।

মঘী (স্ত্রী) মঘা তদাখ্যানক্ষত্রং উৎপত্তিকারণত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি মঘা-অর্শ-আদিভ্যশ্চ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ধান্যভেদ-আউসধান। (মেদিনী)

মঘোনী (স্ত্রী) মঘোনঃ পত্নীতি মঘবন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্, বকারস্য চ সম্প্রসারণম্। ইন্দ্রাণী।

মঙ্কলক (পুং) ১ বলিভেদ। ২ যক্ষভেদ। (ভারত ৩প° ৮৩অ°)

মক্কসর, (মঙ্কসর) সিলেবিস্ দ্বীপবাসী জাতিবিশেষ। যুরোপীয়গণের নিকট ইহারা মাকাসর (Macassar) নামে খ্যাত। উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপভাগে ইহাদের বাস। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে যখন পর্ত্তুগীজগণ এই দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করে, তখন তাহারা এই জাতিকে লিখিত ও কথিত ভাষায় উন্নত দেখিয়াছিল। তৎকালে ইহাদের ভাষানুযায়ী বর্ণ-

মালাও প্রচলিত ছিল। ইহারা বুগী জাতিকে পরাভূত করিয়া দ্বীপপুঞ্জবাসী সাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছিল।

দ্বীপবাসীর মধ্যে ইহারাই প্রথমে ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। পর্ত্তুগীজদিগের আগমনসময়েও ইহারা ইস্লাম-ধর্ম্মসেবী ছিল, কিন্তু উহার ৮০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যব ও মলয়বাসী-মিসনরীগণের সাহায্যে ইহারা খৃষ্টান্-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ওলন্দাজদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইবার পর ইহারা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়া ওলন্দাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে।

মঙ্গসর জাতির বাসভূমি কখন কখন মঙ্গসরদ্বীপ নামে উক্ত হয়। যেখানে ওলন্দাজগণ রটার্ডাম নগর ও দুর্গ স্থাপন করে, তাহাও মঙ্গসর নামে অভিহিত। অক্ষা০ ৫°৭´৪৫´´ দঃ এবং ১১৯°২১ ৩১´´ পূঃ।

মঙ্গসর নগর একটী প্রসিদ্ধ বন্দররূপে গণ্য। ওলন্দাজ নাবিকগণের শুভাগমন হইতেই এখানকার বাণিজ্যপ্রসার বৃদ্ধি হয়। স্থানীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া, চীন ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার প্রভূত বাণিজ্য আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট শুল্কগ্রহণ রহিত করায় এখানকার বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে।

মঙ্কি (পুং) মকি-ইন্। ধনেচ্ছু বণিগ্‌ভেদ। (ভা০শান্তি১৭৭অঃ)

মঙ্কিল (পুং) দাবাগ্নি।

মঙ্কু (পুং) মকি-উন্। মন্দমন্দগতিক, চলদ্গতিবিশিষ্ট।

"স গোবাত্তিপুত্রো মঙ্কুরিব চচার" (শত০ব্রা০ ৪।৫।৪।১)

মঙ্কুর (পুং) মঙ্কতি ভূষয়তীতি মকি-বাহুলকাদুরচ্। মুকুর, দর্পণ। (অমরটীকা ভরত)

মঙ্ক্ষণ (ক্লী) মস্জ-ল্যুট্। জঙ্ঘাত্রাণ। (হারাবলী)

মঙ্‌ক্ষু (অব্য০) মস্জি-উন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ১ তত্ত্বার্থ। ২ শৈঘ্র্য।

"বদ্ধভিঃ কটকটাহহতৈস্তিমিমন্তৈ-
মঙ্ক্ষুপতি পরিতঃ পটমৈরলানাং।" (মাঘ ৫।৩৭)

মঙ্ক্ষুক (ত্রি) মজ্জতি বাড়ি ইতি মস্জ-উক্। (মস্জিনশোর্ঝলি। পা ৭।১।৬০) ইতি নুম্। মজ্জনকর্তা।

মঙ্খ, (বা মঙ্খক) জনৈক বিখ্যাত কবি। বিশ্ববর্ত্তের পুত্র ও মন্মথের পৌত্র। ইনি অলঙ্কারসর্ব্বস্ব, মঙ্খকোষ ও শ্রীকণ্ঠচরিত নামক গ্রন্থের প্রণয়ন করেন।

মঙ্গ, পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ। ইহারা কিরাতজাতির অন্তর্ভুক্ত। [কিরাত দেখ]

মঙ্গ (পুং) মঙ্গতি সর্পতীতি মগি-অচ্। নৌকাগ্রিমভাগ, চলিত নৌকার গলুই।

মঙ্গমপেট্ট, দাক্ষিণাত্যের নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। গোদাবরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৮°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮০°৩৫´ পূঃ। এই নগরের চারিদিকে বেলে পাথরের স্তম্ভ বিরাজিত আছে। অনেকে ঐ স্তম্ভশ্রেণী দেখিতে এখানে আগমন করেন। তদ্ভিন্ন একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লা ইহার প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে।

মঙ্গরাজ, নিঘণ্টুপ্রণেতা।

মঙ্গরুল, বেরার রাজ্যের বাসিম জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৬৭৪ বর্গ মাইল।

মঙ্গরুল, বেরার রাজ্যের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে হিন্দুর বসবাসই অধিক।

মঙ্গরুলপীর, বেরাররাজ্যের বাসিমজেলায় অন্তর্গত একটী নগর এবং মঙ্গরুল তালুকের সদর। অক্ষা০ ২০° ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৭° ২৪´ ৫০´´ পূঃ। এখানে বদরউদ্দীন্ সাহেব ও সুনাম সাহেব নামক মুসলমান-পীরদ্বয়ের সমাধিমন্দির বিদ্যমান থাকায় এই গ্রাম অস্ত মঙ্গরুল নগর হইতে স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য পীর আখ্যা লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও অনেকগুলি দর্গা ও মসজিদ্ আছে।

মঙ্গরোত্তা, পঞ্জাব প্রদেশের ডেরা-গাজি খাঁ জেলার সাঙ্ঘড় তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। সাঙ্ঘড় গিরিসঙ্কটের মুখে প্রবাহিত সাঙ্ঘড় স্রোতস্বিনীর তীরে অবস্থিত। এখানে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা-রক্ষার জন্য একটী দুর্গ আছে।

মঙ্গরোল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সোরাষ্ট্র প্রান্ত বা কাঠিয়াবাড় বিভাগের জুনাগড় সামন্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর। অক্ষা০ ২১° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭০° ১৯´ ৩০´´ পূঃ।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই নগরের বাণিজ্য খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। ভৌগোলিক টলেমী Monoglossum শব্দে এই নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানকার মসজিদ্ কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মসজিদ্‌গাত্রে উৎকীর্ণ শিলাফলক হইতে ইহার নির্ম্মাণকাল ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দ জানা যায়।

এই নগর জনৈক মুসলমান সর্দ্দারের সম্পত্তি। ঐ সর্দ্দার সাধারণে মঙ্গরোলের শেখ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ১১৫০০ টাকা কর দিয়া থাকেন। এখানে হস্তিদন্ত ও চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্য্যযুক্ত বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইস্থানে স্থানীয় লোক দ্বারা নির্ম্মিত একটী ৭০ ফিট্ উচ্চ আলোক-বর্ত্তিকা আছে। উহা বন্দর হইতে প্রায় ৪ শত গজ পশ্চাতে অবস্থিত। প্রায় ৮ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষ হইতে উহার আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মঙ্গরোল, রাজপুতনার কোটারাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৫° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ৩৫´ ১৫´´ পূঃ। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে কোটারাজ মহারাও কিশোর সিংহের সহিত রাজমন্ত্রী জালিম্ সিংহের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজগণ জালিম্ সিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে রাজভ্রাতা পৃথ্বীসিংহ এবং ইংরাজপক্ষে কএকজন সেনানী আহত হন। এই নগরই তাঁহাদের রণরঙ্গের অভিনয়-ভূমি ছিল। ইংরাজ-সেনানীগণের স্মরণার্থ এখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে।

মঙ্গল, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ইংরাজের রাজকীয় পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। অক্ষা০ ৩১° ১৮´ হইতে ৩১° ২২´ উঃ দ্রাঘি০ ৭৬° ৫৬´ হইতে ৭৭° ১´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। এই রাজ্য পূর্ব্বে কহলুর সর্দারের অধীন ছিল। পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোর্খাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ায় স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য হয়। এখানকার রাজা জিৎসিংহ অত্রিবংশীয় রাজপুত। এই বংশ প্রথমে মারবাড় প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করে। ইহারা ইংরাজরাজকে বার্ষিক ৭০্ টাকা কর দিয়া থাকে।

মঙ্গল, চিত্তোরাধিপ খুমানের পুত্র। বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে অধিক দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে হয় নাই, এই অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া সামন্তগণ একযোগে তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেয়। নিরুপায় মঙ্গল দেশবহিষ্কৃত হইয়া উত্তরমরু প্রদেশে গমন ও তথায় একটি রাজ্য স্থাপন করে। তাহার বংশধরগণ 'মাঙ্গলীয়-গিহ্লোট' নামে খ্যাত হইয়াছিল।

মঙ্গল, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি সাধারণে সাধু বিল্বমঙ্গল নামে পরিচিত। [বিল্বমঙ্গল দেখ]

মঙ্গল (ক্লী) মঙ্গতি হিতার্থং সর্পতি মঙ্গতি দুরদৃষ্টমনেনাস্মাদ্বেতি মগি (মঙ্গেরলচ্। উণ্ ৫।৭০) ১ অভিপ্রেতার্থসিদ্ধি, অভীষ্টবিষয়ের সিদ্ধির নাম মঙ্গল। (ত্রি) ২ মঙ্গলবিশিষ্ট

"মঙ্গলৈরভিষিক্তশ্চ তত্র ত্বং ব্যাপৃতো ভব।" (রামা০ ২।২৩।২০)

পর্য্যায়—ভাবুক, ভব্য, কল্যাণ, ভবিক, শুভ, ক্ষেম, প্রশস্ত, ভদ্র, শ্বঃশ্রেয়স, শিব, অরিষ্ট, কুশল, বিষ্ট, ভদ্র, শস্ত। (শব্দরত্না০)

"মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ।
কল্যাণং মঙ্গলং ক্ষেমং শাস্তং শর্ম্ম শিবং শুভম্ ॥" (বৈদ্যকর০)

২ সর্ব্বার্থরক্ষণ। (মেদিনী)

মঙ্গলের লক্ষণ—

"প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জনম্।
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তং ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥" (একাদশীত০)

প্রতিদিন প্রশস্তকর্ম্মের আচরণ এবং অপ্রশস্তের পরিত্যাগই মঙ্গলপদবাচ্য।

মঙ্গলজনক দ্রব্য—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পূর্ণকুম্ভ, দ্বিজ, বেশ্যা, শুক্লধান্য, দর্পণ, দধি, ঘৃত, মধু, লাজ (খই), পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, শর্করা, বৃষ, গজেন্দ্র, তুরগ, জলদগ্নি, সুবর্ণ, শস্য, বিবিধ পরিপক্ক ফল, পতিপুত্রবতী নারী, প্রদীপ, উত্তমমণি, মুক্তা, পুষ্পমাল্য, সদ্যোমাংস ও চন্দন এই সকল দর্শন মঙ্গলজনক।

বামে শৃগাল, নকুল, শব এবং দক্ষিণে রাজহংস, ময়ূর, খঞ্জন, শুক, পিক, পারাবত, শঙ্খচিল, চক্রবাক, কৃষ্ণসার, চমরী, শ্বেত চামর, সবৎসা ধেনু ও পতাকা, নানাপ্রকার বাদ্য, মঙ্গলধ্বনি, হরিসঙ্কীর্তন, ঘণ্টা ও শঙ্খ শব্দ এই সকল মঙ্গলজনক। এই সকল বস্তু দর্শন করিয়া বা এই সকল দ্রব্যের নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলে মঙ্গল হয়।*

আরও লিখিত আছে যে, বামে শব, শিবা, পূর্ণকুম্ভ, নকুল, পতিপুত্রবতী দিব্যাভরণভূষিতা সাধ্বী স্ত্রী, শুক্লপুষ্প, মালা, খাদ্য, খঞ্জন, দক্ষিণদিকে অগ্নাহরি, বিপ্র, বৃষভ, গজ, সবৎসা ধেনু, শ্বেতাশ্ব, রাজহংস, বেশ্যা, পুষ্পমালা, পতাকা, দধি, পায়স, মণি, সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মাণিক্য, সদ্যোমাংস, চন্দন, মধু, ঘৃত, কৃষ্ণসার, ফল, লাজ, সিদ্ধান্ন, দর্পণ, ভক্তোৎপল, পদ্মবন, শঙ্খচিল, কোরক, মার্জ্জার, পর্ব্বত, মেঘ, ময়ূর, শুক, সারস, শঙ্খ, কোকিল ও বাদ্যধ্বনি এই সকল শুনিয়া বা দেখিয়া যাত্রা করিলে সকল দিকে মঙ্গল হয়।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ০ ৭০ অ০)

---

* "পূর্ণকুম্ভং দ্বিজং বেশ্যাঃ শুক্লধান্যঞ্চ দর্পণম্।
দধ্যাজ্যং মধু লাজঞ্চ পুষ্পং দূর্ব্বাক্ষতং শিবম্।
বৃষং গজেন্দ্রং তুরগং জ্বলদগ্নিং সুবর্ণকম্।
শস্যঞ্চ পরিপক্কানি ফলানি বিবিধানি চ।
পতিপুত্রবতীং নারীং প্রদীপং মণিমুত্তমম্।
মুক্তাং প্রসূনমালাঞ্চ সদ্যোমাংসঞ্চ চন্দনম্।
দর্শনীয়ানি বস্তূনি মঙ্গলানি শুভে শুভে।
শৃগালং নকুলং শবং শবঞ্চ বামে শুভাবহম্।
রাজহংসং ময়ূরঞ্চ খঞ্জনঞ্চ শুকং পিকম্।
পারাবতং শঙ্খচিলং চক্রবাকঞ্চ মঙ্গলম্।
কৃষ্ণসারঞ্চ সুরভীং চমরীং শ্বেতচামরম্।
ধেনুং বৎসপ্রযুক্তাঞ্চ পতাকাং দক্ষিণে শুভাম্।
নানাপ্রকারবাদ্যাঞ্চ শুভায় মঙ্গলধ্বনিম্।
হরিশব্দঞ্চ সঙ্গীতং ঘণ্টাশঙ্খধ্বনিস্তথা।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ গচ্ছেৎ যঃ শুভং তস্য ভবিষ্যতি ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ গণপতিখ০ ১৬ অ০)

"লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ ॥
এতানি সততং পশ্যেন্নমস্যেদর্চ্চয়েত্ততঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বীত তথা চায়ুর্ন হীয়তে ॥"

(মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র ৪৩ পটল)

ব্রাহ্মণ, গাভী, অগ্নি, হিরণ্য, ঘৃত, আদিত্য জল, ও রাজা এই ৮টী বস্তু জগতে মঙ্গলজনক, এই সকল দ্রব্যের পূজা, অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি ও নানাপ্রকার মঙ্গল হয়।

বর্ণভেদে মঙ্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

"ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥"

(কূর্ম্মপু॰ উপবি॰ ১১ অ॰)

ব্রাহ্মণের মঙ্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে কুশল, ক্ষত্রিয় ও বন্ধুর অনাময়, বৈশ্যের ক্ষেম এবং শূদ্রের আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

(পুং) ৩ গ্রহবিশেষ, মঙ্গলগ্রহ, পর্য্যায়—অঙ্গারক, ভৌম, কুজ, বক্র, মহীসুত, বর্ষার্চ্চি, লোহিতাঙ্গ, খোল্মুক, ঋণান্তক, আর, ক্রূরদৃক্, আবনেয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ইহার রক্ত গৌরমিশ্রিত বর্ণ ও দক্ষিণ দিক্। এই গ্রহ পুরুষ, ক্ষত্রিয়জাতি, সামবেদী, তমোগুণ, তিক্তরস, মেষরাশি, প্রবাল ও অবন্তিদেশের অধিপতি, মেষবাহন, চতুরঙ্গুলপ্রমাণ, আরক্ত মাল্যবসন, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, চতুর্ভুজ, শক্তি, বর, অভয় ও গদাধারী এবং সূর্য্যাভিমুখ। ইহার অধিষ্ঠাতৃ দেব কার্ত্তিকেয় ও প্রত্যধিদেবতা পৃথিবী। এই গ্রহ পিত্তপ্রকৃতি, যুবা, ক্রূর, বনচারী, মধ্যাহ্নকালে প্রবল, গৈরিকাদি ধাতুর স্বামী,ভূমিচারী,কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন,কটুরসপ্রিয়, তাম্রবর্ণ এবং রক্তদ্রব্যের স্বামী। (গ্রহযাগতত্ত্ব ও লঘুজাতক)

এই গ্রহের উৎপত্তি-বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—একদা সর্ব্বংসহা বসুমতী ভগবান্ বিষ্ণুর আলোক-সামান্য রূপ দেখিয়া কামমোহিতা হন। তৎপরে তিনি একটী যুবতীর রূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর শয্যাতলে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু তাঁহার অভিলাষ জানিতে পারিয়া তাহাকে নানাবিধ শৃঙ্গার করেন। ইহাতে পৃথিবী মূর্চ্ছিতা হন। বিষ্ণু এই অবস্থায় পৃথিবীতে বীর্য্যাধান করিয়া গমন করেন। এমন সময়ে উর্ব্বশী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। উর্ব্বশী পৃথিবীকে তদবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিয়া মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করে। পৃথিবী তখন তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলেন, এবং ভগবান্ বিষ্ণুর বীর্য্য ধারণ করিতে নিতান্ত অশক্তা হইয়া প্রবালের আকারে ঐ বীর্য্য পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রবালবর্ণ একটী পুত্র হইল। ঐ পুত্র তেজে সূর্য্য-সদৃশ। ঐ পুত্রই কালে মঙ্গল নামে খ্যাত হয়।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ ২ অ॰)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হয়। এই স্বেদবিন্দু হইতে একটী লোহিতাঙ্গ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পৃথিবী ঐ পুত্রকে স্নেহপূর্ব্বক লালন পালন করেন। পরে ঐ পুত্র ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিয়া গ্রহত্ব লাভ করে।

(পদ্মপু॰ স্বর্গখ॰ ১১অ॰)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ব্বে দক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য ক্রোধান্বিত মহাদেবের ললাট-ফলক হইতে পৃথিবীতে স্বেদবিন্দু পতিত হয়। ঐ স্বেদবিন্দু হইতে অনেকবক্ত্র ও অনেক নয়নযুক্ত ভয়ঙ্করাকৃতি এক পুরুষ উৎপন্ন হয়। ঐ পুরুষ বীরভদ্র নামে খ্যাতি লাভ করে। বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে পর, মহাদেব তাহাকে বলেন, তুমি অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছ, আর লোকদাহের আবশ্যক নাই, তোমার নাম অঙ্গারক হইল এবং তুমি গ্রহদিগের মধ্যে প্রধান হইবে। যে ব্যক্তি চতুর্থীর দিন তোমার পূজা করিবে, তাহাদিগের রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ হইবে।

(মৎস্যপু॰ অঙ্গারকব্রত ৭৮ অ॰)

কাশীখণ্ডে মঙ্গলের উৎপত্তি বিবরণ অন্য প্রকার লিখিত আছে,—পুরাকালে দাক্ষায়ণীর বিরহে কাতর হইয়া মহাদেব উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্যাকালে একদিন তাঁহার ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হয়। তাহাতে সহসা এক লোহিতাঙ্গ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ধরণী ধাত্রীরূপে ঐ পুত্রটীকে পালন করেন। এই হেতু তিনি 'মহীসুত' খ্যাতি প্রাপ্ত হন। পরে সেই ভূমিসুত বারাণসীক্ষেত্রে অঙ্গার-কেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই অঙ্গারকেশ্বর লিঙ্গ কম্বলাশ্বতর নামক নাগদ্বয়ের উত্তর ভাগে অবস্থিত।

যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহার শরীর হইতে জ্বলদঙ্গারবৎ তেজ নির্গত হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত সেই মহাত্মা ভূমিসুত উগ্র তপস্যায় লিপ্ত ছিলেন। তপস্যাকালে তাঁহার শরীর হইতে অঙ্গারতুল্য তেজ নির্গত হইয়াছিল বলিয়া তিনি অঙ্গারক নামে খ্যাত হন। মহাদেব তাঁহার তপঃপ্রভাবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহৎ গ্রহপদ প্রদান করেন, ইহাই মঙ্গল-লোক।

মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে উত্তরবাহিনী গঙ্গাজলে স্নান করিয়া ভক্তিভরে অঙ্গারকেশ্বরকে প্রণাম করিলে গ্রহভয় নিবৃত্তি হয়। ঐ দিন গ্রহণতুল্য যোগ এবং গণেশের জন্ম দিন বলিয়া উহা পুণ্যজনক পর্ব্বদিনরূপে গণ্য। এই দিনে গণনাথের পূজা করিলে নিষ্পাপ হয়। বারাণসীবাসী অঙ্গারকেশ্বর-ভক্তগণ দেহান্তে অঙ্গারকলোকে গমন করেন।

(কাশীখণ্ড ১৭।৪-২১)

বামনপুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ব্বে মহাদেব যখন অন্ধকাসুরকে বধ করেন, তখন তাঁহার আনন হইতে স্বেদবিন্দু পতিত হয়, এই স্বেদবিন্দু হইতে অঙ্গারপুঞ্জাভ এক বালক উৎপন্ন হয়, ঐ বালক উৎপন্ন হইবামাত্র অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া অন্ধকাসুরের রুধির পান করে। পরে মহাদেব তাহাকে গ্রহদিগের উপর আধিপত্য ও জগতের শুভাশুভের ভার অর্পণ করেন। ইহার নাম মঙ্গল হয়। (বামনপুরাণ ৬৭ অ০)

নবগ্রহস্তোত্রে ইহার স্তব এইরূপ লিখিত আছে,—

"ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥"(নবগ্রহস্তোত্র)

মঙ্গলগ্রহের অবস্থান অনুসারে মানবের ঋণ ও ঋণশোধ হইয়া থাকে। মঙ্গলই একমাত্র ঋণহর্তা। মানব ঋণগ্রস্ত হইলে ভক্তিপূর্ব্বক মঙ্গলের এই স্তব পাঠ করিলে অচিরে ঋণ-মুক্ত হইয়া থাকে। স্তব যথা—

"মঙ্গলো ভূমিপুত্রশ্চ ঋণহর্তা ধনপ্রদঃ।
স্থিরাসনো মহাকায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মাবিরোধকঃ॥
লোহিতো লোহিতাক্ষশ্চ সামগানাং কৃপাকরঃ।
ধরাত্মজঃ কুজো ভৌমো ভূমিজো ভূমিনন্দনঃ॥
অঙ্গারকো যমশ্চৈব সর্ব্বরোগাপহারকঃ।
বৃষ্টিকর্ত্তা চ হর্ত্তা চ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥
এতানি কুজনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
ঋণং ন জায়তে তস্য ধনমাপ্নোতি পুষ্কলম্॥
রক্তপুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চ ধূপদীপাদিভিস্তথা।
মঙ্গলং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মঙ্গলেঽহনি সর্ব্বদা॥
ঋণরেখাঃ প্রকর্ত্তব্যা অঙ্গারেণ সদা বুধৈঃ।
প্রোঞ্ছয়েদ্বামপাদেন ঋণং তস্য বিনশ্যতি॥
মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে।
পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমোনমঃ॥
ঋণার্থে যৎপ্রগল্ভেঽহমবশং কুরু মে বিভো।
প্রভবং কৃপা ন সন্দেহো ঋণং হত্বা ধনী ভবেৎ॥"(স্কন্দপুরাণ)

জন্মাদি দ্বাদশভাবে মঙ্গলগ্রহ থাকিলে নিম্নলিখিত রূপ ফল হইয়া থাকে।

জন্মলগ্নে মঙ্গল থাকিলে শূল ও শূলাদি রোগগ্রস্ত হইবে এবং তাহার গুহ্যদেশে ভগন্দর বা অর্শ অথবা অন্য কোন রোগ থাকিবে। তাহার নাভি উচ্চ এবং মধ্যাঙ্গের কোন কোন অংশ বিকল হইবে। এই ব্যক্তি সর্ব্বদা লোকের নিকট নিন্দনীয় হইবে।

মতান্তরে—মঙ্গল লগ্নস্থ হইলে জাতসন্তান বাল্যাবস্থায় উদররোগী ও দন্তরোগী, কৃশাঙ্গ, কৃষ্ণবর্ণ, খল ও সর্ব্বদা ক্রোধযুক্ত হইবে। তাহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল থাকিবে। সে নীচ লোকের সেবা এবং নিয়ত মলিন ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবে ও সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত হইবে।

ধনস্থানে মঙ্গল থাকিলে কৃষিজীবী, বাণিজ্যকারী, বক্তা, প্রবাসবাসী, অন্নজনশালী, সাধুকার্য্যে নিরত, ও দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া থাকে। মতান্তরে—জন্মকালে যদি মঙ্গল ধনস্থানে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য ধাতুদ্রব্যবিষয়ে বিবাদপরায়ণ, প্রবাসী, অল্পধনবিশিষ্ট, ক্ষীণচিত্ত, দ্যূতকর, সহিষ্ণু, কৃষিকার্য্যকরণে সমর্থ, ক্রয়-বিক্রয়শীল, দুষ্টচিত্ত ও সর্ব্বদা অল্প সুখভোগী হইবে।

মঙ্গল সহোদরস্থানে থাকিলে তাহার ভ্রাতার বিনাশ হয়, কিন্তু ঐ মঙ্গল যদি উচ্চ গৃহস্থিত হন, তাহা হইলে দীর্ঘজীবী ও রাজা হয়। ভূমিজাত দ্রব্য দ্বারাই তাহার প্রভূত ধনাগম হইয়া থাকে। ঐ মঙ্গল নীচ গৃহস্থিত হইলে ধন ও সুখ নষ্ট হয়।

মঙ্গল বন্ধুস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি বন্ধুহীন, ভূমিজীবী ও কৃষিজীবী হয় এবং বিদেশে কর্দ্দমময় স্থানে অথবা পঙ্কিলময় গৃহে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকে।

মতান্তরে—জাতবালকের জন্মকালে মঙ্গল বন্ধুস্থানে থাকিলে অল্পবুদ্ধি, অতি দীন, কুটিলমতি, কৃশশরীর, ক্রোধযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চলচিত্ত, নীচসেবাপরায়ণ, মলিন, ছিন্নবস্ত্রধারী, সকল প্রকার সুখহীন এবং সর্ব্বদা পাপকার্য্যে নিরত থাকিবে। জন্মকালে মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে সে ব্যক্তি পুত্রহীন, ধনহীন ও দুঃখভাগী হইবে। ঐ পুত্রস্থান যদি মঙ্গলের নিজ-গৃহ বা তুঙ্গস্থান হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত এক পুত্র জীবিত থাকে।

জন্মকালে মঙ্গল শত্রু-গৃহ বা নীচ নীচরাশিস্থিত হইয়া শত্রু স্থানে থাকিলে জাত বালকের মৃত্যু হয়। যদি কোন রাজপুত্রের এই সময় জন্ম হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার রাজ্য নষ্ট হয়। নীচ বা শত্রু রাশিগত না হইয়া কেবল বক্রস্থ হইলে জাতককে রাজতুল্য করিয়া থাকে। ইহা উচ্চ, মিত্র ও নীচ রাশি সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

যদি পত্নীস্থানে মঙ্গল থাকেন, আর ঐ সপ্তম রাশি যদি মঙ্গলের নীচগৃহ অথবা শত্রুগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। আর ঐ স্থান যদি মঙ্গলের মিত্র-গ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে পত্নী অতিশয় চপলা ও কুরূপা হইয়া থাকে। বাশিষ্ঠ মুনির মতে সপ্তম স্থান যদি মঙ্গলের নীচগৃহ হয় এবং তাহাতে মঙ্গল থাকেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় পত্নীর নাশ ঘটিয়া থাকে। ঐ স্থান যদি আপনার গৃহ বা মিত্রগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে পত্নী জীবিতা থাকে।

জাতবালকের জন্মকালে অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকিলে অস্ত্র, অগ্নি, রাজবিচারে অথবা কফকাস,কুষ্ঠ, ব্রণ, অর্শ, গ্রহণী, এই সকল রোগের যে কোন রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

মঙ্গল ভাগ্যস্থানে থাকিলে মানব রোগী, বহুধন-জনপূর্ণ, কুৎসিত-বেশ ও শিল্পবিদ্যায় অনুরক্ত হইবে। তাহার শরীর, নয়ন ও কেশ পিঙ্গলবর্ণ হইবে।

মঙ্গল কর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য অগ্রজ, সাহসিক, ভৃত্য-পজীবী, কর্ম্মরহিত ও শত্রুধনে অধিকারী হয়। মতান্তরে জাতবালকের জন্মকালে দশম স্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব সাত্ত্বিক, ক্রোধহীন, শত্রুদিগের ভয়জনক, কামিনীগণের মনোহারী, ভূমিজীবী, ক্রোধপরতন্ত্র, দেব, গুরু ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

একাদশ স্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব পরের হিতকারী, রাজার ন্যায় গৃহদ্বেষী,পণ্ডিত ও সম্পূর্ণ ধনসম্পন্ন হয়। কিন্তু এ মঙ্গল উচ্চ স্থান-স্থিত হইলে মানব সাতিশয় সৌভাগ্য-সম্পন্ন, ধৈর্য্যশালী, বাহুবল-সম্পন্ন, পুণ্যকর্ম্মা ও অতিশয় লোভী হয়।

মঙ্গল ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব পাপাসক্ত হয়, এবং তাহার ভার্য্যা ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। মতান্তরে—মঙ্গল দ্বাদশ স্থানে থাকিলে মানব পরধন-হরণে সর্ব্বদা লোলুপ, ক্রুতগমনকারী, সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত, প্রচণ্ডস্বভাব ও পরললনা-বিহারী হয়, কিন্তু এই ব্যক্তি কখন সুখী হয় না।

মকর রাশি মঙ্গলের উচ্চ স্থান, কর্কটরাশি নীচ স্থান। মঙ্গল মকরে থাকিলে ৬০ কলা বলে বলীয়ান্ হয়, কর্কটে এক কলা বলও থাকে না। রবি,চন্দ্র ও বৃহস্পতি মঙ্গলের মিত্র এবং বুধ ও শনি শত্রু। এই শত্রুতা ও মিত্রতা স্বাভাবিক। ইহা ভিন্ন গ্রহগণের অবস্থানানুসারে তাৎকালিক শত্রুতা ও মিত্রতা হইয়া থাকে। দশাফলের সময় এই শত্রুতা ও মিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। গ্রহ-গণের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের বিষয় বিচার করিয়া দেখা আব-শ্যক। মঙ্গল গ্রহের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের বিষয় এইরূপ ;—

শয়নভাবে মঙ্গল থাকিলে লম্পট, কৃপণ, সুখী, অতিশয় ক্রোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পণ্ডিত হইয়া থাকে। যদি শয়ন-ভাবস্থ মঙ্গল পঞ্চম স্থানে থাকে, তাহা হইলে প্রথম সন্তান বিনষ্ট এবং সপ্তমস্থানে থাকিলে প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হয়। ঐ মঙ্গল যদি শত্রু-ক্ষেত্রগত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে হস্তকর্ণাদি ছেদন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মঙ্গল যদি শনি ও রাহুর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহার মস্তকচ্ছেদন হইয়া থাকে। শয়নভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে নানাবিধ রোগযুক্ত এবং শেষে কুষ্ঠ বা বিচর্চ্চিকাদি রোগে প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে।

মঙ্গল উপবেশনভাবে থাকিলে মানব নরাধম, ধনবান্, ক্রূরকর্ম্মকারী, নিষ্ঠুর, জাতিবর্জ্জিত, পাপ-পরায়ণ, মহারোগী, দরিদ্র ও অবশ হইবে। যদি উপবেশনভাবস্থ মঙ্গল লগ্নে থাকে, তাহা হইলে এই সকল ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে। এই উপবেশনভাবে নবম ও দশম স্থানে থাকিলে সমুদয় সম্পত্তি এবং পুত্র ও স্ত্রী নাশ হইয়া থাকে। তবে যদি অনেক শুভ-গ্রহ ও মিত্রগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে তাহা-দিগের বলাবল অনুসারে ইহার বিপরীতও হইয়া থাকে।

নেত্রপাণিভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে চক্ষুহীন, স্ত্রী, পুত্র ও ধনরহিত এবং দরিদ্র হয়। এই ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্ন ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিলে সকল সুখ এবং পুত্র, স্ত্রী ও ধন-লাভ হইয়া থাকে ; পরন্তু অঙ্গসন্ধিতে বেদনা এবং ব্যাঘ্র, সর্প, অগ্নি ও জলে সর্ব্বদা ভয় হয়। দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থানে থাকিলে কৃষিজীবী, ধনহীন ও পত্নীর নাশ হয়।

প্রকাশনভাবে মঙ্গল থাকিলে ধনবান্, কণিক সুখযুক্ত, বামলোচনে ক্ষতাদিচিহ্ন এবং নিশ্চয় উচ্চস্থান হইতে পতন হইয়া থাকে। ঐ ভাবস্থ মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে সকল পুত্র নাশ, এবং সপ্তম স্থানে থাকিলে স্ত্রীনাশ ও পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া যে কোন স্থানে থাকিলে জাতিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গল গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে প্রবাসশীল, ব্রণরোগযুক্ত, ধনহীন ও কুকর্ম্মকারী হয়। মঙ্গল গমনভাবে থাকিলে প্রবাসী, নিয়ত দুঃখী, শরীরে দদ্রু কুষ্ঠ বা বিচর্চ্চিকা রোগযুক্ত, পিশুন্যা, অতিশয় তেজস্বী, অঙ্গসন্ধিতে বেদনাযুক্ত,ক্ষিপ্রকারী, ধৈর্য্যশালী, ক্লেশ, বহুভাষী, নেত্রহীন, শিরোরোগী, দন্তশূল-বিশিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ অপদোষযুক্ত হইয়া থাকে।

গমন ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে এই সকল ফল হইবে। কিন্তু অন্য ভাবস্থিত হইলে এ সকল ঘটিবে না, বরং নানাবিধ রত্নে ধনবান্, মহামান্য ও রাজপুত্র হইবে। কিন্তু নিয়ত তাহার

দেহ অভীভূত থাকিবে, এবং সে দাতা, ভোক্তা, ও বহুধনের ঈশ্বর হইবে।

মঙ্গল সভাস্থিত ভাবে থাকিলে ধার্ম্মিক, বহু ধনযুক্ত, গুণবান্, অত্যন্ত দাতা এবং শিরোরোগী হইয়া থাকে। এই মঙ্গল নবপঞ্চম গত হইলে ধর্ম্মকর্ম্মহীন, এবং তাহার পদে পদে ধর্ম্ম বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। পঞ্চম ও নবমে থাকিলে পুত্র সকল বিনষ্ট হয়।

মঙ্গল আগমনভাবে থাকিলে কর্ণরোগ, পিত্তশূল এবং নীচ-প্রকৃতি ও ধনবান্ হয়। কিন্তু আগমন ভাবস্থিত মঙ্গল দশম স্থানে থাকিলে নানাধনে ধনবান্, মহামানী, ভার্য্যাবৎসল ও বহুপুত্র-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মঙ্গল ভোজনভাবে থাকিলে মাংসলোভী, কৃশাকৃতি, অতিশয় ক্রোধী, নিত্য উৎসাহসম্পন্ন ও ধনবান্ হয়। অষ্টম স্থানস্থ মঙ্গল যদি ভোজনভাবে বা শয়নভাবে থাকেন, তাহা হইলে শত্রু কর্ত্তৃক আহত হইয়া তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গল নৃত্য-লিপ্সাভাবে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে ধনবান্, দাতা, ভোক্তা ও সর্ব্বদা সুখী হইয়া থাকে। নৃত্যলিপ্সা-ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে, দ্বিতীয়ে, দশমে বা সপ্তমগৃহে থাকিলে সর্ব্বসুখদাতা হন। নবম বা অষ্টম স্থানস্থ হইলে নানাবিধ দুঃখ এবং জাতকস্থানের পদে পদে ধর্ম্মহানি ও অপমৃত্যু হইয়া থাকে।

মঙ্গল কৌতুকভাবে থাকিলে মঙ্গল পণ্ডিত, নানাপ্রকার ধনযুক্ত, দুইটী পত্নী, এবং অনেক কন্যা সন্ততি হইয়া থাকে। পঞ্চম, সপ্তম ও নবম স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে মঙ্গল কৌতুক-ভাবে থাকিলে উক্ত ফল হয় না। যদি উক্ত স্থানত্রয়ের মধ্যে কোন এক স্থানে থাকেন, তাহা হইলে ঐ সকল ফলের বিপরীত ঘটনা হয়। বিশেষতঃ অর্থবৈকল্য, নানাবিধ রোগ, পুত্র ও পত্নীনাশ হইয়া থাকে।

মঙ্গল নিদ্রাভাবে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে মূর্খ, ধন-হীন, অতিশয় ক্রোধী ও নরাধম হয়। লগ্ন, দ্বিতীয়, তৃতীয়, নবম ও একাদশ স্থানে থাকিলে এই সকল ফল হইয়া থাকে এবং নিদ্রাভাবস্থিত মঙ্গল যদি চতুর্থ বা পঞ্চম স্থানে থাকে, তাহা হইলে বহু সন্তান ও নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে। নিদ্রা-ভাবস্থিত মঙ্গল যদি রাহুর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে প্রথম পুত্রের নাশ, নানাবিধ দুঃখ এবং অনেক পত্নী হয়। এই ব্যক্তি দাতা, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ও শাস্ত্রসূক্ষ্মে নিপুণ, রোগমুক্ত হইয়া থাকে। (জাতককৌমুদী)

এইরূপে শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের ফল নিরূপণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন লগ্নিকাদি ষড়্ভাব, এবং দ্রেক্কাণাদি দশ ভাব দেখাও আবশ্যক। গ্রহদিগের এই ভাবফলের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত বিধেয়। অষ্টোত্তরীর মতে মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশা হয়। এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসর। ইহার প্রতিনক্ষত্রে ২ বৎসর, ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতিদণ্ডে ১৩ দিন এবং প্রতি পলে ১৬ দণ্ড হইবে।

এই দশায় বন্ধুর সহিত কলহ, অগ্নিদাহ ও শারীরিক পীড়া প্রভৃতি নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। জন্মকালে মঙ্গল অশুভ থাকিলে এই সকল ফল ঘটে। মঙ্গল শুভ থাকিলে ভূমি লাভ প্রভৃতি নানাপ্রকার শুভ হয়।

মঙ্গলের অন্তর্দশা ম, ম ০।৭।৩।২০ দণ্ড ; ম, বু, ১।০।৩৯।২০ দণ্ড; ম, শ ০।৮।২৬।৪০ দণ্ড; ম, বৃ, ১।৪।২৬।৪০ দণ্ড; ম, রা ০।১০।২০ দিন ; ম, শু ১।৩।২০ দিন ; ম, র, ০।৫।১০ দিন। এই সকল অন্তর্দশার আবার প্রত্যন্তর্দশা, অতি প্রত্যন্তর ও অনু-প্রত্যন্তর প্রভৃতি দশা আছে। সাধারণতঃ ফলবিচারের সময় দশা, অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা এই তিনটী দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

বিংশোত্তরী মতে মৃগশিরা, চিত্রা, ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের দশা হয়। এই দশাভোগের কাল ৭ বৎসর। অন্তর্দশা বিভাগ ম, ম, ০।৪।২৭ দিন; ম, রা, ১।০।১৮ দিন; ম, বৃ ০।১১।৬ দিন; ম, বু ০।১১।২৭ দিন; ম, কে ০।৪।২৭ দিন; ম, শু ১।২।০ দিন; ম, র ০।৪।৬ দিন; ম, চ ০।৭।০ দিন।

অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই দুইটী দশা সাধারণতঃ প্রচলিত, এই জন্য এই দুইটীর বিষয় লিখিত হইল।

[বিশেষ বিবরণ দশা শব্দ দেখ]

মঙ্গল ৪৫ দিনে একটী রাশি ভ্রমণ করিয়া থাকে। মঙ্গলের বক্র গতি ৭৬ দিন। মঙ্গল দেড়মাস করিয়া এক এক রাশি ভোগ করেন, এইরূপে দ্বাদশ রাশি ভোগ হইয়া থাকে। এই মঙ্গলের রাশি হইতে রাশ্যন্তরে ভ্রমণের নাম গোচর। শুভাশুভ দেখিতে হইলে গোচরের শুভাশুভও দেখা আবশ্যক। জ্যোতিষে গোচরফল এইরূপ লিখিত আছে,—মঙ্গল জন্ম-রাশিস্থ হইলে শত্রুভয়, দ্বিতীয়ে ধনক্ষয়, তৃতীয়ে কার্য্যসিদ্ধি, চতুর্থে ভূমিলাভ, পঞ্চমে শত্রুবৃদ্ধি, ষষ্ঠে ধনলাভ, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অস্ত্রাঘাত বা রক্তমোক্ষণ, নবমে কার্য্যহানি, দশমে সুখ্যাতি, একাদশে সর্ব্বপ্রকার সুখ এবং দ্বাদশে ক্লেশ হইয়া থাকে।

এই সকল সঞ্চারকালে যে রাশির চন্দ্রশুদ্ধি থাকে, তাহার অশুভ হইলেও বিশেষ অশুভ হয় না এবং যাহাদের সঞ্চারকালে গোচরে, বিরুদ্ধ ও চন্দ্রশুদ্ধি নাই, তাহাদের

আমাকে পূজার বিধানানুসারে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত স্তব পাঠ করিতে হয়। এই পূজায় ছাগাদি বলি ও নানাবিধ উপচার দেওয়া আবশ্যক। স্তব যথা—

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

রক্ষ রক্ষ জগন্মাতর্দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে।
হারিকে বিপদাং রাশেঃ হর্ষমঙ্গলকারিকে॥
হর্ষমঙ্গলদক্ষে চ হর্ষমঙ্গলচণ্ডিকে।
শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভে মঙ্গলচণ্ডিকে॥
মঙ্গলে মঙ্গলার্হে চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে।
সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্ব্বেষাং মঙ্গলালয়ে॥
পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে।
পূজ্যে মঙ্গলভূপস্য মনুবংশস্য সন্ততম্॥
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে।
সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনি॥
সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজ্যে চ মঙ্গলপ্রদে॥
স্তোত্রেণানেন শম্ভুশ্চ স্তুত্বা মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ॥
দেব্যাশ্চ মঙ্গলং স্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
তন্মঙ্গলং ভবেৎ শশ্বন্ন ভবেত্তদমঙ্গলম্॥

এই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রথমে শিব তৎপরে মঙ্গলগ্রহ, তৎপরে মনুর বংশীয় মঙ্গলরাজা এবং তৎপরে দেবযোষাগণ করিয়াছিলেন। পরে উহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যসমাজে প্রচারিত হয়। মঙ্গল লাভ করিতে হইলে এই ব্রত সর্ব্বোত্তম। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে মঙ্গলচণ্ডিকোপাখ্যানে ৪১ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না।

৪ প্রণব। ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২০) ৫ বায়-*কেশ, মঙ্গলবার।

মঙ্গলচ্ছায় (পুং) মঙ্গলা প্রশস্তা ছায়া যস্য। বটবৃক্ষ।

মঙ্গলতূর্য্য (ক্লী) মঙ্গলার্থং তূর্য্যং। মঙ্গলকার্য্যের জন্য তূর্য্যধ্বনি।

মঙ্গলদেবতা (স্ত্রী) দেবতাভেদ, মঙ্গলময় দেবতা।

মঙ্গলদৈ, আসাম-প্রদেশের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১০২০ বর্গ মাইল। মঙ্গলদৈ, কালী গ্রাম ও ছাতগাড়ি থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান গ্রাম এবং উক্ত উপবিভাগের সদর। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৬° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯২°২´ পূঃ। সম্প্রতি ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকাদিতে সুশোভিত হইয়া এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই গ্রামের ৪॥ ক্রোশ দূরে মাদাখাটী ঘাটে স্টীমার লাগে। ঐ স্থান হইতে এখানকার সমুদায় বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মঙ্গলধ্বনি (পুং) মঙ্গল শব্দ। মঙ্গলজনক শব্দ। বিবাহ-কালীন হুলু বা উলু উলু শব্দ।

মঙ্গলনীরাজন (ক্লী) মঙ্গলং মঙ্গলকরং মঙ্গলার্থং বা নীরাজনং। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকর্ত্তব্য জগন্নাথার্চ্চিক। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নারায়ণের যে আরতি করা হয়, তাহাকে মঙ্গল-আরতি বা মঙ্গল-নীরাজন কহে। এই আরতি অতি শুভকর ও পাপনাশক।

"পঠিতাথ ক্রিয়াৎ স্তোত্রান্ মহাবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
প্রভোর্নীরাজনং কুর্য্যান্মঙ্গলাখ্যং যথাবিধম্॥" (হরিভক্তিবিলাস০)

মঙ্গলপত্র (ক্লী) মাঙ্গলিক পত্র, কদ্যাদি।

মঙ্গলপাঁড়ে, জনৈক সিপাহী সৈনিক। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ কালে ইনি ইংরাজের ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিদলে প্রাইভেটের কার্য্য করিতেন। যখন চৌটা-কাটার জনশ্রুতি চারি দিকে রাষ্ট্র হয়, তখন এই উদ্ধত সিপাহী ব্যারাকপুরে থাকিয়া হঠাৎ ইংরাজসেনানী বাফ্কে (Lieutenant Bough) ও একজন সার্জন মেজরকে গুলির আঘাতে হত্যা করেন। পরে স্বজাতি সিপাহীদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনানিবাসের মধ্যে থাকিয়া ও জাতীয়তা রক্ষার জন্য মঙ্গলপাঁড়ে প্রাণের মমতা উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। ইংরাজের সামরিক বিচারে মঙ্গলের ফাঁসি হয় এবং বিদ্রোহিতার জন্য সেই সেনাদলকে সমস্তকেই তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

মঙ্গলপাঠক (পুং) পঠতীতি পঠ-ণ্বুল্, মঙ্গলস্য পাঠকঃ। বন্দী, স্তুতিপাঠক।

"আঃ পাপ! দুরাত্মন্! দুর্মঙ্গলপাঠক!" (বেণীসংহার ১অ°)

মঙ্গলপাত্র (ক্লী) মাঙ্গলিক দ্রব্য পূর্ণপাত্র, চলিত—মঙ্গল ডালা, মঙ্গলভাঁড়, মঙ্গল-ঘট।

মঙ্গলপুর (ক্লী) নগরভেদ।

মঙ্গলপুষ্প (ক্লী) মঙ্গলকার্য্যে ব্যবহৃত পুষ্প। পুষ্পমাল্য।

মঙ্গলপ্রতিসর (পুং) মঙ্গলসূত্র। যাহা দ্বারা কবচ বাঁধা হয়।

মঙ্গলপ্রদ (ত্রি) মঙ্গলং প্রদদাতীতি প্র-দা (আতোঽনুপসর্গে। পা ৩।২।১৩৬) ইতি ক। ১ মঙ্গলদাতা, যিনি মঙ্গল প্রদান করেন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ হরিদ্রা। ৩ শমীবৃক্ষ।

মঙ্গলপ্রস্থ (পুং) ভারতবর্ষীয় একটী পর্ব্বত। "ভারতেঽপ্যস্মিন্ বর্ষে সরিচ্ছৈলাঃ সন্তি বহবো, মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকঃ" (ভাগবত ৫।১৯।১৬)

মঙ্গলবচস্ (ক্লী) মঙ্গলজনক বাক্য, মাঙ্গলিক বাক্য।

মঙ্গলবৎ (ত্রি) মঙ্গলমস্ত্যস্য মতুপ্, মস্য ব। মঙ্গলযুক্ত, মঙ্গল-বিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

মঙ্গলবাদ (পুং) আশীর্ব্বাদ।

মঙ্গলবাদিন্ (ত্রি) মঙ্গলং বদতি বদ-ণিনি। ১ যিনি মঙ্গল বিষয় বলেন। ২ মঙ্গলবাদযুক্ত।

মঙ্গলবাদ্য (ক্লী) মঙ্গলার্থং বাদ্যং। মঙ্গলের জন্য যে বাদ্য, মঙ্গলসূচক বাদ্য। (শঙ্খ ঘণ্টাদি)

মঙ্গলবার (পুং) মঙ্গলস্য মঙ্গলগ্রহস্য বারঃ। রবি প্রভৃতি সপ্তবারের তৃতীয় বার। মঙ্গলগ্রহের নির্দ্দিষ্ট দিন বলিয়া মঙ্গলবার নাম হইয়াছে। এই বার অশুভবার। এই বারে কোন শুভ কর্ম্ম করিতে নাই। এই বারে জন্ম হইলে উগ্র, প্রতাপশালী, রাজমন্ত্রী, যুদ্ধপ্রিয়, ক্রূরভাষী, ক্রুদ্ধ, সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট এবং বীরদিগের নেতা হইয়া থাকে।

"উগ্রঃ প্রতাপী ক্ষিতিপালমন্ত্রী রণপ্রিয়ো বক্রবচাঃ সরোষঃ।
সত্ত্বান্বিতঃ শূরগণপ্রণেতা কুজস্য বারে প্রভবো মনুষ্যঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

মঙ্গলবৃষভ (পুং) লক্ষণাক্রান্ত বৃষ। যে বৃষ ঘরে থাকিলে মানবের উন্নতি হয়।

মঙ্গলরাজ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাজবংশীয় জনৈক হিন্দুরাজা।

মঙ্গলশব্দ (পুং) মঙ্গলজনক শব্দ, মঙ্গলধ্বনি।

মঙ্গলশংসন (ক্লী) শুভসংসূচন।

মঙ্গলশংসিন্ (ত্রি) শুভবাদী, শুভসূচক।

মঙ্গলসিংহ, উঃ পঃ প্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ফয়জাবাদ নগর হইতে ৫॥০ ক্রোশ পশ্চিমে ঘর্ঘরা নদীর বামকূলে অবস্থিত। নগরভাগে কোন প্রত্ন-তত্ত্বের নিদর্শন না থাকিলেও পার্শ্ববর্ত্তী সিন্ধুহির, পর্ণানন্দপতি, উর্দ্দবা, কবরীশেরপাল, সটেরা, নয়িয়াবান, হথোনা, চান্দপুর, কাদিপুর, গোক্রা ও তোলাপতি তুক-টৈৎপুর প্রভৃতি গ্রামে এখনও বহুসংখ্যক ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। ঐ স্তূপসমূহ ভররাজগণের প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া বিঘোষিত হইয়া থাকে।

ধোরহরা গ্রামের বহির্ভাগে লক্ষ্ণৌর নবাব আসফ-উদ্দৌলার নির্ম্মিত একটী সুন্দর বারপথ এবং একটী প্রাচীন শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন হাজিপুর গ্রামে পীর খাজা হসনের মস্‌জিদ্, সোপাহা গ্রামে সৈয়দ সালার মসাউদের সমাধিমন্দির, রোনাহি গ্রামে আউলিয়া সাহিব ও মকম সাহিব নামক সাধুদ্বয়ের সমাধিস্তম্ভ ও মস্‌জিদ্, পীরনগর গ্রামে একটি মস্‌জিদ্, কোট-সরাবান গ্রামে পাঁচ-তারা মস্‌জিদ্ ও গঞ্জ-ই-সহিদান, মুমতাজ নগরে ১০২৫ হিঃ মুমতাজখান্-নির্ম্মিত কদম-মস্‌জিদ্, তাজপুরে নবাব খাঁর মকবারা ও ভগ্ন দুর্গ এবং জাবনগর ও ঘোলি-অহরান্ নামক গ্রামের ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গাদি উল্লেখযোগ্য।

মঙ্গলসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (ত্রিকা০)

মঙ্গলসূত্র (ক্লী) ১ মঙ্গলময় সূত্র। পূর্ণিমার রাখিবন্ধনী অথবা দেবতার প্রসাদী সর্ব্বরোগহর সূত্রনির্ম্মিত তাগা বিশেষ। ২ মাঙ্গলিক যজ্ঞাদি।

মঙ্গলস্নান (ক্লী) মঙ্গলার্থং স্নানং। ১ মঙ্গলার্থ স্নান, মঙ্গলের জন্য স্নান। ২ মঙ্গলজনক স্নান, সংক্রান্তিতে সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি দ্বারা যে স্নান করা যায়, তাহাকে মঙ্গল স্নান কহে।

মঙ্গলা (স্ত্রী) মঙ্গলমস্ত্যস্যা ইতি মঙ্গল অর্শ-আদ্যচ্, টাপ্। ১ পার্ব্বতী। ২ শুক্লদূর্ব্বা। ৩ পতিব্রতা স্ত্রী। (শব্দর০) ৪ করঞ্জভেদ। (শব্দচ০) ৫ বৃহদারণ্যকবিশেষ। (হেম) ৬ হরিদ্রা। ৭ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি০)

মঙ্গলা, গুজরাত প্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। (প্রভাসখণ্ড)

মঙ্গলাগুরু (ক্লী) মঙ্গলঞ্চ তৎ অগুরু চেতি নিত্যকর্ম্মধারয়ঃ। অগুরুচতুষ্টয়ের অন্তর্গত অগুরুবিশেষ।

"মঙ্গল্যা মল্লিকাগন্ধা মঙ্গলাগুরুবাচকাঃ।
মঙ্গল্যাগুরুশিশিরা গন্ধাঢ্যা যোগবাহিকাঃ॥" (রাজনি০)

মঙ্গলাচরণ (ক্লী) মঙ্গলস্য আচরণং। মঙ্গলজনক কার্য্যের আচরণ। শুভকার্য্যের প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা আবশ্যক। প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহার অমঙ্গল দূর হয় এবং অচিরে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্য গ্রন্থারম্ভে সকল কবিই দেবোদ্দেশে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে—

"মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি।"
(সাংখ্যদ০ ৫।১)

শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি এই তিন দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন, গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের কোন আবশ্যক নাই, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করা হইলেও ঐ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হয় নাই, এবং অনেক গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করা না হইলে তাহা নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। অতএব মঙ্গলাচরণের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা ইহার উত্তরে বলেন যে, গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি মঙ্গলাচরণই যে একমাত্র কারণ, তাহা নহে, তবে এই মাত্র নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, মঙ্গলাচরণের ফলে অনিষ্ট ধ্বংস হইয়া শুভ হইয়া থাকে। কিন্তু বলবৎ প্রতি-বন্ধক থাকিলে কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে সত্য, তাই বলিয়া

মঙ্গলাচরণের আবশ্যকতা নাই, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। অতএব মঙ্গলাচরণ অবশ্যবিধেয়।

সাংখ্যদর্শনে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত, কারণ শ্রুতিতে মঙ্গলাচরণের উপদেশ আছে, সাধুগণ করিয়া থাকেন এবং ফলও দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং মঙ্গলাচরণ করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাতে আর কোনরূপ সংশয় নাই।

মঙ্গলাচার (পুং) মঙ্গলার্থং আচারঃ। মঙ্গলের জন্য যাহা আচরণ করা যায়, মঙ্গলাচরণ।

"মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ প্রযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।

জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈব নিত্যমগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥" (মনু ৪।১৪৫)

"অভিলষিত-আত্মনাদিসিদ্ধিমঙ্গলং, তদর্থমাচারো মঙ্গলাচারঃ গোরোচনা-তিলক-গুড়-কলাদিস্পর্শঃ" (মেধাতিথি)

মঙ্গলাতোদ্য (ক্লী) মঙ্গলতূর্য্য, মঙ্গলবাদ্য।

মঙ্গলাদেশবৃত্ত (পুং) যাহারা মঙ্গলাদির উপদেশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, জ্যোতিষিকাদি, ইহারা নিন্দিত।

'উৎকোচকাশ্চৌপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবাস্তথা।

মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ॥" (মনু ৯।২৫৮)

'মঙ্গলাদেশবৃত্তা যাত্রাপদেশিকা জ্যোতিষিকাদয়ঃ অথবা এতাং দেবতাং স্বপ্নেনাহং শ্রীপর্য্যামি দুর্গাং মার্কণ্ডকেতি তথা-চয়মাং ধনমুপজীবান্ত অথবা মঙ্গলং তবাস্তু ইতি বাদিনঃ আদেশবৃত্তাঃ' (মেধাতিথি)

মঙ্গলাপত্র, মরুভূমির অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র জনপদ। বরুদ্বীপের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে রাজা বিনায়ক রাজত্ব করিতেন। (দেশাবলী)

মঙ্গলায়ন (ত্রি) মঙ্গলং অয়নং গতির্যস্য। মঙ্গলগতিযুক্ত।

"অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ।"

(ভাগ° ৪।২৩।১)

'মঙ্গলায়নাঃ মঙ্গলময়নং যেষাং' (স্বামী)

(ক্লী) ২ মঙ্গলগতি।

মঙ্গলারম্ভ (পুং) মঙ্গলস্য আরম্ভঃ ৬তৎ। মঙ্গলজনক কার্য্যের আরম্ভ। গণেশের নামান্তর।

মঙ্গলার্জ্জুন, জনৈক প্রাচীন কবি।

মঙ্গলালম্ভন (ক্লী) মঙ্গলজনক দ্রব্য বিশেষের স্পর্শ।

মঙ্গলালয় (পুং) মঙ্গলস্য আলয়ঃ। ১ মঙ্গলাবাস। ২ নারায়ণ।

মঙ্গলাবট (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (কপিলসংহিতা)

মঙ্গলাব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ। উমাব্রত। (কাশীখণ্ড) (পুং) ২ শিব।

মঙ্গলাষ্টক, বিবাহকালে নবদম্পতীকে রেশম বস্ত্রে বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ যে আটটী মঙ্গলময় শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন।

মঙ্গলাহ্নিক (ত্রি) মঙ্গলের জন্য প্রাত্যহিক অনুষ্ঠেয় কার্য্য।

মঙ্গলীয় (ত্রি) মঙ্গল-ছ। মঙ্গলসম্বন্ধীয়।

মঙ্গলীশ, চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি মঙ্গলরাজ বা মঙ্গলীশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন। [চালুক্যবংশ দেখ।]

মঙ্গলূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। অক্ষা° ১২° ৫১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫২´ ৩৬´´ পূঃ।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এই নগর পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা তিনবার লুণ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বেদনুর-রাজগণ এখানে দুর্গাদি স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বেদনুর-রাজবংশ হায়দার আলীর নিকট পরাভূত হন। তদবধি মঙ্গলূর নগর হায়দারের নৌসেনাধ্যক্ষের আড্ডারূপে মনোনীত হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য এই স্থান অধিকার করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজের সহিত টিপু-সৈন্যের যুদ্ধ হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান পুনরায় ইহা দখল করিয়া লন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইংরাজের অধিকারে আইসে। তদবধি এই স্থান ইংরাজ-শাসনে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কোড়গ-বিদ্রোহের সময় গোড় জাতি এই নগর জ্বালাইয়া ধ্বংসে পরিণত করে।

এই নগর শোভাময় বৃক্ষে পরিপূর্ণ, নগরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে সমধিক উন্নত। মলবার উপকূলের প্রসিদ্ধ নারিকেল-নিকুঞ্জ মধ্যে এই নগর নেত্রাবতী ও গুর্পুর-প্রবাহিত-নদী মোহানায় অবস্থিত। এই বন্দরে বা নগরে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু আরবদেশীয় বগালা নামক পোতগুলি সহজেই পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিতে পারে। নদী মুখে তিন পোয়া পথ দূরে একটী আলোকবর্ত্তিকা আছে। উহা কেবল বন্দর নির্দ্দেশের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। নেত্রাবতী বক্ষে বহিয়া বড় বড় নৌকা অনায়াসে পাণি-মঙ্গলূর পর্য্যন্ত গমনাগমন করে।

এখানে মঙ্গলা দেবীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। ঐ দেবীর নামানুসারেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে গণেশ ও হনুমানের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। স্থলপুরাণে উক্ত মন্দিরত্রয়েরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। মঙ্গলূরের ১।০ ক্রোশ উত্তরে গুর্পুর-নদীতীরে একটী দুর্গ নির্ম্মিত আছে। উহা 'সুলতানের কেল্লা' নামে প্রসিদ্ধ। টিপুসুলতান ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

এখানে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের গির্জ্জা ও বিদ্যালয় আছে। স্থানীয় সেনানিবাসে সাত শত দেশীয় পদাতিক সৈন্য রক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বীপের 'ব' দ্বীপাংশে অবস্থিত। এখানে বাণিজ্যাদির বিশেষ কোন সমৃদ্ধি দেখা যায় না।

মচান (দেশজ) মঞ্চ শব্দের অপভ্রংশ, মাঁচা।

মচারি, (মাচাড়ি) রাজপুতনার আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪২´ পূঃ। এখানে সম্রাট্ শেরশাহের খ্যাতনামা উজীর হিমুর প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের সেনাদল বহু কষ্টের পর এই স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে আলবার-রাজবংশধর রাও কল্যাণসিংহের পুত্র রাও আনন্দ সিংহ শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই নগরেই তাঁহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আলবার দুর্গ ইংরাজহস্তে সমর্পিত হইবার পর, এই স্থান ক্রমশঃ শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

মচার্দা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের বরদা পর্ব্বতপ্রান্তস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঘের-বিদ্রোহিসর্দার মাণিকের সহিত ইংরাজ-সেনার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে কাপ্তেন হেবার্ট ও লা-টুচের মৃত্যু ঘটে। উক্ত সেনানায়কের কবরের উপর স্মৃতি-স্তম্ভ রক্ষিত আছে। উহার ২০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ রাজকোট-গির্জ্জায় এই যুদ্ধ-সম্বলিত একখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে।

মচীদা, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ১০ বর্গ মাইল।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৩৮´ পূঃ। এখানকার সর্দ্দার-উপাধিধারী জমিদারগণ গোঁড়বংশীয়। পূর্ব্বে তাহারা বিশেষ অত্যাচারী ছিল, কিন্তু এক্ষণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

মচীবারা, পঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং সিম্‌রালা তহশীলের সদর। শতদ্রুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ৫৫´ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৪´ ৩০´´ পূঃ। মহাভারতে এই প্রাচীন নগর-সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষণে ইহার বাণিজ্যসমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। এখানে দুইটী প্রাচীন মস্‌জিদ্ ও কএকটী হিন্দুতীর্থ এবং শিখদিগের পরম পবিত্র একটি 'গুরুবাড়া' বিদ্যমান আছে।

মচ্‌কা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া কুঞ্চিতকরণ।

মচ্‌কান (দেশজ) কুঞ্চন, বক্রীকরণ।

মচ্‌মচ্‌ (দেশজ) অস্ফুট শব্দভেদ।

মছকন্দরায়, জনৈক হিন্দু সাধু; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর থর-বাড় জেলার হিল-মুক্তগুণ্ড গ্রামে তাঁহার ভজনালয় বিদ্যমান।

মছলন্দ, (দেশজ) রাজাসন। রাজা মহারাজা প্রভৃতি বিছানার উপর যে বহুমূল্য আসনে উপবেশন করেন। মস্‌নদ্ শব্দের অপভ্রংশ।

মছলন্দপুর, (মস্‌লন্দপুর), বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের জাতদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটী বিস্তৃত হাট আছে। বি, সি, রেলপথের ষ্টেসন অবস্থিত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই স্থান দিয়া বশীরহাট গমনাগমনের সুবিধা আছে।

মছলাগাঁও, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। জগন্নাথ মহাদেবের মন্দিরের জন্য এইস্থান সমধিক বিখ্যাত। এখানে প্রতিবৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষে একটী মেলা হয়।

মছলীপত্তন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তারতোপকূল-বর্ত্তী একটী প্রধান নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১৬° ৯´ ৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১১´ ৩৮´´ পূঃ। এই নগরের পূর্ব্বতন বাণিজ্য-সমৃদ্ধির খ্যাতি সুদূর যুরোপখণ্ডেও বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীক-ভৌগোলিকগণ এই বন্দরকে Masolia শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে অনুমান করেন যে, এই বন্দরে পূর্ব্বে সমুদ্রজ মৎস্যের (মছলী) বিস্তৃত কারবার ছিল, সেই হেতু এই স্থান মছলীপত্তন বা মৎস্যনগর আখ্যা লাভ করে।

করমণ্ডল-উপকূলে এই নগররক্ষার জন্য যে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার ১৷০ ক্রোশ অদূরে সমুদ্রতীরে মছলীবন্দর নামে দেশীয় লোকের বসতিপূর্ণ একটী পল্লী (পেট) আছে। ঐ স্থানের নাম হইতে সমগ্র স্থান 'বন্দর' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ হইতে সেনাদল স্থানান্তরিত করায় দুর্গের এখন ভগ্নাবস্থা হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে প্রোটেষ্টান্ট ও রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের গির্জ্জা আছে। উত্তর-পশ্চিমদিকের উচ্চ ভূমির উপর যুরোপীয়গণের বাসবাটী দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে এখনও একটী ফরাসীদিগের কুঠী আছে। অপর সকল স্থান বর্ষার সময় জলমগ্ন হইয়া যায়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভীষণ ঝটিকার পর, এখানকার নানাস্থান ভগ্ন হইয়া শোভাহীন হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাজেলার মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। কোকনদ ও (কাকনাড়া) বেজবাড়া হইতে নৌকাযোগে স্থানীয় বাণিজ্যের আমদানী-রপ্তানী হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের প্রভাব অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়াছে।

এখানে হিন্দুশাসন-প্রাধান্যের কোন নিদর্শনই লক্ষিত হয় না। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে নিংহলস্থ আরবীয় বণিকগণ

দাক্ষিণাত্য আক্রমণ-কালে এই স্থানের বাণিজ্যোপযোগিতা দর্শন করিয়া এখানে একটী বাণিজ্য-বন্দর স্থাপন করিয়া যান। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটকরাজ দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী-রাজগণের সহিত যুদ্ধকালে মুসলমান-সৈন্যের সাহায্য লাভ করায় তাহাদিগের উপাসনার জন্য এখানে একটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণের অনুমতি দেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বাহ্মণীরাজ ২য় মহম্মদ মছলীপত্তনের অধিকার লাভ করেন। পরে উড়িষ্যা-রাজবংশের অভ্যুত্থানে বাহ্মণীরাজবংশ হীনবল হইয়া পড়ে এবং এই বন্দর তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হয়। ক্রমে গজপতিবংশের প্রভাব ক্ষীণ হইলে গোলকোণ্ডাপতি সুলতান কুতব শাহ এই স্থানের আধিপত্য গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতে প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দ কাল ইহা গোলকোণ্ডা-রাজকরে ন্যস্ত থাকে। তদবধি এখানকার বাণিজ্য-সমৃদ্ধি দিন দিন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে থাকে। গোলকোণ্ডারাজবংশের রাজত্বকালে ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিকগণ এখানে প্রবেশ লাভ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার কল্পে বিশেষ মনোনিবেশ করেন।

প্রকৃতপক্ষে করমণ্ডলকূলস্থ মছলীপত্তনই ইংরাজের প্রথম উপনিবেশ বলা যায়। পুলিকটে বাণিজ্যকুঠী-স্থাপনে ব্যর্থমনোরথ হইলে, ইংরাজগণ 'গ্লোব' পোতাধ্যক্ষ কাপ্তেন হিপোনের সাহায্যে এখানে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এজেন্সী স্থাপন করেন। ইহাই ইংরাজ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'প্রথম কারখানা' নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-বণিক্‌গণ ওলন্দাজ-বণিক্ কর্তৃক স্পাইস্ আইলণ্ড ও পুলিকট হইতে বিতাড়িত হইলে মছলীপত্তনে আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা এস্থান হইতে বিতাড়িত হন। ইহার চারি বৎসর পরে গোলকোণ্ডা-রাজের ফর্ম্মাণ বলে তাঁহারা পুনরায় এই বন্দরে প্রবেশ করেন। তাহা ইংরাজ ইতিহাসে 'গোল্ডেন্ ফর্ম্মাণ' নামে উক্ত হইয়াছে।

ওলন্দাজের পর, ইংরাজবণিকগণ এখানে বাণিজ্যকার্য্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বণিকসম্প্রদায় বাণিজ্যের অংশভাগী হইবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে গোলকোণ্ডা-রাজের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজের বাণিজ্য-রহিত করণের আদেশ হয় এবং ওলন্দাজগণ নগরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ইংরাজ বণিকদিগকে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু তাহাদের এ মনোরথ সুসিদ্ধ হয় নাই। উহার তিন বর্ষ পরে, সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের সেনানী জুলফিকার খাঁ দাক্ষিণাত্যবিজয়ে আসিয়া এখানকার কুঠী লুণ্ঠন করে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ মোগল-সম্রাটের ফর্ম্মাণ অনুসারে মছলীপত্তনের পূর্ণ বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার পর কর্ণাটক-যুদ্ধ পর্য্যন্ত এখানে আর কোন বাদবিসম্বাদ সমুত্থিত হয় নাই।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নিজাম এই নগর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ফরাসীদিগকে অর্পণ করেন। ১৭৫৩ হইতে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগকে এই বন্দরের অধিকারচ্যুত করা হয়। শেষোক্ত বর্ষে ইংরাজসেনানী ফর্ড বলপূর্ব্বক এই দুর্গ অধিকার করেন এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সমুদায় উত্তর-সরকার ইংরাজকরে সমর্পিত হইয়াছিল।

ভারতীয় কার্পাসবস্ত্রের উৎকৃষ্টতায় মুগ্ধ হইয়া ইংরাজ বণিকগণ লাভের আশায় প্রথমে এখানে আসিয়া কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বহুপূর্ব্বকাল হইতেই স্থানীয় ছিটের খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। উহার উৎকৃষ্টতা উপলব্ধি করিয়া সুদূর য়ুরোপ, পারস্য, আফ্রিকা, ব্রহ্ম ও ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জবাসী জনগণের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা আদর ও আগ্রহের সহিত সেই ছিট্ গ্রহণ করিতে লাগিল। এখনও এখানকার তন্তুবায়সমিতি কর্তৃক প্রস্তুত প্রসিদ্ধ 'প্যালেম্পোর্‌স্' বস্ত্র এবং রোমাল, টেবিল ক্লথ্ প্রভৃতি নানা-প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়।

এই নগর তেলগুরাজ্যে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে এখানে শিক্ষা বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং অনেকে ইংরাজ-আদর্শে শিক্ষিত হইতেছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকা ও বন্যায়* এই নগর সম্পূর্ণরূপ ধ্বংসে পরিণত হয়, তদবধি এখানকার বাণিজ্য-সমৃদ্ধিও হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজে রেলপথ বিস্তার হওয়ায় এবং সেকেন্দ্রাবাদ হইতে বেলুন-সহরে সেনা-গমনাগমন রহিত হওয়ায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার দুর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মছলাবন্দর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি নগর। [মছলীপত্তন দেখ।]

মছলীসহর, উঃ পঃ প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। গোমতী নদীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। মিহ্‌রা, মুঙ্গরা, বাদশাহপুর ও গরবারা পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তন্নামক তহসীলের বিচার-সদর। অক্ষা০ ২৫° ৪১′ ১০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮২° ২১′ ১৬″ পূঃ। এই নগরের প্রাচীন নাম ঘিস্‌রাণ পবান, কিন্তু মানব অনেক

* এই ঝটিকায় মছলীপত্তনের সমস্ত গৃহাদি উড়িয়া যায় এবং অসংখ্য ব্যক্তি জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। মছলীপত্তনের এই দুর্দ্দশার আখ্যান মি. ফর্ব্বস্ মেকেঞ্জী বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

জয়-দর্শায় এখানে রাজত্ব করিতেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে এই নগর স্থাপন করিয়া যান। নগরভাগ জলাভূমিতে আচ্ছন্ন। বর্ষার সময় সমগ্র স্থান জলপ্লাবিত হইয়া মৎস্যে পূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া 'মছলী সহর' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। রাজপুতগণ জয় জাতিকে এস্থান হইতে বিতাড়িত করে এবং তাহারাও পরে মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হয়।

মচ্ছ (পুং) মাদ্যতি সলিলেনেতি মদ্-কিপ্, তথা সন্ শেতে ইতি শী-ড। মৎস্য। (শব্দরত্না°)

মচ্ছেন্দ্র (মৎস্যেন্দ্র), নেপালস্থিত বৌদ্ধ ও হিন্দুপূজিত দেবতাবিশেষ। [নেপাল ও মৎস্যেন্দ্রনাথ দেখ।]

মচ্ছেন্দ্রগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এখানে মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। কালে গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত এই দেবতার পূজার্চ্চনার্থে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও এই দেবমন্দিরের সেবাইত রহিয়াছেন। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

প্রতিনিধিগণ ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে বাপু গোখ্‌লে দুর্গ জয় করিয়া পেশবাপক্ষে শাসন করিতে থাকেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পর উহা ইংরাজের অধিকারে আইসে।

মচ্ছেন্দ্রযাত্রা, নেপালরাজ্যে মচ্ছেন্দ্রনাথ দেবের পূজোপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসববিশেষ। [নেপাল দেখ]

মছ্‌রেতা, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার মিস্রিখ তহশীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। রাজা টোডরমল এই স্থানকে একটী স্বতন্ত্র পরগণারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। তৎকালে কেশরীসিংহ নামে জনৈক অহবনরাজ এখানকার অধীশ্বর ছিলেন। এই সামন্তরাজ বিনা দোষে খাঁ কায়স্থ-কুলোদ্ভব দেওয়ানকে হত্যা করায়, সম্রাট্ অকবর শাহ দেওয়ান-তনয়দ্বয়কে ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই সম্পত্তি প্রদান করেন। তাহাদের মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি কএকটী ক্ষুদ্র অংশিদারীতে বিভক্ত হয়। এক্ষণে ৯৯টী গ্রাম রাজপুত, ১০টী কায়স্থ, ২টী ব্রাহ্মণ, ৬৫-টী বৈরাগী এবং ১৩-টী মুসলমান জমিদারের অধিকারে রহিয়াছে।

২ উক্ত তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর, গোমতী নদী-তটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪১´ পূঃ। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ ও হরিহরতীর্থ নামে পুণ্যসলিলা এক দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে।

মকদুম (আরবী) পূর্ব্বকথিত, পূর্ব্ববর্ণিত।

মকদুমী (আরবী) ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে, যে জমা অন্য জমিদারের অধিকারে নিরবধি বন্দোবস্ত থাকে এবং যাহার রাজস্ব জমিদারের বা স্বামীদিগের সরকারের কর্ম্মচারীর যোগে আদায় হয়।

মকদুমীতালুক, মুসলমান নবাবদিগের অধিকারকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা বা ভূসম্পত্তির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত বিশেষ। এই সকল মকদুমী বা মৎকুরেকা তালুকের মধ্যে ফিরোজ, কাগ্রা-ঘাট, চুপাখালি, আমনগর (মুর্শিদাবাদ), জয়নালীপুর, কাশমারী, শিলঘাটী, আহিরপুর, ফিজনাই, সরোজ, সদরসহিকা, মহম্মদ আমিনপুর, পুখুরিয়া প্রভৃতি প্রধান। একজন ২৮ জন মকদুমী তালুকদার (যাহারা খাল্‌সা জেলেতে স্বয়ং রাজকর দাখিল করিতেন), অন্য ক্ষুদ্র মহাল ও রাজস্বমল প্রভৃতি মাহমাৎ ইহারই অন্তর্ভুক্ত। এই মকদুমী তালুকের অন্ততঃ ৮৮ জন হিন্দু তালুকদার ছিলেন।

ম[illegible]গুল্ (দেশজ) বিস্তার।

মজপ, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এক্ষণে মজঃফরপুর নামে খ্যাত।

মজঃফর হুসেন, 'জাম্-ই-জহান্-নামা' নামক গ্রন্থপ্রণেতা জনৈক মুসলমান পণ্ডিত। ইনি হাকিম গোলামমহম্মদের পুত্র এবং হাকিম মহম্মদ কাসিমের পৌত্র। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বিদ্যাবত্তার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। গোলাম মহম্মদ সম্রাট্ ফরুখশিয়রের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় প্রভূত সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া যান।

ইনি মুহ্‌কী ওরফে মহাবৎ খাঁ নামেও সাধারণে পরিচিত ছিলেন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ফরক্কাবাদ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই ইঁহার প্রতিভা বিকাশিত হইতে থাকে। নবম বর্ষে ইনি কোরাণ পাঠ শেষ করিয়া পারস্য-ভাষা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ক্রমে পিতার নিয়োগানুসারে পঞ্চদশ বর্ষে ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে কৃতকার্য্য হইয়া অল্প বৎসরের মধ্যে তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে ইনি পদার্থবিদ্যা, দেবতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র জ্যোতিষ, ফলিত-জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইনি এরূপ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, ইঁহার চিকিৎসাতেও সময় সময় চমৎকৃত হইতেন। কালে ইনি দিল্লীশ্বরের চিকিৎসকপদে অধিষ্ঠিত হন। অবকাশমতে বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে ইনি উমূরুৎ তিব্ব, সিরাজুল হক্ক, মিন্‌হাজুল হক্ক প্রভৃতি কএকখানি প্রবন্ধ রচনা করেন। অতঃপর ইনি পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণের

জীবনী ও তৎসবলিত অলৌকিক ঘটনাসমূহ এবং প্রাচীন কবিগণের জীবনী ও তাঁহাদের রচিত কাব্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। এই মহাগ্রন্থ ১৭৬৬-৭ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। উহা ৫ ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে—রীতি-নীতিকথনপ্রণালী, সরস উত্তরদান, জ্ঞানগর্ভ রসপূর্ণ বাক্যাবলী-প্রয়োগ প্রভৃতি; ২য় ভাগে—উমবিয়, আব্বাস, তাহিরীয়, সফ্ফারী, সমানী, গজনবী, ঘোরী, সলজুকী, আতাবক, ইস্মাইলি, তুর্ক, মোগল প্রভৃতি মুসলমান-রাজবংশের ইতিহাস; ৩য় ভাগে—বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ এবং সম্রাট্ আকবর শাহের সমকাল হইতে ১১৮০ হিঃ পর্যন্ত ভারতীয় কবিগণের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ ভাগে—স্বর্গ ও পৃথ্বীচারী দেবদূতগণের বিবরণ, পঞ্চভূততত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডবিবরণ, নদ, নদী, প্রস্রবণ ও পশুপক্ষিগণের বৃত্তান্ত এবং ৫ম ভাগে—লিপিপ্রকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন ও রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় আইন প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে।

মজনু, প্রসিদ্ধ লয়লা-মজনু নামক পারসীকাব্যের নায়ক। ইঁহার প্রকৃত নাম কায়েস। সামন্তরাজ-কন্যা লয়লীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তিনি একরূপ উন্মাদই হইয়াছিলেন। লয়লীর পিতা কন্যাকে অপর পাত্রে সমর্পণ করিবেন এই সংবাদে হতাশাস হইয়া তিনি গৃহত্যাগী হন। এইজন্য তাঁহার 'মজনূন্' (উন্মাদ) আখ্যা হয়। উম্মির রাজবংশের খলিফা হাসনের রাজ্যকালে ৭২১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার ভালবাসা বা প্রেম জগতে প্রকৃতপ্রণয়ের নিদর্শনরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

মজ্নু খাঁ, সম্রাট্ আকবর শাহের জনৈক সেনানী। ইনি ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে কালঞ্জর-দুর্গ অধিকার করেন।

মজ্নু শাহ্, জনৈক প্রসিদ্ধ দস্যুসর্দার। ইনি প্রসিদ্ধ ভবানী পাঠকের সহকারী ছিলেন।

মজ্বুদ্ (আরবী) শক্ত, কঠিন, দৃঢ়।

মজ্বুতী (আরবী) দৃঢ়তা।

মজ্মূন্ (আরবী) পত্রাদিতে লিখিত সংবাদ।

মজ্লিস্ (আরবী) সভা।

মজ্লিসি (আরবী) মজ্লিসের কার্য্য। মজ্লিস্ সম্বন্ধীয়।

মজন (দেশজ) মজ্জনশব্দ, মগ্ন হওন, আসক্ত হওন।

মজা (পারসী) ১ বিদ্রূপ, ঠাট্টা, তামাসা। ২ সুখ। ৩ স্বাদ। ৪ পশিক।

মজাক (আরবী) আস্বাদ।

মজাড্ডা (আরবী) মৃতাশীতাদির উপভোগেচ্ছু।

মজাদার (পারসী) ১ আস্বাদযুক্ত। ২ আমোদজনক।

মজাদারী (পারসী) মজাদারের ভাব।

মজান (দেশজ) ১ ভ্রষ্ট করণ, দমন। ২ পক্ক বা পাকা করণ।

মজিথিয়া, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩১° ৫´ ৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১´ পূঃ। অমৃতসর নগর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উক্ত নগরে গমনাগমনের সুবিধার্থ রাস্তা আছে। মধু জাট নামক জনৈক জাট-সর্দার কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার বংশধর মজিথিয়া-সর্দারগণ পরবর্ত্তীকালে মহারাজ রণজিৎ সিংহ কর্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। উক্ত নগরেই সর্দারগণের বাসভবন প্রতিষ্ঠিত আছে।

মজিদ্ খান্, দাক্ষিণাত্যের শাবনুর দুর্গের জনৈক পাঠান শাসনকর্ত্তা। ইনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দে পিতা আবদুল গফুর খানের মৃত্যুর পর পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। রাজ্যাভিষেককালে তিনি দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন মোগল-শাসনকর্ত্তা নিজামের অনুমতি গ্রহণ না করায় মোগলের শত্রু হইয়া পড়েন। পরে মোগলসৈন্য শাবনুর দুর্গ আক্রমণ করিলে তিনি ভয়ভীত হইয়া নিজামের শরণাপন্ন হন। ১৭২৩-৩০ খৃষ্টাব্দের কোলাপুর-সাতারা যুদ্ধে তিনি কোলাপুররাজের পক্ষাবলম্বন করায় কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বেলগাঁয়ের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ প্রাপ্ত হন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে নিজাম তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সহকারী শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়া বেলগাঁও-দুর্গের আধিপত্য প্রদান করেন। তৎপরে তিনি হুবলী, কাণাড়া ও বেদনুর প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

এইরূপ জয়োল্লাসে গর্ব্বিত হইয়া তিনি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিস্থানের মহারাষ্ট্র-কর রহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

ইহাতে পেশবা বালাজীরাও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে যে সন্ধি হয়, তাহাতে মজিদ্ খাঁকে প্রায় ৩৬টী জেলা ছাড়িয়া দিতে হয়। কেবল মাত্র বাহাপুর, জোয়াগল ও আজমনগর দুর্গ এবং হুব্লি, হাঙ্গল প্রভৃতি ১২টী জেলা তাঁহার অধিকারে থাকে।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল্-মুল্কের মৃত্যুর পর হায়দরাবাদ সিংহাসন লইয়া তৎপুত্র নাসিরজঙ্গ ও পৌত্র মুজঃফর-জঙ্গের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে মুজঃফরের পক্ষে ফরাসীসৈন্য এবং নাসিরের পক্ষে ইংরাজ ও মজিদ্-পরিচালিত সৈন্য যোগ দান করে, কিন্তু নাসিরের আচরণে বিরক্ত হইয়া তিনি যোগদান পরিত্যাগ করেন।

মজিদ্ খাঁ বুদ্ধিমান্, সাহসী ও বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইত না, দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ,

ফরাসী ও মহারাষ্ট্রবিগ্রহের সময় তিনি অযোধ্যা সাহেবের সহিত রাজকার্য্য চালনা করিয়া গিয়াছেন। আজিও দাক্ষিণাত্যে লোকমুখে তাঁহার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মজ-হর্‌লি নগর স্থাপন করেন।

মজুদ্ (আরবী) জমা, বর্ত্তমান।

মজুমু (আরবী) দলবদ্ধ।

মজুমদার (আরবী) বাঙ্গালায় আমলে যে ব্যক্তি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় হিসাবপত্র রাখিত, তাহারা মজুমদার নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের বংশপরম্পরা ক্রমে সকলেই ঐ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।

মজুর (আরবী) সামান্য শ্রমজীবী, মুটে।

মজুরী (পারসী) মজুরের কার্য্য।

মজুরীদার (পারসী) দৈনিক বেতনভোগী শ্রমজীবী।

মজ্জকৃৎ (ক্লী) মজ্জানং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। অস্থি।

মজ্জন্ (পুং) মজ্জতি অস্থিষিতি (মসজ্জ শ্বন্ উক্ষন্ পূষন্ প্লীহন্ ক্লেদন্ স্নেহন্ মূর্দ্ধন্ মজ্জন্নিত্যাদি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্ নিপাতনাত্তে চ। ১ বৃক্ষাদির উত্তম সারভাগ, চলিত সার।

"যত যত কলত্রেহ বীর্য্যং ভবতি বাদৃশম্।
তত্ত তচ্চৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমভিনির্দ্দিশেৎ॥" (রাজব॰)

২ অস্থিমধ্যস্থিত স্নেহবিশেষ। পর্য্যায়—শুক্রকর, অস্থিস্নেহ, অস্থিসম্ভব, অস্থিসার, তেজস্, বীজ, অস্থিজ, জীবন, দেহসার। (রাজনি॰) ইহার লক্ষণ,—

"অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো দ্রবো ঘনঃ।
যঃ স্নেহবৎ পৃথগ্‌ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে॥" (ভাবপ্র॰)

অস্থি নিজ অগ্নি দ্বারা পাক হইয়া তাহার দ্রব ঘন যে সার তাহাই মজ্জা নামে অভিহিত। সুশ্রুতে লিখিত আছে, বৃহৎ অস্থির অভ্যন্তরস্থিত মেদকেই মজ্জা বলে। স্থূল অস্থির অভ্যন্তর-গত হইলেও তাহাকে মজ্জা কহে। সকল প্রাণীর উদরে সূক্ষ্ম-অস্থিতে মেদ অবস্থিতি করে।

"স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ॥" (ভাবপ্র॰)

ইহার গুণ—বল, শুক্র, রস, শ্লেষ্ম, মেদ ও মজ্জা-বর্দ্ধক। আমরা যে দ্রব্য ভোজন করি, সেই দ্রব্যের সারাংশ পরিণত হইয়া রসরূপে উৎপন্ন হয় এবং অসারাংশ মল ও মূত্ররূপে নির্গত হয়। পরে ঐ রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে অস্থি এবং অস্থি হইতে মজ্জার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মজ্জন (ক্লী) মস্‌জ ল্যুট্। ১ স্নান।

"জাহ্নবীমজ্জনস্নিগ্ধৈঃ ন জানন্তি মরুস্থিতাঃ॥" (রাজতরঙ্গিণী)

২ মজ্জা। (শব্দচন্দ্রিকা)

মজ্জয়িতৃ (ত্রি) মস্‌জ-ণিচ্, তৃচ্। মজ্জনকারী।

মজ্জন্ম (পুং) শুক্রাদ্যন্ত ধাতুভেদ।

মজ্জস্ (স্ত্রী) মজ্জা।

মজ্জসমুদ্ভব (ক্লী) মজ্জা সমুদ্ভব উৎপত্তিস্থানং যস্য। শুক্র, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। (বৈদ্য)

মজ্জা (স্ত্রী) মজ্জতীতি মস্‌জ-অচ্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। অস্থিসার। ইহার গুণ—বাতনাশক, বল, পিত্ত ও কফপ্রদ; মাংসের তুল্যগুণ সম্বন্ধ, বৃংহণ, বলকর। (রাজব॰)

মজ্জাক্ত (পুং) মজ্জায়া জায়তে ইতি জন-ড। ত্বচিস্থ অণ্ডজ্।

মজ্জান (দেশজ) জোয়ান।

মজ্জামেহ (পুং) প্রমেহভেদ; মজ্জাগত প্রমেহ। (মাধবনি॰)

মজ্জারজস্ (পুং) গুগ্‌গুলু। (বৈদ্যকনি॰)

মজ্জারস (পুং) মজ্জায়া রসঃ। শুক্র। (রাজনি॰) ২ সরলা, সরলা বিশেষ। (বৈদ্যকাল॰)

মজ্জাবহস্রোত (পুং) মজ্জা বাহক নাড়ী, ইহার অস্থি ও সন্ধি। (চরকবিমানস্থা॰ ৫ অ॰)

মজ্জাসার (ক্লী) মজ্জায়াং সারো যস্য। জাতীফল। (রাজনি॰)

মজ্জিকা (স্ত্রী) ১ লক্ষণাকন্দ। ২ মকরী। (বৈদ্যকনি॰)

মজ্জুক (ত্রি) ১ মজ্জনশীল। ২ মণ্ডূক।

মজ্জু খাঁ, জনৈক বিদ্রোহি-দলপতি। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি আপনাকে মোরাদাবাদের নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বহস্তে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ইংরাজ মাত্রের ধনলুণ্ঠন ও নিধন আদেশ করিয়া প্রজা সাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের ২৫শে এপ্রিল জেনারল জোনস্ সদলে মোরাদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রসহ ধৃত এবং নিহত হন।

মজ্জ্বা (স্ত্রী) মজ্জতি জলাশয়ে, মস্‌জ-উক্ষন্ টাপ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। মজ্জ্বা। (অমরটীকা রায়মু॰)

মজ্মন্ (ক্লী) মস্‌জ-মনিন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বল।

মজ্‌রো (পারসী) দৈনিক বেতন দ্বারা নর্ত্তক-নর্ত্তকী বাইজীগণের নৃত্যগীতাদি কার্য্য।

মঝর্গাও, উঃ পঃ প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নিমসার হইতে ৪ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে বহুদ্বারী নামের প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। উহাকে অনেকে তিব্বতীয় বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করে।

মঝগাওম্ (মঝগাঁও) উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার বাঁড় তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। রামাপুর নামেও খ্যাত,

যমুনা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। এখানে হিন্দি রামায়ণ-প্রণেতা সাধক কবি তুলসী দাসের বাসভবন ছিল। সম্রাট্ আকবর শাহের সমসাময়িক অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু মন্দির এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে। ঐ সকলের মধ্যে সোমেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

[রাজাপুর দেখ।]

মঝবার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী আদিম জাতি বিশেষ। মীর্জাপুরের দক্ষিণস্থ পার্ব্বতীয় স্থানে ইহাদের অধিক বাস দেখা যায়। পর্ব্বতোপরিস্থ বন-দহনপূর্ব্বক 'দহিয়া' প্রথায় কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন ইহাদের প্রধান কার্য্য।

জাতিতত্ত্ববিদ্গণ ইহাদিগকে পার্ব্বতীয় গোঁড় জাতির অন্যতম শাখা বলিয়া অনুমান করেন। ইহারা খর্ব্বকায় ও বলিষ্ঠ, ইহাদিগের মুখ চেপ্টা, কপালাস্থি নীচু, নাক খাঁদা, নাসারন্ধ্র বড়, ঠোঁট পুরু ও দীর্ঘ, হনুদ্বয় নিগ্রো জাতির অনুরূপ এবং গাত্রবর্ণ তদনুরূপ কৃষ্ণ। ইহারা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকে, কেহ কেহ লজ্জা নিবারণের জন্য কৌপীনের মত সামান্য বস্ত্রখণ্ড আচ্ছাদন করে মাত্র। যাহারা নগরসান্নিধ্যে বসবাস হেতু সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা নিম্নশ্রেণীর লোকের মত অঙ্গাচ্ছাদন করিতে শিখিয়াছে।

মীর্জাপুরী মঝবার বা মাঝিদিগের মধ্যে পোইয়া, তেকুয়া, মরাই, বইকা ও ওলুকু নামে ৫টী স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। ১ম থাকে—মর্কাম, পোইয়া, কুশ্রো, নেতি ও পীর্ঘো; ২য় থাকে—মর্পচি, নেতাম, পেসাম, করিয়াম, সিন্দরাজ, কোরাম, ওইমা, মদাইচি, কোয়াইচি, উদলবত্তী ও কামরোতি; ৩য় থাকে—কোইয়াম সরোতিয়া, পন্দ্রু, কায়পে, কুসেলা, পুরকেলাম, মসরাম, অমরোয়, অরপচি ও কারপচি; ৪র্থ থাকে—বোইকা, কোরাম অমরু, গাবলে, চীচাম, বলরিয়া, গুজে, উদুরে ও মরাম এবং ৫ম থাকে—ওলুকু, পোদুকে, কোরেচো, কামরো, দুমের, বৈঠা ও শাহভাহ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী আছে। ঐ শ্রেণী বা বংশের কতকগুলির সহিত মধ্য-ভারতবাসী গোঁড়জাতির সৌসাদৃশ্য আছে।

কিংবদন্তী আছে, ইহারা জব্বলপুরের পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতমালা এবং নর্ম্মদা ও শোণ নদীর উৎপত্তি ভূমি হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। ইহারা পশ্চিম-বিন্ধ্য ও কৈমুর গিরিমালার পাঁচটী গিরিদুর্গকে আপনাদের আদিম বাসভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে এবং বলে যে, ঐ পঞ্চ থাকের আদিপুরুষগণ পঞ্চ ভাই ছিল ও বিভিন্ন গিরি-দুর্গে রাজত্ব করিত। এইরূপ মরাই মণ্ডলগড়, মর্পচি-মণ্ডলপুরের অন্তর্গত গাবরগড়, নেতাম সোনাগড়, সরোতিয়া পাচাগড়, কোরেচো মুলধরগড়, উদুরে বকনগরগড়, ওইমা মরুয়াগড়, পোদুকে রায়গড়, পোইয়া পাটনগড়, করিয়াম বৈরাগড়, পোরাম উজ্জয়িনীগড়, তেকাম নার্ঝিগড় এবং অমরু চাঁদগড় হইতে আগমন করে। পূর্ব্বোক্ত দুর্গগুলির অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়; কিন্তু কোরামদিগের বাসভূমি বিলারোগড়, মার্কামের বক্সগড়, কুশরোর খোহরগড়, অমরোয়ের চিনকিলগড় এবং অরপচিগণের চৈনাগড় প্রভৃতি স্থান নির্ণয় করা সুকঠিন।

প্রায় ১০ পুরুষ হইল, ইহারা আদিবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মীর্জাপুরের দুধি ও সিংরৌলি পরগণায় এবং সরগুজা সামন্তরাজ্যে আসিয়া বাস করিয়াছে। সময় সময় ইহারা পূর্ব্বতন বাসভূমির লাঞ্জিগড় ও বঙ্কাগড় তীর্থে গমন করিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র যখন জনক-রাজভবনে হরধনু ভঙ্গ করেন, তখন সেই ধনু চারিখণ্ডে বিভক্ত হয়। উহার একখণ্ড লঞ্জাতীর্থে পতিত হইয়াছিল। ঐ স্থান ইহাদের একটী পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য। এখনও সময়ে সময়ে ইহারা ঐই তীর্থে আগমন করিয়া থাকে।

ইহারা স্ব স্ব থাক বা কুরি মধ্যে বিবাহাদি করে না, কিন্তু মাতেরা, চাচেরা, ফুফেরা ও মৌসেরা প্রভৃতি বিবাহে নিষেধ নাই। অনেকের মধ্যে গোঁড়-প্রথামত ভ্রাতুষ্পুত্রকন্যার বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। সরোতাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে পোইয়াগণ তাহাদের সহিত আদান প্রদান করে না।

দূরদেশবাসী হইলেও সমধর্ম্মাচারী মাঝিগণ পরস্পরের মধ্যে পুত্র-কন্যার আদান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রীকে স্বতন্ত্র একটী স্থানে বসিয়া আহার করিতে হয়। তৎপরে বিবাহ সিদ্ধ হইলে কন্যা স্বামি-গৃহে গমন করে। সাধারণতঃ ইহাদিগের মধ্যে একটী মাত্র বিবাহ করিতে দেখা যায়; কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যাদি দোষযুক্ত হইলে পত্ন্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী অথবা ধনশালী মাঝিদিগের মধ্যে বহুপত্নীক হওয়া গৌরবজনক।

স্বামী স্বীয় পত্নীগণ লইয়া একত্র থাকিতে বাধ্য। ঐ স্ত্রীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়া ও গৃহকর্ত্রীরূপে বিবেচিত, এমন কি, জাতীয় সভায়ও তাহার সম্মান বেশী। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদিগের স্বাধীনতা কিছু অধিক। তাহারা গোচারণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং গ্রামের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যুবকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া লয়। এইরূপে স্বেচ্ছাবিহারিণী হইয়া যদি তাহারা কাহারও সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে জাতীয় সভা হইতে তাহাদের বিশেষ কোন সাজা

দেওয়া হয় না। কন্যার এই নিষ্কৃতির আসক্তির জন্য তাহার পিতাকে অথবা সময়বিশেষে তাহার উপপতিকে জাতিবর্গের সমক্ষতির জন্য একটী ভোজ দিতে হয়। তৎপরে প্রণয়ি-যুগলের বিবাহকার্য্য যথানিয়মে সম্পাদিত হয় এবং তাহারা জাতির সোপানে পূর্ব্বস্থান অধিকার করে। কিন্তু যদি ঐ দুশ্চরা কন্যা ভিন্নজাতীয় পুরুষে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে এবং সে উপপতি-সহবাসে থাকিয়া আপন জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু বালক ও বালিকার যথাক্রমে ১৬ ও ১২ বর্ষেই বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। গৌড় জাতি হইতে ইহাদের বিবাহপ্রথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার স্ব স্ব পুত্র-কন্যার বিবাহে অভিমত হইলে, পাঞ্জারি নামক জাতীয়পুরোহিত বিবাহকর্ত্তা হইয়া উভয় পক্ষে গমনাগমন করে। বিবাহ পাকা করিবার জন্য সাধারণতঃ পূর্ণিমা রজনীতেই কথাবার্ত্তা স্থির হয়। পাঞ্জারি বয়োযুক্ত কন্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, বরের বন্ধুগণ কন্যার রূপ-গুণ পরীক্ষার জন্য তাহার পিত্রালয়ে গমন করে। বিবাহের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি সমাধা হইলে বরের বন্ধুগণ কন্যার বাড়ীতে 'পুরি' ভক্ষণ করে। তৎপরে স্বজাতিবর্গ-সমক্ষে বর ও কন্যাকর্ত্তা একত্র হইয়া পরস্পরের হস্তে হস্ত রাখিয়া মদ্যপূর্ণ 'দোনা' বিনিময় ও পরস্পরে অভিবাদন করে। তদনন্তর উপস্থিত স্বজাতিবর্গকে মদ্য, পিষ্টক প্রভৃতি খাওয়াইয়া বিবাহ সম্বন্ধ দৃঢ় করা হয়।

বিবাহকালে কন্যার মাতুলপত্নীকে বস্ত্রাদি উপঢৌকন দেয় এবং বরের মাতুল স্বীয় ভাগিনেয়কে যৌতুকস্বরূপ অর্থ দান করে। বিবাহ শেষ হইলে বরকর্ত্তা স্বীয় ভাগিনেয়কে গোবৎস কিম্বা মহিষ উপহার দেয়। উহাকে ইহারা মাতুল 'বিদায়' বলে।

ইহাদিগের মধ্যে কন্যাপণ বিবাহও প্রথা আছে। বরকর্ত্তাকে কন্যার জন্য ৩/ চাউল, কন্যা ও কন্যার মাতার জন্য দুইখানি শাড়ী, একহাঁড়ি পুরি ও পাঁচ টাকা নগদ দিতে হয়। নিমন্ত্রিত বর ও কন্যাযাত্রীদিগের ভোজ এবং ঐ টাকায় হাঁড়ি প্রভৃতি গৃহোপকরণ ক্রয় করা হইবে বলিয়া এই কন্যাপণ গৃহীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ টাকা কন্যাকর্ত্তা স্বীয় কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে।

বর বধূ আনিতে যাইবার পূর্ব্বে যেত বস্ত্র পরিধান করে, রঞ্জিত বস্ত্র-পরিধান এইরূপ শুভকার্য্যে নিষেধ। যাত্রার পূর্ব্বে মাতা পুত্রকে বরণ করিয়া থাকে। উহা 'পরছন' নামে খ্যাত। তৎপরে মাতা স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া স্তন্য দুগ্ধ পান করায়। তদ্বরে অশ্বারোহণে অথবা বাঁশ ও কাগজে নির্ম্মিত বাহনে চড়িয়া বর স্বীয় আত্মীয় কুটুম্বে পরিবৃত হইয়া কন্যালয়ে গমন করে। পাকী প্রভৃতি অপর কোন যানারোহণে গমন করিলে জাতিচ্যুতি ঘটে। কন্যালয়ের সমীপে উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে বসিবার নির্দ্দিষ্ট আটচালামধ্যে লইয়া যায়। এখান হইতে বরের পিতা স্বীয় পুত্রবধূর জন্য একছড়া হাঁসুলী ও একখানি বাজু পাঠাইয়া দেয়। বিবাহকালে ঐ অলঙ্কার কন্যাকে পরিধান করিতে হয়।

গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত বাঁশের বা মহুয়ার নীচে বিবাহ দেওয়া হয়। পাঞ্জারি পুরোহিত বিবাহে মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকে; কিন্তু ভূত প্রতিষেধের জন্য বিবাহস্থলের প্রথম খোঁটা বৈগাদিগকে পুতিতে হয়। এই বৈগাগণ তাহাদের ন্যায় অনার্য্য জাতি। ভূতাবেশ শান্তির জন্য ইহাদের বিশেষ খ্যাতি আছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত মহবারদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শুভ-লগ্নেও বিবাহ দিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কোন কার্য্যেই পৌরোহিত্য করে না।

পাণিগ্রহণের পর, সাধারণতঃ কন্যাদান এবং তৎপরে বর ও কন্যাকে একাসনে বসাইয়া পান ভোজন করান হয়। বরের পিতা কন্যাপক্ষীয় স্ত্রীলোকদিগকে বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিলে তাহারা আসিয়া নবদম্পতির পদযুগল ধৌত করিয়া তাহাদের কপালে হরিদ্রারসের (পিটুলি ও দধি) ফোঁটা দেয়। ইহার পর, বর স্বহস্তে কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দান করে। এই সময় কন্যার মাতুল ভাগিনেয়কে একটা বৎসতরী যৌতুক দিয়া থাকে।

সিন্দুরদানের পর, সমস্ত বিবাহ ব্যাপার চুকিয়া গেলে, বর ও কন্যাকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। উহাকে কোহাবর বা বাসর ঘর বলে। ঐ গৃহে কেবল মাত্র বর ও কন্যা থাকে, অপর কেহ যাইতে পারে না। কন্যার ভ্রাতা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। নবদম্পতি-সম্ভাষণকারী বর বা কন্যাপক্ষীয়গণ যৌতুক দিলেই প্রবেশ করিতে পায়।

বিবাহ রাত্রে বরযাত্রীদিগকে ভোজ দেওয়া হয় না। বিবাহরজনী প্রভাত হইলে পাঞ্জারি পুরোহিত চাউল, জল ও আম্রপল্লবপূর্ণ একটী লোটা লইয়া বরকর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং ভোজে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। বরকর্ত্তা ঐ পাত্রটী স্পর্শ করিয়া নিমন্ত্রণে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পাঞ্জারি সেই পাত্র লইয়া অপরাপর বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় কুটুম্বগণের নিকট এবং স্বজাতি বর্গ সমক্ষে উপনীত হইয়া নিমন্ত্রণ জানায়। এই সময়ে নিমন্ত্রণ

১। প্রথম দত্তক জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করিবে না।

২। অবিবাহিত, অন্ধ, খঞ্জ, ক্লগ্নীক ও সন্ন্যাসী দত্তক লইতে পারিবে না।

৩। পুত্রহীন বিধবা রমণীর দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। সে তাহার সম্পত্তি কোন নিকটাত্মীয়কে দিতে বাধ্য। কিন্তু উত্তরাধিকারীদিগের সম্মতিক্রমে বিধবা রমণী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

৪। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিবার নিয়ম নাই। অবিবাহিত পুত্র মাত্রকেই দত্তক দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কন্যাকে নহে। দত্তক লইতে হইলে ভ্রাতৃসম্পর্কীয় কোন নিকটাত্মীয়ের পুত্রকে লওয়া চাই। গৃহীতা ও দত্তক উভয়ই এক জুতি বা গোত্রভুক্ত হইবে।

যদি কোন ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের পর, পুত্র সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই পিতৃসম্পত্তির সমানাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঘীপাবিবাহে যে বালককে ঘর জামাতার ন্যায় রাখা হয়, তাহাও একরূপ দত্তকের তুল্য। প্রায় তিন বৎসর কাল সে ভাবী শ্বশুরের গৃহে থাকিয়া পুত্রের ন্যায় সকল কার্য্যই করে। উক্ত সময়ের পর, কন্যার পিতা তাহার সহিত স্বীয় পুত্রীর বিবাহ দিয়া থাকে। এই বিবাহের সমস্ত খরচ কন্যাকর্ত্তাকেই বহন করিতে হয়। বিবাহের পর ঐ বালক দ্বারা শ্বশুর আর কাজ করাইতে পারে না এবং তাহারও আর শ্বশুরের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না।

প্রসূতির গর্ভাবস্থায় কোন সংস্কার নাই। পূর্ব্বমুখী হইয়া রমণীকে সন্তান প্রসব করিতে হয়। চামাইন্ দাই আসিয়া জাত বালকের নাড়িচ্ছেদ করে এবং ফুল প্রভৃতি লইয়া বাহিরে কোন মাঠে পুতিয়া রাখে। ৬ষ্ঠ দিনে ছঠি (ষষ্ঠী) পূজা হয়, ঐ দিন প্রসূতি ও জাত বালক স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়।

বারহি অর্থাৎ দ্বাদশ দিনে বালকের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। ঐ দিন জ্ঞাতিবর্গও ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া শুদ্ধ হয়। তৎপরে যজ্ঞাদি সকলে মদ্যপান ও ভোজন করে। বালকের পিসী বা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকেই আঁতুড়ঘর ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

মৃত্যুশয্যার শায়িত ব্যক্তিকে ফাঁকা মাঠে লইয়া যায়। তৎপরে মৃতের মুখে পিণ্ড দিয়া তাহারা দাহ করে, কেহ বা পুতিয়া ফেলে। দাহের পর, তাহারা মৃতাস্থি লইয়া নদীজলে নিক্ষেপ করে। তৃতীয় দিনে গৃহস্থ পুরুষ মস্তক মুণ্ডন করে এবং চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। দশ দিনে পাতারি ব্রাহ্মণ আসিয়া মৃতের ব্যবহার্য্য বস্ত্র ও পাত্রাদি লইয়া যায়। ইঁহারা হিন্দু মহাব্রাহ্মণগণের দানগ্রহণের তুল্য। তাহাদের পাতারি পুরোহিতগণ ঐ সকল দ্রব্য মৃতের ব্যবহারার্থ প্রেতলোকে প্রেরণ করিয়া থাকে। ১০ম দিনে অশৌচান্ত হইলে জ্ঞাতিবর্গ একত্র হইয়া মস্তক, শ্মশ্রু ও গোঁফ কামাইয়া ফেলে। তৎপরে পুনরায় একটী আত্মীয় কুটুম্বের ভোজ হয়।

শবদাহান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহারা সেই শ্মশানে পথে খাদ্যাদি ছড়াইয়া যায়। বিশ্বাস এই যে, প্রেতাত্মা সেই পথে পুনরায় বিচরণ করিয়া থাকে। পূজাদি করিলে পাতারি আসিয়া বলে যে, এই পুত্রমধ্যে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষের অমুক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহারা সেই মৃত ব্যক্তির নামানুসারে জাত পুত্রের নামকরণ করে। যখন কোন গোবৎস জন্মের পর মাতৃস্তন পান করে না, তখন তাহারা ওঝা ডাকাইয়া প্রতিকারের চেষ্টা পায়। ওঝা আসিয়া বলে যে, 'এই গোবৎসরূপে তোমার পিতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।' সেই কথা শুনিয়া তাহারা সেই বাছুরের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করে, কখনও তাহাকে লাঙ্গলে জুতিয়া কৃষিকর্ম্মে লইয়া যায় না।

মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ ইহারা কখনও স্মৃতিস্তম্ভ রাখে না। কেবল মাত্র পুত্র বা কন্যার বিবাহ সময়ে ইহারা পিতৃ-পুরুষগণের তৃপ্তির জন্য মুরগী ও মদ্য প্রদান করে। মৃতের ১০ম দিনে পাতারি আসিয়া প্রেতের উদ্দেশে হোম ও খাদ্য দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে অনেক উন্নত ব্যক্তি হিন্দু-আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিতেছে।

ইহাদের 'পাতারিগণ' অনেকাংশে গৌড় জাতির 'প্রধানের' সমতুল্য। তাহারা একযোগে ব্রাহ্মণ ও মহাব্রাহ্মণের কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। ইহারা মহাদেব, বুড়া দেও, সিঙ্গো ও দিহ নামক দেব এবং দেবী ও দেবহারিণী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তির উপাসনা করে। একভিন্ন ইহাদিগের মধ্যে ভূত, নাগ ও মুসলমান ফকির প্রভৃতির পূজা দেখা যায়। সরগুজা সামন্ত রাজ্যের মাকা ও মার্চা পর্ব্বতে দুইটী গুহা আছে। মার্চাপর্ব্বতগুহা মহাকালী দেবের আশ্রয় স্থান এবং মাকা পর্ব্বতে নানা জাতীয় এক পিশাচী আছে। উহারা রোগাদির অধিষ্ঠাত্রী। ইহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য একমাত্র বৈগারাই পর্ব্বতচূড়ে অগ্রসর হয়, অপর সাধারণে পর্ব্বততলে যাইতেই ভয় পায়। বৈগাগণ প্রাণের ভয়ে পর্ব্বতে পা দেয় না, তাহারা পর্ব্বতের নিম্নদেশে থাকিয়াই ছাগ বলি ও হোমাদি করে।

'করম্' বৃক্ষই ইহাদের মধ্যে পরম পবিত্র। স্ত্রী-পুরুষ সকলে স্ব স্ব গৃহপ্রাঙ্গণে একত্র হইয়া একটী করম বৃক্ষের

তাদের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। একদিকে পুরুষে মাদল বাজায় ও অপর দিকে রমণীগণ উচ্চ তানে গান করিতে থাকে। পুরুষেরাও গানে যোগ দিয়া নৃত্য করে। এই করম-নৃত্যের সময় সকলে মদ্যপান করিয়া থাকে।

ধনী মাঝিগণ বারাণসী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, অমরকণ্টক প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রায় গমন করে। কাশীতে গঙ্গাস্নান এবং শোণ নদে স্নান ইহাদের বিশেষ পুণ্যজনক। গ্রহণাদিতে স্নান ও পৌষ-সংক্রান্তির খিচুড়ী পার্ব্বণ ইহাদের মহাভোজের পর্ব্ব। গো ব্রাহ্মণ ও গঙ্গা জলে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। কোন বিষয়ে শপথ করিতে হইলে, ইহারা তরবার, ব্রাহ্মণের পদযুগল, গোপুচ্ছ, অথবা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়াই শপথ করিয়া থাকে। কোন কোন সময়ে অগ্নির উপর হাঁটিয়া অথবা জল মধ্যে অবস্থান করিয়া ইহারা আপনার নির্দোষ সার্থকতা দেখাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অজ্ঞ অশিক্ষিত অসভ্য জাতির ন্যায় ডাইনে পাওয়া, ভূতাবেশ, বগ্ন ফল এবং কৃষি কার্য্যাদিতে দৈব বা ভৌতিক শক্তির সঞ্চার বিষয়ে ইহাদের বিলক্ষণ আস্থা আছে। কএটী অমূলক ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা এরূপ ভয়ভীত হইয়াছে যে, কোন একটী ক্ষুদ্র কার্য্যেও উপদেবতাদির শান্তি ব্যতীত ইহাদিগের নিষ্কৃতি নাই।

স্ত্রীলোকগণ বস্ত্রালঙ্কার-মণ্ডিত হইয়া থাকিতে ভাল বাসে। উল্কি ধারণ না করিলে তাহাদের অঙ্গশোভাই হয় না। বিশ্বাস,—উল্কিধারী ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে পরমেশ্বর স্বর্গে স্থান দেন না অনেকে গলায় শীতলা দেবীর মূর্ত্তি-অঙ্কিত পদক ধারণ করিয়া থাকে।

মঝ্যাবন, বারাণসী বিভাগের বস্তী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। মোক্ষবন নামে খ্যাত। এখানে বৌদ্ধ প্রাধান্য সময়ে বিহারাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মঝেরা, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফর নগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে মুসলমানদিগের কএকটী প্রাচীন কবর বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে, (১) সৈয়দ মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক ৯৭২ হিজিরায় নির্ম্মিত সৈয়দ সাইফি খাঁ ও তাঁহার মাতার সমাধিমন্দির। এই কবরবাটিকা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। প্রথম সৈয়দ মহম্মদ আপনার কবরের জন্য এই বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার জীবদ্দশায় প্রিয় পুত্র সৈয়দ সাইফি খাঁ ও প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণ বিয়োগ হওয়ায় তাহাদিগকে এই সমাধিমন্দিরে স্থান দেওয়া হয়। (২) সৈয়দ মহম্মদ খাঁর শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত কবরমন্দির। উহা ৯৮২ হিজিরায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৩) মাসাণ সৈয়দ হুসেনের ১০০০ হিঃ নির্ম্মিত সমাধিমন্দির। (৪) সৈয়দ উমার নূরের সমাধিমন্দির ও (৫) অষ্টকোণী প্রস্তরস্তূপ উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত স্তূপটী সৈয়দ মহম্মদ খাঁর পিতার রচিত বলিয়া প্রবাদ।

মঝৌরা, উঃ পঃ প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অকবরপুর তহশীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। এখানে রৈনপুর গ্রামের নিকট মরা ও বিস্বী নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দ্বয়ের সঙ্গম হইয়াছে। ঐ স্থান মহাপুণ্যজনক। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হয়। ঐ সময়ে সঙ্গমে স্নানার্থ বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সঙ্গমের পর নদীদ্বয় তৌস্ নামে প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে।

মঝৌলি-সালিমপুর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার দেওরিয়া তহশীলের অন্তর্গত দুইটী গণ্ডগ্রাম। ছোট গণ্ডকের উভয় তীরে অবস্থিত। দুইটী গ্রাম একত্র করিলে একটী নগর বলিয়া গণ্য করা যায়। এই গ্রামদ্বয়ের মধ্যে মঝৌলিতে একমাত্র হিন্দু এবং সালিমপুরে মুসলমানগণ বাস করে। গণ্ডকতীরবর্ত্তী মঝৌলী গ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে মঝৌলী রাজগণের প্রাসাদ অবস্থিত। এই সমৃদ্ধ বংশ বহুকালের শাসন-বিশৃঙ্খলায় অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে ইংরাজরাজের অনুগ্রহে সালিমপুরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ ব্যতীত মঝৌলিতে চারিটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ভুজিগপুর গ্রামে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

মঞ্চ (পুং) মঞ্চতি উচ্চীভবতীতি মচি-বঞ্। ১ খট্টা। ২ কর্ণবংশ, চলিত মাচা। ৩ উচ্চ মণ্ডপবিশেষ।

"দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (স্মৃতি)

মঞ্চক (পুং) মঞ্চ-স্বার্থে কন্। ১ খট্টা।

"বারিধানী তু কুম্ভস্থ মার্জনী মঞ্চকস্তথা।
অর্ক মৎপতিশ্চেতি বুধ্যশ্চবশেষ গৌ॥"(কথাসরিৎসা° ২৭।৯১)

২ ইন্দ্রকোষ। ৩ উচ্চমণ্ডপ। (ত্রিকা°)

মঞ্চকপত্রী (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তা। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বিষঘ্ন, কফ, বাত, অস্র, কাস ও কৃমিনাশক।

মঞ্চকাশ্রয় (পুং) মঞ্চকঃ খট্টাদিরাশ্রয়ো যস্য। মৎকুণ, চলিত ছারপোকা। (রাজনি°)

মঞ্চকাস্থর (পুং) অসুরভেদ।

মঙ্কন আচার্য্য, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র-প্রয়োগ-দীপিকা প্রণেতা।

মঞ্চমণ্ডপ (পুং) মঞ্চো মণ্ডপ ইব। শস্যরক্ষার্থ কুটীর। চলিত টঙ্, পর্য্যায়—মুক্তক। (হারাবলী) কৃষকেরা শস্য-রক্ষার জন্য কাষ্ঠের মাচা উচ্চ করিয়া মাচার মত প্রস্তুত করে, উহাকে মঞ্চমণ্ডপ কহে। উহারা এই মঞ্চের উপর বাস করিয়া শস্য রক্ষা করিয়া থাকে।

মঞ্চল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লারী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আদোনি হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানকার রামলিঙ্গস্বামী ও মহান্ বেঙ্কটেশ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রাঘবেন্দ্রাচার্য্যের মন্দির-গাত্রে একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত মন্দিরদ্বয়ের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রায় ২৫০ শত বর্ষের প্রাচীন একটী সন্ন্যাসীর সমাধি সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য। বহু তীর্থযাত্রী এই ক্ষেত্র দর্শনে আগমন করিয়া থাকে।

মঞ্ছড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর করাচী জেলার শেহ্‌ওয়ান্ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী হ্রদ। অক্ষা° ২৬°২২´ হইতে ২৬°২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭°৩৭´ হইতে ৬৭°৪৭´ পূঃ। আরল ও নারা নদীদ্বয় ইহার মধ্যে নিপতিত হওয়ায় উহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্ষার সময় ইহা দৈর্ঘে ২০ মাইল ও প্রস্থে ১০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। বর্ষা কমিয়া আসিলে উহার চারি পার্শ্বের জল সরিয়া আইসে, তখন উহার চতুষ্পার্শ্বের জলের ব্যাস ১০ মাইল হয়। পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল স্থানে জল সরিয়া যায়, তাহার উপর গম প্রভৃতি শস্যের চাস হইয়া থাকে।

এই হ্রদের পার্শ্বদেশ অল্প অল্প নাবাল। কিন্তু তাহার মধ্যস্থলের গভীরতা অধিক। উহাতে নানাপ্রকার বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য আছে। ঐ মৎস্য কাঁটা মারিয়া ধরিতে হয়। জলাভ্যন্তরে নানাপ্রকার আগাছা থাকায় জাল ফেলিবার উপায় নাই। শীতকালে প্রস্ফুটিত-পদ্ম শোভিত হ্রদের শোভা অতীব মনোরম।

মঞ্জদিকরা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৯° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৩৫´ পূঃ। এখানে স্থানীয় খাদ্যদ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

মঞ্জর (স্ত্রী) মঞ্জয়তি দীপ্যতে ইতি মঞ্জ-অর। ১ মুক্তা। ২ তিলকবৃক্ষ। ৩ বল্লী। (শব্দরত্না°)

মঞ্জরাবাদ, মহিসুর রাজ্যের হসন জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৫৭ বর্গ মাইল। সকলেশপুরে ইহার বিচার সদর অবস্থিত।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার বনবিভাগ লইয়া এই সম্পত্তি গঠিত। ইহার প্রাচীন নাম বলম্। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে বিজয়নগর-রাজগণ এই নগর জনপূর্ণ করেন। তাঁহারা পাটেল সর্দ্দারদিগের হস্তে এই স্থানের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে অনেক পালিগার রাজবংশের হস্তে এই স্থান সমর্পিত হয়। ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহারা এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকারের পর ঐ বংশের শেষ রাজা বেঙ্কটাদ্রি নায়ক স্বীয় রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পান। উহার দুই বর্ষ পরে তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন। এই তালুক ৫ নাডে ও ২৮ মগেশে বিভক্ত। প্রত্যেক নাডে এক এক জন পাটেল ও মগেশে এক এক জন সর্দ্দার অবস্থিত থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ সাধারণতঃ বীরচেতা, সকলেই বন্দুক ও তরবার ব্যবহার করে। মঞ্জরাবাদ পর্ব্বতমালার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর।

মঞ্জরি (স্ত্রী) বল্লরি। মঞ্জতে ভূষ্যতি তৎ, বল্লরিঃ বলতি মল-ড, মৃতো নাস্তীতি অরি, মঞ্জু মনোজ্ঞতাং ঋচ্ছতীতি মঞ্জরিঃ পৃষোদরেণ ভিঃ, মনীষাদিত্বাৎ অকারঃ। অভিনবোদ্‌গতা, সুকুমারা পল্লবাঙ্কুররূপা বল্লরি।

'মঞ্জরিমঞ্জরী মঞ্জির্ম্বরং দ্বিষু বল্লরী।
বল্লরং দ্বিষু বল্লিশ্চ বল্লরিঃ পত্রমালিকা॥' (হেমচন্দ্র)

বল্লরি ও মঞ্জরিতে প্রভেদ এই,—লতামাত্রই বল্লরি আর অভিনবনির্গতা, আয়তা, সুকুমারা সকুসুমা বা অকুসুমা লতাই মঞ্জরী। যথা—চূতমঞ্জরি ; কদলীমঞ্জরি।

মঞ্জরিকা (স্ত্রী) মঞ্জরী।

মঞ্জরিত (ত্রি) মঞ্জর-তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ অঙ্কুরিত। ২ মুকুলিত।

মঞ্জরী (স্ত্রী) মঞ্জরি-কৃদিকারাদক্তিন পক্ষে ঙীষ্। ১ মুক্তা। ২ তিলবৃক্ষ। ৩ লতা। (শব্দরত্না°)

"নির্গতে মঞ্জরীপুঞ্জাপগতং পুরতস্ততঃ।
কন্তে নীলনিচোলিতো ন কেচিচ্চাকলোচনঃ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ১।২০৭)

৪ মঞ্জরি। (ভরত) ৫ তুলসী। (রাজনি°) ৬ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"সজসা যলৌ গিতি সমপ্রবৈর্মঞ্জরী।" (বৃত্তরত্না° টীকা)

মঞ্জরীক (পুং) ১ গন্ধতুলসী। ২ মুক্তা। ৩ তিলকবৃক্ষ। ৪ তুলসী। ৫ বেতসলতা। ৬ অশোকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মঞ্জরীনম্র (পুং) মঞ্জর্য্যাং মঞ্জর্য্যা বহুত্বাদপি নম্রঃ। বেতসবৃক্ষ।

মঞ্জা (স্ত্রী) মঞ্জি-পচাদ্যচ্, টাপ্। ১ ছাগী। ২ মঞ্জরী।

মঞ্জি (পুং) মঞ্জি-ইন্। মঞ্জরী। (ত্রিকা°)

মঞ্জিকা (স্ত্রী) মজ্জয়তীতি মস্জ-ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। বেশ্যা।

মঞ্জিফলা (স্ত্রী) মঞ্জির্মঞ্জরী ফলেঽস্যাঃ। কদলী। (ত্রিকা॰)

মঞ্জিল, গন্তব্যস্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পথ।

মঞ্জিয়া, বেহার প্রদেশের ইদিলপুর জেলার মেলঘাট বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ইহার সন্মুখস্থিত পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমে পর্ব্বতকর্ত্তিত গুহামন্দির ও বৌদ্ধসঙ্ঘারামাদি দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে স্তূপাদি অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সন্নিকটবর্ত্তী অধিত্যকা দেশে একটী প্রস্রবণ আছে।

মঞ্জিষ্ঠা (স্ত্রী) অতিশয়েনেয়ং মঞ্জিমতী, মঞ্জিমতী ইষ্ঠ-মতুপ্। স্বনামখ্যাত রক্তবর্ণ লতাবিশেষ (Rubia cordifolia, R. Manjishtha)। উত্তর-পশ্চিম হিমালয় হইতে ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত এবং দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে এই লতা জন্মে। হিমালয়ের ৮ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে এবং যবদ্বীপ, জাপান ও আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এই লতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শিকড়ে নানা রোগঘ্ন গুণ আছে। বৎসরের সকল সময়েই ইহার শিকড় পাওয়া যায়। কার্পাস বস্ত্রে রং দিবার জন্য ইহার শিকড়ের বহুল ব্যবহার আছে।

স্থান বিশেষে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি—মজীট্, মজীঠ, মজীঠ; বাঙ্গালা—মঞ্জিষ্ঠ, মজীঠ, মজীট; আসাম—মজঠি, মজেঠি; নাগা—এনহ, চেমহ; খসিয়া—রমহে, মণিপুর—মোয়ুম; ভূটিয়া—গোথ; লেপ্‌চা—বোম্; কোচ—বৎসোর; উড়িয়া—মঞ্জিঠা; কুমায়ুন—মজেঠি,মজীট; কাশ্মীর—মন্দু, কহর-ঘাস; পঞ্জাব—কুকরফলী,তিউর,মঞ্জিট, খুরী, লেনী, রুপা; মীটু, মজীট, মুন্দুৎ, রুনল; দাক্ষিণাত্য—মজীট; বোম্বাই—মজীট, মদম; মরাঠী—মঞ্জেঠ, তামিল—মজীটি, শেবেরী; তেলগু—তাম্রবল্লী, মঞ্জিষ্টি, মঞ্জিষ্ট, চীমে, চিরূরি; কর্ণাটী—মঞ্জুষ্ঠ; মলয়—মমচেটী; সিঙ্গাপুর—মঞ্জিষ্ট, বেলমলক; পারস্য—রুনাস।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বিকসা,জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, কালমেষী, কালা, জিঙ্গি, ভণ্ডিরী, ভণ্ডিকা, ভণ্ডি, হরিণী, রক্তা, গৌরী, যোজনবল্লিকা, বস্ত্রা, রোহিণী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গী, জননী, বিজয়া, মঞ্জূষা, রক্তযষ্টিকা, ক্ষত্রিণী, রাগাঢ্যা, কালভাণ্ডিকা, অরুণা, জ্বরহন্ত্রী, ছত্রা, নাগকুমারিকা, ভণ্ডীরলতিকা, রাগাঙ্গী, বস্ত্রভূষণা।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহার শিকড়ে ও ডাঁটায় বস্ত্রাদি কার্পাস দ্রব্য ও বস্ত্রের রং হয়। প্রথমে শিকড় ও ডাঁটা উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে সেই চূর্ণ জলে দিয়া অগ্নির তাপে উত্তমরূপে ফোটাইবে। জলে লাল রঙ হইলে উহাকে স্থায়ী করিবার জন্য তাহাতে কটকিরি নিক্ষেপ করিবে।

হাকিমি চিকিৎসাশাস্ত্রে ও বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার গুণাবলী লিখিত আছে। পক্ষাঘাত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রজঃকৃচ্ছ্র ও জলদ রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধুর শিকড় ও আমাদি একত্র মর্দ্দন করিয়া অস্থি ভগ্ন বা স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিলে ভুলা করিয়া যায়। ইহার ভিজান জল বা কাথ জরায়ুস্রাব, মস্তিকবিকৃতি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

ইহার গুণ—মধুর, কষায়, উষ্ণ, গুরু, ব্রণ, মেহ, জ্বর, শ্লেষ্ম, বিষ ও নেত্ররোগনাশক। এই মঞ্জিষ্ঠা চারি জাতীয় যথা,—চোল, যোজনী, কোষ্ঠী ও সিংহলী। (রাজনি॰) ত্বচ্য, স্বরকর, ও শোথনাশক এবং বর্ণাধিকারক। (রাজব॰)

মঞ্জিষ্ঠামেহ (পুং) পিত্তজ প্রমেহভেদ। এই মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠার জলের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নি॰ ৬ অ॰)

মঞ্জিষ্ঠাদ্যঘৃত (ক্লী) শালীয়-ব্রণাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন ও মূর্ব্বা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পাক করিলে এই ঘৃত প্রস্তুত হয়। যে কোন প্রকার অগ্নি দগ্ধ হইলে এই ঘৃতের প্রলেপ দিলে উহা অচিরে প্রশমিত হয়।

"মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমিষ্যতে॥" (চক্রদ॰)

মঞ্জিষ্ঠাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী,—তৈল ৪ সের, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, মুগনাভি মিলিত ১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, এই তৈল লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰ সদ্যোব্রণা॰)

২ ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—তিলতৈল অর্দ্ধশরাব, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মধুকপুষ্প, লাক্ষা, মাতুলঙ্গমূল, যষ্টিমধু ২ তোলা ও ছাগীদুগ্ধ ১ শরাব। তৈলপাকের নিয়মানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল লেপন করিলে নীলিকা ও পীড়কা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (চক্রদ॰)

মঞ্জিষ্ঠারাগ (পুং) মঞ্জিষ্ঠৈব রাগঃ। সাহিত্যদর্পণোক্ত পূর্ব্বরাগ ভেদ। নীলী, কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা এই তিন প্রকার পূর্ব্বরাগ। ইহার মধ্যে যে অনুরাগ নষ্ট হয় না এবং অত্যন্ত শোভিত হয়, তাহাকে মঞ্জিষ্ঠা রাগ কহে।

"নীলীকুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাঃ পূর্ব্বরাগোঽপি চ ত্রিধা।
মঞ্জিষ্ঠারাগমাহুস্তং যন্নাপৈত্যতিশোভতে॥" (সাহিত্যদ॰ ৩।২১৭)

মঞ্জী (স্ত্রী) মঞ্জতি দীপ্যতে ইতি মঞ্জি ইন্। কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। মঞ্জরী। (ত্রিকা৽)

মঞ্জীর (পুং ক্লী) মঞ্জতি মধুরং শব্দায়তে ইতি মন্জ শব্দে বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ নূপুর। (অমর)

"মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।"

(গীতগো৽ ৪।১১)

(পুং) ২ মহানস্থ-মন্থবন্ধনার্থ স্তম্ভ, পর্য্যায়—বিষ্কম্ভ, কুটর। (হেম) ৩ জনৈক প্রাচীন কবি। ৪ পশ্চিম বঙ্গবাসী পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ।

মঞ্জীর (পুং) ১ পায়ের অলঙ্কারভেদ। ২ মহান দণ্ডের আশ্রয়ীভূত স্তম্ভবিশেষ। ৩ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর। ইহার ১, ৩, ৯, ৭, ৮, ১০ ও ১২ অক্ষর গুরু; তদ্ভিন্ন লঘু।

মঞ্জীরক (পুং) মঞ্জীর ইব কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। নূপুর-ধ্বনিতুল্য ধ্বনিযুক্ত।

মঞ্জীরা (স্ত্রী) নদীভেদ।

মঞ্জু (ত্রি) মঞ্জতীতি মন্জ-শব্দে সৌত্রধাতুঃ (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৬) ইতি কু। মনোজ্ঞ, মনোহর।

"ত্যক্ত্বা গেহং রটতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম"

(পদাঙ্কদূত ১ অঃ)

মঞ্জুকুল (পুং) জনৈক বৌদ্ধযতি।

মঞ্জুকেশিন্ (পুং) মঞ্জবো মনোহরাঃ কেশাঃ সন্ত্যস্য, ইনি। শ্রীকৃষ্ণ। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ সুন্দরকেশবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্, মঞ্জুকেশিনী।

মঞ্জুগমন (ত্রি) মঞ্জু মনোহরং গমনং যস্য। সুন্দরগামী, উত্তম গমনযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। মঞ্জুগমনা, হংসী।

মঞ্জুগর্ত্ত (পুং) নেপাল রাজা। [নেপাল দেখ।]

মঞ্জুগীতি (স্ত্রী) সুমধুর গীত, মনোজ্ঞ গান। ২৯+৩০ পদযুক্ত ছন্দোভেদ।

মঞ্জুঘোষ (পুং) মঞ্জু মনোহরো ঘোষঃ শব্দঃ যস্য। ১ পূর্ব্বজিনভেদ। (ত্রিকা৽) ২ তান্ত্রিকদিগের উপাস্য দেবতা বিশেষ।

"জাড্যোন্মতিভিন্নরসৌ সংসারার্ণবতারকঃ।

শ্রীমঞ্জুঘোষো ভক্তানাং সাধকানাং সুখাবহঃ॥" (তন্ত্রসার)

মঞ্জুঘোষের পূজা করিলে জড়তা সকল বিদূরিত হয় এবং ভবসমুদ্র হইতে পার হওয়া যায়। তন্ত্রসারে পূজার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ইহার ধ্যান—

"শশধরমিব শুভ্রং খড়্গপুস্তকপাণিং

সুরুচিরমতিশান্তং পঞ্চচূড়ং কুমারম্।

পৃথুতরবরমুখ্যং পদ্মপত্রায়তাক্ষং

কুমতিদহনদক্ষং মঞ্জুঘোষং নমামি॥" (তন্ত্রসার)

স্ত্রিয়াং টাপ্। অপ্সরোবিশেষ।

মঞ্জুঘোষ, জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকল্পে চীনদেশে গমন করেন। প্রবাদ, এই মহাত্মা চীনরাজ্য হইতে নেপালে চীনদেশবাসী বৌদ্ধ লইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইনিই নেপালের উপত্যকা-প্রদেশ ভেদ করিয়া সঞ্চিত জলরাশি নিষ্কাশন দ্বারা সেই দেশ বাসোপযোগী করিয়াছিলেন। নেপালে জ্যোতীরূপ আদি বুদ্ধমন্দির স্থাপন ও ধর্ম্মাকরকে নেপাল রাজসিংহাসনে স্থাপন ইহারই কীর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। নেপালে ইনি মহাযান মতাবলম্বীদিগের দ্বারা বিশেষ সম্মানের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। মঞ্জুশ্রী গ্রন্থের প্রারম্ভে 'ওঁ নমো মঞ্জুনাথায়। জগদ্গুরুং মঞ্জুঘোষং নমো বাক্যাবচেতসা।' ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। [নেপাল দেখ]

মঞ্জুদেব, চীনদেশস্থ মঞ্জুশ্রী পর্ব্বতের* জনৈক রাজা। স্বয়ম্ভূপুরাণে লিখিত আছে,—তিনি স্বীয় বরদা ও মোক্ষদা নাম্নী পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বয়ম্ভূক্ষেত্র দর্শনে আগমন করেন। মঞ্জুদেব নেপালের হ্রদ হ্রদের কুণ্ডাকে পূর্ণ দেখিয়া স্বীয় অস্ত্র দ্বারা উপত্যকা ভূমি ভেদ করিয়া দেন। যথাক্রমে কপোতল, গন্ধবতী, মৃগস্থলী, গোকর্ণ, বরদ ও বজ্রাবতী প্রভৃতি উপত্যকার দক্ষিণ দেশ উৎপাত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি পদ্মগিরির উপরিস্থ হ্রদ কাটিয়া দেন, উহাই পরম পবিত্র উপচ্ছন্দ পীঠনামে খ্যাত, এখানে খগাননা দেবীর মন্দির অবস্থিত।

মঞ্জুদেব (পুং) মঞ্জুঘোষ, মঞ্জুশ্রী। (ত্রিকা৽)

মঞ্জুনন্দী, জনৈক প্রাচীন কবি। শীবনাদের পুত্র।

মঞ্জুনাথ, নেপালপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। ইনি মঞ্জুঘোষ ও মঞ্জুশ্রী নামেও বিঘোষিত হইয়া থাকেন।

মঞ্জুনাশী (স্ত্রী) সুন্দরী রমণী। যাহার রূপে অপর রমণীর রূপ খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়। ২ শচী ও দুর্গার নামান্তর।

মঞ্জুনেত্র (ত্রি) সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট। (পুং) সুন্দর নেত্র।

মঞ্জুপত্তন্ (স্ত্রী) মঞ্জুশ্রী প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ।

মঞ্জুপাঠক (পুং) মঞ্জু মনোহরং পঠতীতি পঠ-ণ্বুল্। ১ শুক পক্ষী। (রাজনি৽) (ত্রি) ২ সুন্দর পাঠকর্ত্তা।

মঞ্জুপ্রাণ (পুং) মঞ্জবঃ প্রাণাঃ যস্য, সকলব্যাপকত্বস্য মহাপ্রাণবায়ুস্ত্বস্মাৎ অস্য তথাত্বং। ব্রহ্মা। (জটাধর)

---

* এই পর্ব্বতের প্রাচীন নাম পঞ্চশীর্ষ শৈল। উহার এক একটী শৃঙ্গ যথাক্রমে হীরক, ইন্দ্রনীল, মরকত, মাণিক ও বৈদূর্য্যমণিখচিত। অনেকে এই পর্ব্বত আমাদের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

মঞ্জুভট্ট, অমরকোষ-টীকাপ্রণেতা।

মঞ্জুভদ্র (পুং) মঞ্জু মনোহরং ভদ্রং মঙ্গলং যস্য। জিনবিশেষ, পর্য্যায়—মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্জুঘোষ, কুমার, অষ্টারচক্রবান্, স্থিরচক্র, বজ্রধর, প্রজ্ঞাকায়, বাদিরাট্, নীলোৎপলী, মহারাজ, নীল, শার্দ্দূল-বাহন, ধিয়াম্পতি, পূর্ব্বজিন, খড়্গী, দণ্ডী, বিভূষণ, বালব্রত, পঞ্চচীর, সিংহকেলি, শিখাধর, বাগীশ্বর। (ত্রিকা॰)

মঞ্জুভাষিন্ (ত্রি) মঞ্জু ভাষতে ভাষ-ণিনি। সুন্দরভাষী, যিনি উত্তমরূপ বলেন। (স্ত্রিয়াং ঙীষ্) মঞ্জুভাষিণী। ২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"সজসা জগৌ ভবতি মঞ্জুভাষিণী" (বৃত্তরত্না॰)

এই ছন্দের ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মঞ্জুল (ক্লী) মঞ্জু মঞ্জুত্বমস্ত্যস্তেতি (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। ১ জলাকল। ২ নিকুঞ্জ। (মেদিনী) ৩ শবল। (বিশ্ব) (পুং) ৪ জলরঙ্কপক্ষী। (ত্রি) ৫ সুন্দর, মনোহর।

"মঞ্জুলং যৌবনোদ্ভেদং প্রাপ শ্রীরিব মাধবে।"

(কালিকাপুরাণ ৪৮ অ॰)

স্ত্রিয়াং টাপ্, মঞ্জুলা। ৬ নদীভেদ।

"চিত্রোপলাং চিত্ররথাং মঞ্জুলাং বাহিনীং তথা।"(ভা॰ ৯৯।৩৪)

মঞ্জুবজ্র, বৌদ্ধ দেবতাভেদ।

মঞ্জুবাদিন্ (ত্রি) মঞ্জু মনোহরং বদতি বদ-ণিনি। মনোহর বাক্যযুক্ত, মঞ্জুভাষী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

মঞ্জুশ্রী (পুং) মঞ্জুর্মনোহরা শ্রীঃ শোভা যস্য। মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা॰)

মঞ্জুশ্রী, ১ স্বয়ম্ভু-পুরাণবর্ণিত চীনদেশান্তর্গত একটী পর্ব্বত। ২ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য মঞ্জুঘোষ। তিনি ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকল্পে চীনরাজ্য পর্য্যন্ত গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি স্বীয় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নেপাল-উপত্যকায় বসবাস করিয়াছিলেন।

[নেপাল, মঞ্জুঘোষ ও মঞ্জুদেব শব্দ দেখ।]

আর্য্যগণ্ডব্যূহ, পরমার্থনামসঙ্গীত, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক সুখবতী-ব্যূহ, সুপ্রকাশ স্তব প্রভৃতি গ্রন্থে মঞ্জুশ্রীর মাহাত্ম্য, স্তব ও পূজাবিধি উক্ত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া বৌদ্ধাচার্য্য মঞ্জুশ্রী আসাম প্রদেশান্তর্গত পঞ্চশীর্ষ পর্ব্বত হইতে নেপাল রাজ্যে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাযান মতাবলম্বিগণ যে মঞ্জুশ্রীর পূজা করিয়া থাকে, তাহা কি এই, অথবা তন্ত্রগ্রন্থে মঞ্জুঘোষ বা মঞ্জুশ্রীর যে পূজাবিধির উল্লেখ আছে, তাহাও কি বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে গৃহীত?

মঞ্জুশ্রী কীর্ত্তি ভোটদেশীয় জনৈক বৌদ্ধ লামা।

মঞ্জুশ্রী প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধদিগের ধারণী বিশেষ।

মঞ্জুহাসিন্ (ত্রি) মঞ্জু মনোহরং হসতি হস-ণিনি। মধুর হাস্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মঞ্জুহাসিনী—ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—"জতৌ সজৌ গো ভবতি মঞ্জুহাসিনী" (বৃত্তরত্না॰ টীকা॰) এই ছন্দের ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মঞ্জূষা (স্ত্রী) মঞ্জূষা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মঞ্জূষা, পেটিকা, চলিত পেটরা।

'মঞ্জুষাপি চ মঞ্জূষা পেটা চ পেটিকেত্যপি।'

(শব্দরত্নাবলী)

মঞ্জুসৌরভ (ক্লী) ছন্দোভেদ।

মঞ্জুস্বর (পুং) মঞ্জুঘোষ, মঞ্জুশ্রী।

মঞ্জূষা (স্ত্রী) মজ্জতি দ্রব্যমস্যাম্, (মসজে রূষচ। উণ্ ৪।৭৭) ইতি মস্জ উষন্, রুষচ্ নচ অচোহন্ত্যাৎ পরঃ, ততো প্রশ্চুত্বে মধ্যমস্য লোপাৎ সাধুঃ। পিটক, পেটিকা, পেটরা।

"মঞ্জূষায়াং সুতং কৃত্বা সুন্দরী বাক্যমব্রবীৎ।"

(দেবীভাগ॰ ২।৬।৩৩)

২ পাষাণ। ৩ মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি॰)

মঞ্জেরী, (মুঞ্জরী) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার এরণাড় উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা॰ ১১°৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৬°৯´৫০´ পূঃ। এখানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মাপ্পিলাগণের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে তাহারা বিশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা উন্মত্ত হইয়া সেনানীসহ ইংরাজের দেশীয় সেনাদলকে নিহত করে। পরে বহু য়ুরোপীয় সৈন্যের সাহায্যে তাহাদের বিদ্রোহিতা দমন করা হইয়াছিল। এখানে প্রাচীনতত্ত্বের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কএটী গুহামন্দির ও মুক্তকুণ্ড মন্দিরের গাত্রস্থ ১৪৪১ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি উল্লেখ যোগ্য।

মঞ্জনপুর, উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। যমুনাতীরে অবস্থিত।

মঞ্জনপুরপট্টী, আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা- ২৫°৩১´১২´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮১°২৫´১২´´ পূঃ। এখানে বেণিয়া ও মুসলমানের বাস অধিক। সোমবার ও শুক্রবারে হাট বসে। ঐ হাটে নানা স্থানের জাতদ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

মট, সাদ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মটতি। লোট্ মটতু। লুঙ্ অমটীৎ, অমাটীৎ।

মটচী (স্ত্রী) মটনং মটঃ, মট—অবসাদে ভাবে অপ্, মটঃ চীয়তে প্রাপ্যতে এভিরিতি মট-চি, বাহুলকাৎ ডি, মটচি,

ততঃ ক্রদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। সর্ব্বেষামবসাদকত্বাদস্যা-স্তথাত্বং। ১ রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। ২ পাষাণবৃষ্টি।

"মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ" (ছান্দোগ্য উপ০ ১।১০।১)

মটর (দেশজ) কলায়ভেদ, ডাইল ভেদ। ভোরা মটর ও পায়রা ভেদে ইহা দুই প্রকার। এই মটরই কাঁচা অবস্থায় কলার শুঁটি নামে অভিহিত হয়। পরিণত অবস্থায় শুষ্ক হইলে ইহাকে মটর বলে। কলাই শুটীর মটর শ্বেতবর্ণের হয় এবং পায়রা মটরগুলি উহাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ও সবুজবর্ণের হইয়া থাকে।

মটরমালা (দেশজ) অলঙ্কার ভেদ। এই অলঙ্কার গলদেশে ব্যবহৃত হয়, (Necklace)।

মটরাশাড়ী (দেশজ) পট্টবস্ত্রভেদ, এক প্রকার রেশমজাত বস্ত্র।

মটস্ফটি (পুং) মটং অবসাদং স্ফটতি নিরাকরোতি স্ফট-ই। দর্পারম্ভ। (জটাধর)

মটী (দেশজ) ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রভেদ।

মট্কা (দেশজ) গৃহাদির শিরোভাগ। চলিত ঘরের মট্কা। ২ আসামের পট্টবস্ত্র ভেদ। ইহা এক প্রকার রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্র, রেশম হইতে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট সূত্র দ্বারা গরদ এঁড়ি প্রভৃতি বস্ত্র এবং খারাপ রেশম ও তুলা নির্ম্মিত সূতা দ্বারা প্রস্তুত নিকৃষ্ট বস্ত্র মট্কা নামে খ্যাত।

মটকান (দেশজ) ১ ভাঙ্গিয়া ফেলন, মুচড়িয়া ফেলন, যেমন ঘাড় মটকান। ২ আঙ্গুল মুচড়াইয়া মট্মট্ শব্দকরণ।

মটুক (দেশজ) মুকুট, কিরীট।

মটুকাধারী, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। রামাৎ, নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বিষ্ণুপাসকগণ বিশেষ বিশেষ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। যাহারা মটুকা অর্থাৎ বৃহৎ হণ্ডা স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা মটুকাধারী নামে অভিহিত। হিন্দুস্থানী সংযোগী অর্থাৎ গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা মটুকা স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করে। কখন কোন ব্যক্তি একাকী কখন বা বহুব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া ঐ মটুকা পূর্ণ করিয়া দেয়। একস্থানে থাকিয়া তাহাদের ভিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহাদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা করা বিধি নহে।

মট্টক (ক্লী) মঠতি বসত্যত্রেতি মঠ-অপ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ টাগমে সাধুঃ। গৃহের শিরোভাগ, চলিত মট্কা।

মট্টী, সহ্যাদ্রিপর্ব্বতস্থিত একটী গ্রাম। (সহ্য ২।১৫।১১)

মঠ, ১ বাস। ২ মর্দ্দন। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ বাসার্থে অক০ মর্দ্দনার্থে সক০ সেট্। লট্ মঠতি। লোট্ মঠতু। লুঙ্ অমঠীৎ, অমাঠীৎ।

মঠ, অধ্যাস। ভ্বাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্, ইদিৎ। লট্ মঠতে। লোট্ মঠতাং। লিট্ মমঠে। লুঙ্ অমঠিষ্ট।

মঠ (পুং) মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাদয়োঽত্র মঠ-অচ্। ছাত্রাদি নিলয়, যে স্থলে ছাত্রাদি অধ্যয়ন জন্য অবস্থান করে। পরিব্রাজক ও তপস্বাদির অবস্থান স্থানও মঠ নামে অভিহিত। ২ দেব-গৃহ। যিনি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, অন্তকালে তাঁহার স্বর্গ হয়। শুভদিনে মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। অকালে বা নিষিদ্ধ দিনে প্রতিষ্ঠা করিতে নাই। যে দিন মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই দিন প্রথমে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পরে প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সঙ্কল্প এইরূপ :—

"ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদ্‌গৃহোৎপাদিতসরেণুপরমাণুসমসংখ্যাব্দ-সহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ বিষ্ণু-লোকপ্রাপ্তিকামো বা মঠপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রতিষ্ঠার নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠা করিবে। এই প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব স্মৃতির মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

মঠ, ধর্ম্মাচারী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিগণের আবাসস্থান। সংসারলিপ্সা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব সাধারণতঃ যেখানে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তাহাকে মঠ (Monastery) এবং মঠবাসকে ব্রহ্মচর্য্য (Monastic life) বলা যায়। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মঠগুলি বিহার বা সঙ্ঘারাম নামে অভি-হিত। সাধারণতঃ মঠে ছাত্র বা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসিগণের বাসযোগ্য কএকখানি ঘর, তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের ইষ্টদেবমন্দির, তন্মত-প্রবর্ত্তকের সমাধি বা তন্মতাবলম্বী কোন আচার্য্যের গদি এবং ধর্ম্মশালা ও অভ্যাগত পথিক বা সন্ন্যাসিগণের বাস-যোগ্য কএকখানি ঘর থাকে। অতিথিগণ এই মঠের ব্যয়ে আহার হইয়া থাকে। প্রত্যেক মঠের ব্যয়ভার বহনের জন্য তত্তৎ ধর্ম্মাবলম্বী কোন সাধুজনের ভূমিদান থাকে, এতদ্ভিন্ন ভক্তমণ্ডলীর নিত্য প্রদত্ত উপহার দ্রব্য এবং মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যেই এক একপ্রকার মঠের সকল খরচ সঙ্কুলান হয়। মঠের অধ্যক্ষকে মোহান্ত বলে।

হিন্দুদিগের বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠ আছে। শ্রীক্ষেত্রে ঐরূপ আটটী বিভিন্ন মঠ স্থাপিত আছে। বৌদ্ধদিগের ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে ঐরূপ মঠের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ভারতের জ্যোষী মঠ এবং ব্রহ্মরাজ্যের কেয়াং-মঠগুলি প্রাচীন বৈষ্ণব ও বৌদ্ধমঠের নিদর্শন বলা যায়।

প্রথমে ইজিপ্তবাসী খৃষ্টানদিগের মধ্যে মঠবাস কল্পিত হইয়াছিল। তৎপরে মহাত্মা এন্থনি ও পল লোহিতসাগর-কূলে কোষ্ঠীর মঠের স্থাপন করেন। তদনন্তর য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণকে বিবাহ দ্বারা সংসারে লিপ্ত হইতে নাই। কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে যেরূপ নিয়মের নিষেধ নাই।

২ পক্বৌষধ। (ব্যঞ্জনবিশেষ) ৩ পক্বধাতুবস্ত বিশেষ। ইহার পাকপ্রণালী—

"সমিতা মর্দয়েৎ তক্রেণেনাপি চ মর্দয়েৎ।
তস্যাস্তু বটিকাং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্॥
এলালবঙ্গকর্পূর-মরীচাদ্যৈরলঙ্কৃতৈঃ।
মধ্যস্থিত্ত সিতাপাকে ততস্তক সমুদ্ধরেৎ॥
অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধ মঠ ইত্যভিধীয়তে।" (ভাবপ্র০)

গোধূমচূর্ণ উত্তমরূপে জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকাকার প্রস্তুত করিতে হইবে। উহাকে এলাচ, লবঙ্গ ও কর্পূরাদি মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ক্ষেপণ করিবে, পরে উহা তুলিয়া লইলে মঠ প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাকে গজা বলা যাইতে পারে। ইহার গুণ—বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, সুমধুর, গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক এবং রুচিকর। (ভাবপ্রকাশ)

মঠ (দেশজ) চিনি দ্বারা মঠাকার প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যবিশেষ।

মঠগ্রাম, সন্ধ্যাদ্রি-সান্নিধ্যে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। (সহ্য০ ২।১।২৮)

মঠপতি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলাবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা স্বভাবতই অপরিষ্কার। বাসভবনে ইহাদের আদৌ বস্ত্র নাই। নিরন্তর এরূপ অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করিয়াও ইহারা আপনাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে নাই। সকলেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায়। কৃষিকার্য্য ও গো-মহিষাদি পালন ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা নিরামিষ এবং কেহই মদ্য বা মাংস ভক্ষণ করে না।

বাসভবনের চতুষ্পার্শ্ব কদর্য্য হইলেও ইহারা আপনাপন অঙ্গশোভন করিতে জানে। অপর নিকৃষ্ট জাতির ন্যায় তাহারা কখন খাদ্য বা বস্ত্র মলিন রাখে না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অতিথিসেবাপ্রিয়। ইহারা বলিষ্ঠ, কর্ম্মপটু, নম্র ও মিতব্যয়ী। লিঙ্গায়তগণের পরিচর্য্যা তাহাদের জীবনের একটী প্রধান কর্ম্ম।

লিঙ্গায়তগণের বিবাহে ইহারা নিমন্ত্রিতদিগের আদর অভ্যর্থনা করে এবং বিবাহের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আয়োজন করে সমাধা করিয়া থাকে। লিঙ্গায়তের মৃত্যুতে ইহারা শবকে অলঙ্কৃত করিয়া মুখে বিভূতি মাখাইয়া দেয়। পরে কবর স্থানে যাইয়া পুনরায় শবের মুখ ধোয়াইয়া কবরের মধ্যে পুরিয়া দেয়। তৎপরে গর্ত্ত বোজান হইলে ইহারা পুরোহিতের পদ ধুইয়া দিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে।

বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। ইহারা সকল হিন্দু পর্ব্বই পালন করিয়া থাকে। জোতকবাসী ইহাদের মন্ত্রদাতা গুরু।

মঠবার, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ১৪০ বর্গ মাইল। এই স্থান সকল পর্ব্বত ও জঙ্গলে পূর্ণ এবং ভীললা ও ভীল জাতির বাসস্থান। এখানকার ঠাকুর রণজিৎ সিংহ উক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

মঠর (পুং) মঠ্যতে মহ্যতেহনেন্ধাতে মঠ-(কঠিসমিকাম্যঃ চিৎ। উণ্ ৫।৩০) ইতি অরশ্চিৎ ঠস্যাত্বাভাবেনঃ। মুনিবিশেষ। ২ পৌণ্ড। (উজ্জ্বল)

মঠাধিপতি (পুং) মঠস্য অধিপতিঃ। মঠের অধ্যক্ষ।

মঠায়তন (ক্লী) মঠ। সন্ন্যাসাশ্রম।

মড়্, মোদ। চুরাদি০ উভয়০ অক০ সেট্, ইদিৎ। লট্ মণ্ডয়তিতে। লোট্ মণ্ডয়তু-তাং। লুঙ্ অমমণ্ডৎ-ত।

মড়্, ভূষণ। চুরাদি০ উভয়০ পক্ষে ভ্বাদি০ পরস্মৈ সক০ সেট্, মণ্ডয়তি-তে। ভ্বাদি পক্ষে মণ্ডতি। লুঙ্ অমণ্ডীৎ।

মড়ক (পুং) মণ্ডয়তি ভূষয়তি ক্ষেত্রমিতি মড়ি (কুন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি। উণ্ ২।৩২) ইতি কুন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। শস্যভেদ, চলিত মাড়ুয়াধান। (জটাধর)

মড়ক (দেশজ) মহামারী, যে সময় বহুতর লোকের মৃত্যু হইতে থাকে।

মড়কশিরা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে মড়কশিরা তালুকের সদর কাছারি আছে। প্রবাদ, রত্নগিরি সরদার রামপ্পায় নামা জনৈক সামন্ত ১৫২০ খৃঃ অব্দে বন কাটাইয়া এই নগর স্থাপনপূর্ব্বক একটী আঞ্জনেয়ের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই স্থান অধিকার করে এবং মুরারি রাও একটী দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শোভা সম্পাদন করেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ নগর আক্রমণপূর্ব্বক এই স্থান অধিকার করে, কিন্তু দুই বৎসর মধ্যে মহারাষ্ট্রগণ পুনরায় তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা পুনরায় টিপু সুলতানের অধিকারভুক্ত হয়। শেষোক্ত বর্ষে টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর ইহা ইংরাজাধিকৃত হয়। এখানকার চোলরাজ-মন্দিরগাত্রে ৩ খানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মড়ল, (দেশজ) গ্রামের প্রধান লোক, মণ্ডল। পল্লীগ্রামে যে সকল লোক সমাজ বা অন্যান্য লোকের উপর কর্তৃত্ব করে, তাহারা মড়ল নামে খ্যাত হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই আখ্যা প্রচলিত। যথা—মড়ল, মাতব্বর।

মড়বারবিলাকম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শ্রীবিল্লিপুত্তুর তালুক নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানকার সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন শিবমন্দির সমধিক বিখ্যাত। গোপুরের কারুকার্য্য উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগাত্রে অনেকগুলি শিলালিপি আছে। স্থলপুরাণে এই দেবতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মড়া (দেশজ) মৃত, শব।

মড়াকান্না (দেশজ) মৃত্যুকালীন কান্না। লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে পুনর্লাঞ্ছনা।

মড়াঞ্চিয়া (দেশজ) মৃতবৎসা, যাহার সন্তান হইয়াই মরে।

মড়্কচা (দেশজ) গৃহচ্ছাদের উচ্চাংশ।

মড়্কা (দেশজ) ভঙ্গপ্রবণ, মড়মড়ে।

মড়ু (পুং) মড্ ইতি রৌতি মড্ড্ রৌতের্ড্ নদীবাদিত্বাৎ রেফস্য ডত্বং, মড্ডুরিতি শব্দ অব্যক্তে মন্ত্রোনিপাতো বা। বাদ্যবিশেষ, বিপুল ডমরু বাদ্য। স্বার্থে ক, মড্ডুক।

মড়্মড়্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ ভেদ, যথা মড়্মড়্ শব্দ।

মঢ়রীপুত্র শকসেন, দাক্ষিণাত্যের জনৈক নরপতি।
[শক ও সাতবাহন রাজবংশ দেখ।]

মঢ়া, উঃ পঃ প্রদেশের দেরাদুন জেলার অন্তর্গত একটী নগর। যমুনাতীরবর্ত্তী কাল্সি নগর হইতে ১২॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন মন্দিরাদি ও ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের বিশেষ আদরের জিনিস। এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে লক্ষা মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে, এই মন্দিরের উপকরণগুলি কোন সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে গৃহীত। উহার গাত্রস্থিত একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, জালন্ধররাজ চন্দ্রগুপ্তের পত্নী ঈশ্বরা এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। রাজকুমারী ঈশ্বরা সিংহপুররাজ ভাস্করের কন্যা ও কপিলবর্দ্ধন-রাজকন্যা জয়াবলীর গর্ভজাতা। ঐ শিলাফলকে সিংহপুর-রাজবংশের একাদশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। [সিংহপুর দেখ।]

মঢ়ি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে হিন্দু-মুসলমান-পূজিত শাহ রমজান, মহিসবার বা কানহোবার দর্গা প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা একটা পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। নানাস্থান হইতে হিন্দু ও মুসলমানগণ এই তীর্থে আগমন করিয়া থাকে।

এই দর্গা ও তৎসংলগ্ন কএকটী সমাধিমন্দির ব্যতীত পর্ব্বতোপরি কএকজন হিন্দু রাজা ও সামন্তের বাসভবন দৃষ্ট হয়। দর্গাভ্যন্তরস্থ রমজানের কবর একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা। এস্থান হইতে পঞ্চতবকে খালিক নিয়ে আসিলে রামজানের সাধনগৃহ। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে পিলাজী গাইকবাড় কর্তৃক নির্ম্মিত বর্ত্তমান ঈদ্গাবাড় ও মুজাবরের পূর্ব্বপুরুষের সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। উক্ত সমাধিমন্দির গাত্রে পিলাজী গাইকবাড় ও মহামাত্য চিম্নাজি সামন্তের নামযুক্ত একখানি শিলালিপি আছে। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে শিবাজীর পৌত্র শাহুরাজনির্ম্মিত (১৭৩১ খৃঃ) বার দোয়ারী। প্রবাদ, মাতা যেশুবাঈ সহ যখন তিনি মোগলশিবিরে বন্দী হন, তখন তাঁহার মাতা পুত্রের নিরাপদ প্রত্যাগমন কামনা করিয়া বারদোয়ারী স্থাপন করিতে মানস করিয়াছিলেন। শাহুর প্রাসাদের নিকটে ও দর্গা-প্রবেশের সম্মুখে নগরখানা অবস্থিত। উহার ছাদ হইতে প্রাচীন পৈঠান নগর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। বাসিমের বিখ্যাত জমিদার কান্হজি নাএক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই নগর খানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার ঘোরে দর্গার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ও দুইটা প্রবেশদ্বার এবং আহ্মদনগরের বিখ্যাত খোজা বণিক্ খাজা নবিজা অপর একটী গেট নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বিজাপুররাজ ইহার চারি পার্শ্বের মেজে পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। কোলাবার ডাউ সাহিব আঙ্গ্রিয়া এখানে একটী রৌপ্য ও পিত্তলের ঘোটক প্রদান করেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে, রামজানের পূর্ব্বনাম কান্হোবা (কানাই ?) ছিল। তিনি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে পৈঠাননগরে উপনীত হন। এখানে সাদৎআলী নামা জনৈক মুসলমান কর্তৃক তিনি ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষার পর তাঁহার শাহ রমজান নামকরণ হয়। একদিন তিনি 'মহিসবার' মহিষোপরি আরোহণ করিয়া গোদাবরী পার হইয়াছিলেন। তদবধি মুসলমান-সমাজে তাঁহার পীর শাহ রমজান মহিসবার নাম হয়, কিন্তু হিন্দুগণের নিকট কান্হোবা বলিয়াই পরিচিত।

প্রতিবৎসর ফাল্গুনী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার উদ্দেশে একটী মেলা হয়। ঐ সময়ে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সমাধিক্ষেত্রের সন্নিকটে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করিয়া অনেক ভক্ত পর্ব্বত হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। পীরের কৃপায় তাহাদের শরীরে কোনরূপ আঘাত লাগে নাই।

এই মর্ম্মর মারকার বহনের জন্ত সম্রাট্ শাহ আলম ৭৫০ বিঘা নিষ্কর ভূমি এবং মহারাজ্ঞীরাম শাহ কর্তৃক মঞ্জিদার প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত গ্রামের চতুর্থাংশ ভিন্ন অপর এক কপর্দকও মর্ম্মর মসজিদ্‌নির্ম্মাণার্থ প্রদত্ত হয় নাই।

মণি (পুং স্ত্রী) মণ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। ১ অশ্মজাতি, প্রস্তরভেদ।

"মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" (রঘু ১অ)

২ মুক্তাদি, পর্য্যায়,—রত্ন, মণি।

"মহৎ স্ত্রীষে মণিঃ পুংসি স্ত্রিয়ামপি নিগদ্যতে।
তচ্চ পাষাণতোঽন্যত্র মুক্তাদি চ ততঃ স্মৃতম্॥" (ভাবপ্র০)

ইহার গুণ,—চক্ষুর হিতকর, শীতল, লেখন, বিষঘ্ন, ধারণে পবিত্রতাকারক, পাপনাশক ও শ্রীবর্দ্ধক। মণির মধ্যে কৌস্তুভই শ্রেষ্ঠ।

ভূগর্ভনিহিত বহুমূল্য প্রস্তরই মণি নামে খ্যাত। ইহা রত্ন বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। সাধারণতঃ ঐ সকল প্রস্তরাদির মধ্যে বজ্র বা হীরক, মরকত বা পান্না, পদ্মরাগ বা চুনি, মৌক্তিক বা মুক্তা, ইন্দ্রনীল বা নীলা, বৈদূর্য্য বা লশুনিয়া, গোমেদ, বিদ্রুম বা প্রবাল ও পুষ্পরাগ বা পোখরাজ নামক নয়টী রত্নই প্রধান। এতদ্ভিন্ন অগ্নিপুরাণের ২৪ অধ্যায়ে মহানীল, শঙ্খশঙ্খ, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, স্ফটিক, পুলক, কর্কেতন, জ্যোতীরস, রাজপট্ট, রাজময়, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, গোমেদ, রুধিরাখ্য, ভল্লাতক, ধূলী, তুত্থক, সীস, পীলু, গিরিব্রজ, ভুজগমণি, বজ্রমণি, টিট্টিভ, পিণ্ড, ভ্রামর, উৎপল, ক্ষীর প্রভৃতি অনেক প্রকার রত্নের উল্লেখ আছে। রাজা মঙ্গলকার্য্যে এই সকল মণি ধারণ করিবেন। জাতি ও গুণ পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ গুণযুক্ত মণি ধারণ অথবা ধনাগারে স্থাপন বিধেয়। বিশুদ্ধ রত্ন মানব-শরীরে অশেষবিধ সুখ দান করে, এমন কি, কোন কোন রত্ন ধারণ করিলে রোগনাশ ও অদৃষ্টলক্ষ্মী প্রসন্না হন।

যে সকল মণি কুদিনে ও কুলগ্নে উৎপন্ন হয়, তাহারাই দোষান্বিত হইয়া থাকে। ঐ দোষপূর্ণ রত্নধারণে শরীরে বহুবিধ নানা অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। এই কারণে রত্ন-পরীক্ষক দ্বারা প্রথমে রত্নের আকৃতি, বর্ণ ও দোষগুণাদি পরীক্ষা করিয়া লইবে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মণিরই জাতিভেদা-নুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ সকল আবার শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা বিভেদেই পরীক্ষিত হয়।

ভারতভূমি মণির আকর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে এমন দুর্মূল্য কোন রত্নই নাই, যাহা কোনদিন-না এক-দিন ভারত হইতে সংগৃহীত হয় নাই। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটের প্রসিদ্ধ 'কোহীনুর' হীরক, শাহজাহানের ৬ লক্ষ টাকা ও মস্কটের ইমামের ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তা এবং টাবার্ণিয়ার-বর্ণিত বিজাপুররাজের ৫০ রতি ওজনের মাণিক সকলই ভারতীয় রত্ন। প্রাচীন বেদ-শাস্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারত এবং নাটকাদিতে মণির উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বয়ং নারায়ণ কৌস্তুভ মণি ধারণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জাম্ববান্-পরাজয় ও স্যমন্তক-আহরণ পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। স্যমন্তক মণিহরণের আন্দোলনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃথা কলঙ্কারোপ করা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার অপনোদন করেন। এখনও আমাদের দেশে ভাদ্র মাসে নষ্টচন্দ্র-দর্শনে পাছে বৃথা কলঙ্কভাগী হইতে হয়, এই ভয়ে লোকে স্যমন্তকহরণের কথা উল্লেখ করিয়া মাঙ্গলিক শ্রবণ করিয়া থাকে। তন্মন্ত্র যথা—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥"

পারস্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে মণির আদর ছিল। ফিনি-কীয় বণিক্‌গণ গ্রীস ও মিসররাজ্যে মণি লইয়া যাইতেন। ইজিপ্তের ধনিগণ পূর্ব্বে মস্তকে মণির মুকুট ও হস্তে অঙ্গুরীয়ক ব্যবহার করিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দে হেলেনিক-মত প্রতিষ্ঠাতা ওনোমাক্রিটস্ এবং হেরোদোতস্, প্লেতো, আরিষ্টটল্ প্রভৃতি মনস্বিগণ মণিগুণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আলেকসান্দর মণিময় অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন।

মিশর ও গ্রীসরাজ্য রোম-সাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পর, অল্পদিন মধ্যে রোম-রাজভাণ্ডার মণিপূর্ণ হইয়াছিল। সিজর ও ক্লিওপেট্রা মণি ধারণ করিতেন। খৃষ্টানদিগের দ্বাদশ ধর্ম্মদূত বক্তা (Twelve Apostles) দ্বাদশটী রত্নরূপে উক্ত হইয়া থাকেন।

১। পিটার—জাস্পার।
২। এণ্ড্রু—সেফায়ার—নীলা।
৩। জন—এমারাল্ড—পান্না।
৪। জেমস্—কেল্‌সিডোনী—পুলক।
৫। ফিলিপ—সার্ডোনিক্স—শ্বেতবর্ণ স্ফটিক।
৬। বার্থোলোমিউ—কার্ণেলিয়ান্—রুধিরাখ্য।
৭। মথিয়াস্—ক্রিসোলাইট্—উজ্জ্বল কর্কেতন।
৮। টমাস্—বেরিল—কর্কেতন।
৯। জেমস্ দি লেসার—টোপাজ—পোখরাজ।
১০। থডেউস্—ক্রিসোপ্রেজ্—সবুজ স্ফটিক।
১১। মেথিউ—এমেথিষ্ট।
১২। সিমেওন—হায়াসিন্থ—গোমেদ।

মণিকণ্ঠ, জনৈক প্রাচীন বৈয়াকরণ। ইনি কারকখণ্ডন, কারকখণ্ডনমণ্ডন, কারকবিচার ও প্রায়শ্চিত্ত নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মণিকর্ণ (পুং) কামরূপস্থিত শিবলিঙ্গভেদ। ভস্মকূটের ঈশানদিকে মণিকূট নামে এক মহাগিরি আছে, এই পর্ব্বতে স্বয়ং মহাদেব মণিকর্ণ নামক লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছেন।

"ভস্মকূটস্য চৈশান্যাং মণিকূটো মহাগিরিঃ।
মণিকর্ণো নাম হরস্তত্র তিষ্ঠতি লিঙ্গকঃ॥
স মহ্যোণাভরূপস্তু মণিকর্ণ ইতীরিতঃ।
সত্যোজাতস্য মন্ত্রেণ পূজিতব্যঃ সদা শিবঃ॥"

(কালিকাপু০ ৮১ অ০)

মণিকর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণে ভবা ইতি কর্ণ (কর্ণললাটাৎ কনলঙ্কারে। পা ৪।৩।৬৫) ইতি কন্, টাপ্, অকারস্য ইত্বং, মণিময়ী কর্ণিকা, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ, "সা বিদ্যতে যস্যেতি বা, বিষ্ণোস্তপস্তা প্রচরদর্শনাৎ বিস্মিতস্য শিবস্য মণিময়কুণ্ডলপতনাদস্যাস্তথাত্বং।" কাশীস্থিত তীর্থবিশেষ। ইহার উৎপত্তি বিবরণ কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অথাশ্চর্য্যাত্ তপসো মহোপচয়দর্শনাৎ।
যদ্দোলান্দোলিতো মৌলির্মহিশ্রবণভূষণঃ॥
তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিকা।
মণিভিঃ খচিতা রম্যা ততোঽস্ত মণিকর্ণিকা॥"

(কাশীখণ্ড ২৬ অ০)

মহাদেব বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন "হে বিষ্ণো! তোমার তপস্যার আতিশয্য দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মে, তজ্জন্য আমি মস্তক আন্দোলন করি, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র মণিসমূহখচিত মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হয়, এই কারণে ইহার নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। হে বিষ্ণো! তুমি স্বীয় চক্র দ্বারা খনন করিয়াছ বলিয়া ইহার নাম চক্রপুষ্করিণী হইয়াছে, কিন্তু অদ্য মদীয় মণিকর্ণিকা পতিত হওয়াতে ইহা অদ্য হইতে মণিকর্ণিকা নামে বিখ্যাত হইবে।"

মণিকর্ণিকায় স্নান করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হয়। সকল তীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, একমাত্র মণিকর্ণিকায় একবার মাত্র মজ্জনস্নান করিলে সেই পুণ্য সম্যক্‌প্রকারে লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি মৃত্তিকা, গোময় ও কুশাদি এবং শাস্ত্রোক্ত বারুণমন্ত্র, দূর্ব্বা ও অপামার্গ প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে এই মণিকর্ণিকায় স্নান করে, সমস্ততীর্থস্নান এবং সর্ব্বপ্রকার দান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। যদি কেহ অশ্রদ্ধায়ও যথাবিধানে মণিকর্ণিকায় স্নান করে, তাহা হইলে তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মণিকর্ণিকায় শ্রদ্ধাসহকারে যথোক্তবিধানে স্নান করিয়া তিল, কুশ ও যব প্রভৃতি দ্বারা দেব ও পিতৃতর্পণ করিলে সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের ফল লাভ হয়। শ্রদ্ধার সহিত মণিকর্ণিকায় স্নান ও তর্পণ করিয়া অষ্টাষ্ট মন্ত্র জপ করিলে সকল মন্ত্রজপের ফল লাভ হয়। মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে সকল যজ্ঞাদির ফল হয়। (কাশীখ০ ২৬ অ০)

[বিশেষ বিবরণ কাশীশব্দে দেখ।]

২ মণিময় কর্ণভূষণ।

মণিকর্ণীশ্বর (পুং) মণিকর্ণ্যা মণিকর্ণ্যাং বা ঈশ্বরঃ। কাশীস্থিত শিবলিঙ্গবিশেষ।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—কাশীযাত্রিগণ মৎস্যোদরীতে স্নানাদি করিয়া প্রথমে ওঁকারেশ্বরকে দর্শন করিবে। তৎপরে ত্রিবিষ্টপ, মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর এবং মণিকর্ণীশ্বরকে দর্শন করিবে। তৎপরে অবিমুক্তেশ্বর দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা করা বিধেয়। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে দর্শনাদি করাই উচিত, ইচ্ছানুসারে পর পর নিয়মভঙ্গ করিয়া দর্শনাদি করিলে ফলের হানি হইবে।*

মণিকর্ণেশ্বর (পুং) মণিকর্ণসংজ্ঞাখ্য ঈশ্বরঃ। কামরূপস্থিত শিবলিঙ্গবিশেষ।

"সর্ব্বতীর্থজলে স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বা চন্দ্রং সবাসবং।
মণিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুক্তিভাজনং ব্রজেৎ॥"

(কালিকাপুরাণ ৮১ অ০)

মণিকাচ (পুং) কাচবিশেষ।

মণিকানন (ক্লী) মণীনাং কাননমিব বহুমণিধারণাদস্য তথাত্বং। ১ কণ্ঠ। (শব্দরত্না০) ২ রত্নবন।

মণিকার (পুং) মণিং করোতীতি কৃ-অণ্। ১ মণিনির্ম্মিত অলঙ্কারাদিকর্ত্তা, চলিত জহরি। পর্য্যায়—বৈকটিক। (হেম) ২ কাচাদিরচিতমণিকর্ত্তা।

মণিকুট্টিকা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভা০শল্যপ০৪৭অ০)

---

* "ওঁকারং প্রথমং পশ্যেৎ মৎস্যোদর্য্যাং কৃতোদকঃ।
ত্রিবিষ্টপং মহাদেবং ততো বৈ কৃত্তিবাসসম্॥
রত্নেশ্বরাখ্যং চন্দ্রেশং কেদারঞ্চ ততো ব্রজেৎ।
ধর্ম্মেশ্বরঞ্চ বীরেশং গচ্ছেৎ কামেশ্বরং ততঃ॥
বিশ্বকর্ম্মেশ্বরঞ্চাথ মণিকর্ণীশ্বরং ততঃ।
অবিমুক্তেশ্বরং দৃষ্ট্বা ততো বিশ্বেশমর্চ্চয়েৎ॥
এষা যাত্রা প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা ক্ষেত্রবাসিভিঃ॥" (কাশীখণ্ড ১০০অ০)

মণিকুণ্ড, প্রাচীন তীর্থভেদ। (নৃসিংহপুরাণ)

মণিকুসুম (পুং) জিনভেদ।

মণিকূট (পুং) মণয়ঃ মণিময়ানি কূটানি শিখরাণি যস্য। কামরূপস্থিত একটী পর্ব্বত। জয়কূটের ঈশানদিকে মণিকূট নামে একটী মহাগিরি আছে, মণিকূট ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে লোহিতা নদী প্রবাহিত। এই মণিকূট পর্ব্বতে স্বয়ং বিষ্ণু হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং মহাদেবও মণিকর্ণ নামে লিঙ্গরূপে বিরাজমান আছেন।

"জয়কূটস্য চৈশান্যাং মণিকূটো মহাগিরিঃ।
মণিকর্ণো নাম হরস্তত্র তিষ্ঠতি লিঙ্গকঃ॥"
(কালিকাপু০ ৮১ অ০)

"মণিকূটস্যাথ গিরের্গন্ধমাদনকস্য চ।
মধ্যে প্রবতি লোহিত্যো ব্রহ্মপুত্রঃ সমাহিতঃ॥
"মণিকূটাচলে বিষ্ণুর্হয়গ্রীবস্বরূপধৃক্।
স চ ব্যাসপ্রমাণেন বিস্তারেণৈব সংস্থিতঃ॥"
(কালিকাপু০ ৮০ অ০)

মণিকৃৎ (পুং) মণিং মণিনির্ম্মিতমলঙ্কারং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুক্ চ। মণিকার, জহরি।

মণিকেতু (পুং) কেতুভেদ। (বৃহৎস০ ১১।৪৪)

মণিখনি (পুং) মণীনাং খনিঃ। মণির আকর, যে স্থলে মণির উৎপত্তি হয়।

মণিগুণনিকর (পুং) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৫টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"বসু-স্বরযতিরিহমণিগুণনিকরঃ" (বৃত্তরত্না০) এই ছন্দের প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন সমস্ত গুরু। দুই, ছয়, আট ও সাত অক্ষরে ইহার যতি।

মণিগ্রাম, বিন্ধ্যগিরিপার্শ্ববর্ত্তী পর্ণাশা নদীতীরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম।

মণিগ্রীব (পুং) মণয়ো গ্রীবায়াং কন্ধরায়াং যস্য। কুবের-পুত্র। (শব্দরত্না০) (ত্রি) ২ রত্নকণ্ঠযুক্ত।

"হিরণ্যকর্ণং মণিগ্রীবমর্ণস্তন্নো বিশ্বে" (ঋক্ ১।১২২।১৪)
'মণিগ্রীবং রত্নযুক্তগ্রীবকণ্ঠং' (সায়ণ)

মণিচূড় (পুং) ১ অনৈক বিদ্যাধর। ২ সাকেতনগরীর অনৈক অধিপতি।

মণিচূড়াবদানে লিখিত আছে,—সাকেত রাজ ব্রহ্মদত্তের এক পুত্র জন্মে। ঐ বালকের শিরোদেশে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন একটী মুকুট দেখিয়া রাজা পুত্রের নাম মণিচূড় বা রত্নচূড় রাখিলেন। রাজা মণিচূড় পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় ন্যায়পরতা ও প্রজাবৎসলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে হিমালয়ের কোন গুহামধ্যে ভব্যভূতি নামে এক সাধুতম বাস করিতেন। একদা তিনি বিচরণকালে, পদ্মদলোপরি স্থাপিতা এক অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী কুমারী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে আপন বাসগুহায় আনয়ন করেন। যোগিবর সেই কন্যার পদ্মাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। ঐ কন্যা মুনির আশ্রমে থাকিয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলে, মুনিশ্রেষ্ঠ তাহাকে মণিচূড়-রাজকরে সমর্পণ করেন, পদ্মাবতীর গর্ভে রাজার পদ্মোত্তর নামে এক পুত্র হয়।

পুত্রসহ সুখে রাজ্য পালন করিতে করিতে রাজা একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞকালে তিনি রাজকোষ মুক্ত করিয়াছিলেন। রাজার দানশীলতা পরীক্ষার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসরূপে রাজসমীপে উপনীত হইয়া নররক্তপানের পিপাসা জানাইলেন। প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে পুণ্যানুষ্ঠানকালে নরহত্যারূপ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে, ভাবিয়া রাজা স্বীয় গ্রীবাদেশ কর্ত্তন করিয়া রাক্ষসকে বলিলেন, তুমি আমার গ্রীবানিঃসৃত রক্ত পান কর। তৎপরে ঐ রাক্ষস পুনরায় রক্তপানের অভিলাষ প্রকাশ করিলে রাজা স্বীয় দেহ তাহাকে সমর্পণ করিলেন। রাজার এতাদৃশ দানে পরিতুষ্ট হইয়া দেবরাজ নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি তোমার আচরণে চমৎকৃত হইয়াছি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সসাগরা ধরণীশ্বর হও। এক্ষণে তোমার আর কি প্রার্থনীয় আছে, তাহা আমাকে বল, আমি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছি। তদুত্তরে রাজা বুদ্ধ হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। যে হেতু, তাহা মনুষ্যের মুক্তিসাধক হইতে পারে। বরলাভে সার্থকজীবন হইয়া মহারাজ মণিচূড় স্বীয় ধনরত্নাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। এমন কি, তিনি এই সময়ে স্বীয় পত্নীপুত্রও ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজার দানে প্রলুব্ধ হইয়া দুষ্প্রসহমাত্য জনৈক রাজা তাঁহার মস্তকের মণি প্রার্থনা করিয়া পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে পাঠাইলেন। রাজা সহাস্যবদনে স্বীয় মস্তক হইতে সেই মণি উৎপাটিত করিয়া দিলেন। কিন্তু দৈবপ্রসাদে তাঁহার মস্তকে পুনরায় মণি উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, পূর্ব্ব জন্মে তিনি মণিচূড় ছিলেন। এই মণি প্রাপ্তির কারণ—

এই মণিচূড় রাজা অরুণের পুত্র ছিলেন। রাজ অরুণশিখি বুদ্ধের সমাধির উপর হীরক-খচিত স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তৎপুত্র ঐ স্তূপের শিরোদেশে স্বীয় মুকুট ও মণি-

মণ্ডিত একটী স্বর্ণচ্ছত্র প্রদান করেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি পরমধ্যে মণিচূড় হইয়াছিলেন।

মণিচ্ছিদ্রা (স্ত্রী) মণেরিব ছিদ্রমস্যাঃ। ১ মেদানামক ঔষধ। ২ ঋষভাখ্য ঔষধ। (মেদিনী)

"বঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাসাতৎপরৈর্জনৈঃ।
শল্যপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা॥"
(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ০)

মণিজলা (স্ত্রী) মণিপ্রচুরং জলমস্যাঃ। নদীভেদ।
(ভারত উদ্যোগপ০ ১১ অ০)

মণিত (ক্লী) মণ্ ভাবে ক্ত। মৈথুনকালীন বাক্য।
"স্তনিতমণিতাদিসুরতে" (সাহিত্যদ০) পর্য্যায়—রতকূজিত।
"শীৎকৃতানি মণিতং করুণোক্তিঃ
স্নিগ্ধমুক্তমলমর্থবচাংসি।" (শিশুপালবধ ১০।৭৫)

মণিতারক (পুং) মণেরিব দীপ্তিমতী তারকা যস্য। সারস-পক্ষী। (রাজনি০) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

মণিত্থ (পুং) জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। বরাহমিহির ও কেশবার্ক ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাজকমণিত্থ, তাজিকগ্রন্থ ও সারাবলী নামক কয়খানি তদ্রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইঁহার গ্রীক নাম Manetho.

মণিদত্ত (পুং) জনৈক যক্ষপতি।

মণিদর্পণ (ত্রি) মণিবিমণ্ডিত দর্পণ।
"কিয়ন্তঃ কুতুকাবাসনিবাসিতা ফণাস্ত্রিয়ঃ।
চত্বারোহপুষবোহতুষবিলাসমণিদর্পণাঃ॥" (রাজত০৪।৫৯৬)

মণিদোষ (পুং) রত্নাদির অভিজাত দোষ। পরীক্ষকগণ রত্ন-পরীক্ষাদ্বারা ঐ দোষ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

মণিদ্বীপ (পুং ক্লী) মণিপ্রচুরো দ্বীপঃ। ক্ষীরসমুদ্র মধ্যে পদ্মরাগাদি মণিময় অন্তর্দ্বীপ। এই দ্বীপ ত্রিপুরসুন্দরীর বাসস্থান।
"সুধাসিন্ধোর্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতি ন চ চিদানন্দলহরীম্॥" (আনন্দলহরী)

মণিধনু (পুং) ১ মণিখচিত ধনু। ২ রাজপুত্রভেদ।

মণিধনুস্ (ক্লী) রামধনু।

মণিনন্দ, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকাটীকামণি নামক ব্যাকরণ প্রণেতা।

মণিনন্দপণ্ডিত, ব্যবহারমহোদয় নামক জ্যোতিঃশাস্ত্র-রচয়িতা।

মণিনাগ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ০ ৩৫ অ০)

মণিপদ্ম (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মণিপর্ব্বত (পুং) মণীনাং পর্ব্বতঃ। গিরিবিশেষ।
"ততোহংশুমাদিভিস্ত্রিপ্রেঙ্খদ্ভিস্তো মণিপর্ব্বতম্।
তত্র পুণ্যা বভুর্দীপ্তা হুতবংশ্যামলাঃ প্রজাঃ॥"
(হরিবং০ নরকবধাধ্যায়)

মণিপালিন্ (ত্রি) মণিং পালয়তি পালি-ইনি। ১ মণিপালক। তত্ত্ব ধর্ম্মং মণিব্যাদিকারণ্। মণিপাল তাহার ধন। মণিপালকের ধন। তত্রাপত্যং রেবত্যাদিত্বাৎ ঠক্। মণিপালিক তদপত্য।

মণিপুচ্ছী (স্ত্রী) মণিরিব পুচ্ছং যস্যাঃ ঙীষ্। মণিতুল্য পুচ্ছযুতা স্ত্রী।

মণিপুষ্পক (পুং) সহদেবের শঙ্খ।
"অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥" (গীতা ১।১৬)

মণিপুর (ক্লী) ষট্‌চক্রের অন্তর্গত নাভিমধ্যস্থ তৃতীয় চক্র।
"তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ।
মণিবদ্ভিন্নং তৎপদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে॥
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্।
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকনকারণম্॥"
(নির্ব্বাণতন্ত্র ৬ পটল)

এই পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত; ইহা মেঘ ও বিদ্যুতের ন্যায় আভাযুক্ত, মহাপ্রভান্বিত, ও তেজোময়। মণির ন্যায় এই পদ্ম ভিন্ন বলিয়া ইহার নাম মণিপুর। এই পদ্মে দশটি দল, এবং দশটি দলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত অক্ষর সকল আছে. এই পদ্ম শিব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। ইহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলে সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে।

এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে সুন্দর ও মহাপদ্ম অবস্থিত।
"এতৎ পদ্মস্যোর্দ্ধদেশে মহাপদ্মং সুশোভনম্।
দশপত্রং নীলবর্ণং সজলং ঘোররূপকম্॥" (নির্ব্বাণতন্ত্র ৬ প০)

এই পদ্মে দেবতীর্থ, ও পঙ্কজুক্ত সরোবর আছে। মুক্তিকামী ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান করিয়া থাকেন।
"মণিপূরে দেবতীর্থং পঙ্কজুক্তং সরোবরম্।
তত্র শ্রীকামলাতীর্থং স্নাতি যো মুক্তিমিচ্ছতি॥" (রুদ্রযামল)

মণীনাং পূরোহত্র। ২ কলিঙ্গমধ্যস্থ পুরভেদ।
"চিত্রাঙ্গদাং পুনর্দ্রষ্টুং মণিপূরপুরং যযৌ।" (ভারত ১।১১৮।২৩)
[কলিঙ্গ দেখ।]

মণিপুর, (পুং) উত্তরপূর্ব্ব ভারতসীমায় অবস্থিত একটী দেশীয় রাজ্য। এখন নামে দেশীয় রাজ্য বলিয়া গণ্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে ইংরাজ-শাসনাধীন। অক্ষা০ ২৩°৫০´ হইতে ২৫°৪৮´৩০″ উঃ দ্রাঘি০ ৯৩° হইতে ৯৪° ৪০´ পূঃ।

মণিপুরের উত্তরে নাগা পাহাড় ও নাগজাতির নিবাস পার্ব্বত্য বনবিভাগ, পশ্চিমে কাছাড় জেলা, পূর্ব্বে উত্তরব্রহ্ম এবং দক্ষিণে লুসাই, কুকি ও চুকি নামক বন্য জাতির নিবাসভূমি।

যে দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশ আসাম, কাছাড়, ব্রহ্ম ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, সেই পার্ব্বত্য ভূভাগের হৃদয়ে উপত্যকার উপর মণিপুর রাজ্য। সমস্ত রাজ্যের আয়তন প্রায় ৮০০০ বর্গ মাইল, ইহার মধ্যে প্রকৃত উপত্যকার অংশ প্রায় ৬৫০ বর্গ মাইল।

মণিপুরে গিরিমালা সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণমুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উত্তরাংশের উচ্চতাই অধিক, এমন কি মণিপুরের উপত্যকা হইতে চারিদিকের পথ দেখে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০০০ ফিট্ উচ্চ গিরিমালা দৃষ্ট হয়। গিরিমালা প্রায় সর্ব্বত্র অসমতল ও কোনাকার পৃথক্ হইলেও উপত্যকার কাছে অনেকটা সমতল ও কোমল বলিয়া বোধ হয়।

উপত্যকার কোলে লোগতাক্ হ্রদ সম্মুখে ও দক্ষিণভাগে প্রসারিত। এই হ্রদের দক্ষিণে পাহাড়ের ধার পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ অকর্ষিত ও তৃণজঙ্গলে পূর্ণ। উত্তর ও পূর্ব্বাংশে কতকগুলি গ্রাম দেখা যায়, তাহার উত্তরাংশে পাহাড়ের কোণে মণিপুর-রাজধানী অবস্থিত। এখানে বহুলোকের বাস ও নানা বৃক্ষসমাকীর্ণ। উত্তর ও পশ্চিম হইতে কতকগুলি নদী আসিয়া লোগ্‌তাক হ্রদে পড়িয়াছে। তন্মধ্যে একটী নদী মণিপুরের রাজধানীর ভিতর গিয়াছে।

মণিপুরের দিকে যে পাথর পাওয়া যায়, তাহা বালুপাথর ও স্লেটেরই প্রকারভেদ। কুবো উপত্যকার দিকে হরপ্রস্তর ও লোহপ্রস্তর যথেষ্ট পাওয়া যায়। মণিপুরের উত্তরাংশে যে পাথর পাওয়া যায়, তাহা খুব শক্ত ও নিরেট, তন্মধ্যে দানাদার (Granite) পাথরও দৃষ্ট হয়। মণিপুরের উত্তর পূর্ব্বে কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ভাল নহে। থোবাল ও লঙ্কেলের নিকটস্থ পাহাড়ে ছোট ছোট স্রোতস্বতীর গর্ভে লোহা পাওয়া যায়। রাজধানী হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে উপত্যকার উপর লবণকূপ আছে, সেই লবণেই মণিপুরীদিগের অভাব দূর হয়।

মণিপুর রাজ্যের মধ্যে লোগ্‌তাক হ্রদই প্রধান জলাশয়, ইহার আকার অতি বৃহৎ হইলেও বর্ষে বর্ষে ইহার আয়তন কমিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে পূর্ব্বকালে মণিপুর এক বৃহৎ হ্রদাকারে পরিণত ছিল, ক্রমে সেই জলরাশি কমিয়া আসিয়া বর্ত্তমান লোগ্‌তাক হ্রদে পরিণত হইয়াছে। জলরাশির অপর অংশ উপত্যকার নানাস্থানে এখনও বিকীর্ণ রহিয়াছে।

এখানকার উপত্যকায় তেমন বেশী নদী নাই। মণিপুর ও কাছাড়ের পাহাড়ের মধ্যে যে কএকটী নদী আছে, তন্মধ্যে জিরি, মুকু, ঘরাক্, এরঙ্গ, লেঙ্‌গ্রা ও কেজেৎসিবাক প্রধান। জিরি নদীই ইংরাজরাজ্যসীমা হইতে মণিপুরকে পৃথক্ রাখিয়াছে। ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ। ঘরাক্ নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে মুকু, এরঙ্গ ও জিপাই নদী আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মকালে এখানকার সকল নদীই হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সকল নদীতেই প্রচুর মৎস্য আছে, তন্মধ্যে ঘরাকের মৎস্যই প্রধান, ও অতি সুস্বাদু বলিয়া আদৃত।

মণিপুর পাহাড়ে নাগেশ্বর, কাঞ্চন, তুন, দেবদারু ও সুন্দরী বৃক্ষ জন্মে, এই বৃক্ষের কাষ্ঠ অনেকের ব্যবহারে লাগে। উত্তরাংশে যথেষ্ট বাঁশ ঝাড় দেখা যায়।

এখানকার অধিত্যকা ও উপত্যকায় নানা জাতীয় শস্য ও তরিতরকারী জন্মিয়া থাকে। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য ও মণিপুরীদিগের প্রধান খাদ্য।

উপত্যকায় বন্য পশু বড় দেখা যায় না, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে বহু সংখ্যক দলবদ্ধ হস্তী, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বনবিড়াল ও ভল্লুক দৃষ্ট হয়। এখানে নানাজাতীয় হরিণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এখানকার থাংজাল হরিণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে পাহাড়েই কেবল গণ্ডার, বন্য মহিষ ও বন্য গো দেখা যায়। মণিপুরের টাট্টুঘোড়া প্রসিদ্ধ। বন্যশূকর, খরগোস, উল্লুক ও লাঙ্গুর নামে এক শ্রেণীর বানর নানা স্থানে বিচরণ করে। সাধারণ পক্ষিসমূহের অভাব নাই, পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে এক প্রকার বৃহৎ কাল রাজপক্ষী দৃষ্ট হয়।

মণিপুরে তেমন বিষধর সর্প নাই, তবে দক্ষিণাঞ্চলে জঙ্গলে বৃহদাকার পাহাড়ী যোড়া আছে। অন্যান্য স্থানেও নানা জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্প রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা বিশেষ অনিষ্টকর নহে। তবে থুনাজ্ নামে এক প্রকার সর্প আছে, তাহার উপর মণিপুরীদিগের যথেষ্ট ভয়। বাঁশঝাড়ে এই সাপের বাস। কেহ অনিষ্ট করিলে অতি উচ্চ হইতে লাফাইয়া সেই ব্যক্তির গলা জড়াইয়া ধরে। ইহার দংশনে অনেক সময়ে প্রাণসংশয় ঘটে।

ইতিহাস।—বঙ্গে কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, মহাভারতে যে মণিপুরের উল্লেখ আছে, যেখানে অর্জ্জুনের সহিত তৎপুত্র বভ্রুবাহনের সংগ্রাম হইয়াছিল, এই সেই মণিপুর। কিন্তু এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। বাস্তবিক

মহাভারতীয় মণিপুরের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া অনেকেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম্ সাহেব মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডলপুরের উত্তরে অবস্থিত মণিপুরকেই চেদিরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ও মহাভারতীয় মণিপুর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।* আবার কেহ কেহ মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী মাইলাপুরকে প্রাচীন মণিপুর বলিয়া মনে করেন। ডাক্তার কপার্ট মাদ্রাজের মহুরা হইতে ৭½ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত বর্ত্তমান মণলূর গ্রামকে মহাভারতীয় মণিপুর বলিয়া স্থির করিয়াছেন।† আবার অযোধ্যা প্রদেশে সীতাপুর জেলায় প্রবাদ আছে যে, সীতাপুরের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে মনুয়া নামে এক বৃহৎ গ্রাম আছে, ইহাই প্রাচীন মণিপুর, এখানে অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হইয়াছিল।‡

উপরোক্ত কোন মণিপুর মহাভারতের সময় ছিল না, আধুনিক অলীক প্রবাদে নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাভারত হইতে জানা যায় যে, মণিপুর কলিঙ্গাধিপ চিত্রাঙ্গদার পিতার রাজধানী এবং সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

(ভারত ১।২১৬ অ०)

কিন্তু উপরে যে সকল মণিপুরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোনটীই কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া কোন কালে গণ্য ছিল না। আমরা কলিঙ্গ শব্দে প্রমাণ করিয়াছি যে বর্ত্তমান গঞ্জাম্ জেলায় চিকাকোলের নিকট যে মনুরু বন্দর আছে, তাহাই কলিঙ্গরাজধানী মহাভারতীয় মণিপুর।

[কলিঙ্গ দেখ।]

বর্ত্তমান মণিপুর রাজ্য কিছুদিন পূর্ব্বে মণিপুর নামে খ্যাত ছিল না। ব্রহ্মদিগের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, এই স্থান পূর্ব্বে কাশী বা কাথি নামে খ্যাত ছিল, এখনও ব্রহ্মবাসিগণ কাসে বা কথে নামেই এই স্থানের উল্লেখ করিয়া থাকে। পামহেবা নামে এক নাগারাজ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার রাজা হন এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীর মণিপুর নাম রক্ষা করেন।

বাস্তবিক মণিপুর ও মণিপুরীদিগের প্রাচীন ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। মণিপুরীদিগের চেহারা দেখিলেই ইহাদিগকে মোঙ্গলীয় বলিয়া মনে হয়, সেই সঙ্গে যে আর্য্যরক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পোঙ্গের শানরাজের শাসকরূপে প্রথমে এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পোঙ্গাধিপ কোথা এখানকার মণিপুরী সর্দ্দারকে আপন প্রিয় শাসকরূপে প্রথম রাজটীকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর ইতিহাসে এই ভূভাগের কোন কথা নাই। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নাগাসর্দ্দার পামহেবা এখানকার রাজা হইলেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মগ্রহণের পরে তাঁহার নাম হইল গরীব নবাজ। তাঁহার প্রজাগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া সকলে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সেই পর্য্যন্ত মণিপুরিগণ বর্ণধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের কঠোর অনুশাসনসমূহ মানিয়া চলিতেছে।

গরীব নবাজ কএকবার ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ব্রহ্মসৈন্য মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিল। মণিপুরপতি জয়সিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করেন, তদুপলক্ষে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মণিপুরপতির সহিত ইংরাজরাজের এক সন্ধি স্থাপিত হয়। মণিপুরের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আবার তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত ব্রহ্মরাজের যুদ্ধ বাধিলে ব্রহ্মসৈন্য কাছাড়, আসাম ও মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিল। সে সময়ে মণিপুরপতি গম্ভীরসিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবার বৃটীশ গবর্মেণ্ট মণিপুরপতির সাহায্যার্থ একদল সিপাহী ও কএকজন গোলন্দাজ সৈন্য কাছাড়ে পাঠাইয়া দেন এবং ইংরাজ-সেনানায়কের অধীনে শিক্ষিত মণিপুরী সেনাদল গঠিত হইল। ব্রহ্মসৈন্য মণিপুর হইতে বিতাড়িত এবং সেই সঙ্গে কুবো উপত্যকা হইতে নিংথি নদীতীর পর্য্যন্ত মণিপুররাজ্যের পূর্ব্বসীমাভুক্ত হইল। এখানে শানজাতি আসিয়া বাস করিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময় মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মণিপুর শান্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী ছিল।

গম্ভীর সিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তির বয়ঃক্রম একবর্ষ মাত্র, তাঁহার খুল্লতাত (গরীব নবাজের প্রপৌত্র) নরসিংহ রাজ্যের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট ব্রহ্মরাজকে কুবো উপত্যকা ছাড়িয়া দিলেন, তৎপরিবর্ত্তে মণিপুররাজকে বার্ষিক ৬৫০০ টাকা দিতে সম্মত হন। এই সময়ে মণিপুর রাজ্যের নূতন সীমা অবধারিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত মণিপুর রাজ্যের পরস্পর সংবাদ আদানার্থ একজন পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত

* Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol XVII. p. 70.

† Madras Journal for 1879, p. 311.

‡ A. Fuhrer's Monumental Antiquitiese Inscriptions in the N. W. P. and Oudh, p. 289.

হন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নরসিংহের প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়। রাজমাতা সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া পুত্রকে লইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আসেন। এখন নরসিংহই প্রকৃত রাজা হইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ (তাঁহার মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত তিনি রাজা ছিলেন।

নরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মণিপুরপতি বলিয়া গণ্য হইলেন। কিন্তু তিন মাস না যাইতে যাইতে প্রকৃত উত্তরাধিকারী চন্দ্রকীর্ত্তি সসৈন্যে মণিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবেন্দ্র সিংহ কাছাড়ে পলাইয়া গেলেন। এখন চন্দ্রকীর্ত্তিই রাজা হইলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকেও মণিপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, বৈমাত্রেয়গণের গৃহবিবাদে তিনি সদাই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু বহু ষড়যন্ত্র ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াও কেহই চন্দ্রকীর্ত্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নাগাযুদ্ধকালে চন্দ্রকীর্ত্তি ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। নাগারা যখন ইংরাজের, কোহিমা দুর্গ আক্রমণ করে, সে সময়ে চন্দ্রকীর্ত্তি সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজদিগের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সেজন্য তাঁহাকে কে, সি. এস্. আই উপাধি দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ও চন্দ্রকীর্ত্তির সৈন্যগণ ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে ৯ পুত্র জন্মে, এক পক্ষে শূরচন্দ্র প্রভৃতি ৫ জন, অপর পক্ষে কুলচন্দ্র, টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি ৪ জন। শূরচন্দ্রই প্রথমে পৈতৃক সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বৈমাত্রেয়গণের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া ইংরাজের আশ্রয়ে কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। শূরচন্দ্রের নির্ব্বাসন ঘটিলে কুলচন্দ্র নামে রাজা ও টীকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি হইলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে টিকেন্দ্রজিৎ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। কুলচন্দ্রকেও বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এদিকে শূরচন্দ্র কলিকাতায় বড়লাটের নিকট রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির আশায় দরখাস্ত করিলেন। বড়লাট তাঁহাকে কোন আশা দিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আসামের চিফ্ কমিসনর কুইণ্টন সাহেব বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গিয়া একদল গোর্খা সৈন্য লইয়া মণিপুর যাত্রা করিলেন।

কুইণ্টন পলিটিকাল্ এজেণ্টের প্রাসাদে এক দরবার আহ্বান করিলেন। বড়লাট সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, মণিপুরে সে কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। পাছে নিজে বন্দী হন, সেই ভয়ে কুলচন্দ্র ইংরাজ দরবারে উপস্থিত হইলেন না। কুইণ্টন্ টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্য কুলচন্দ্রকে জানাইলেন। এ সময়ে টীকেন্দ্রজিতের যথেষ্ট প্রভাব, তাঁহাকে কুলচন্দ্র যথেষ্ট ভয় করিয়া চলিতেন, কাজেই তিনি চিফ্ কমিসনারের আদেশ পালন করিতে পারিলেন না।

কুইণ্টনের আদেশে কর্ণেল স্কীন্ গোর্খা সৈন্য লইয়া রাজবাটী আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই মণিপুরী সৈন্য প্রস্তুত ছিল। বহু সংখ্যক মণিপুরীর নিকট অল্প সংখ্যক ইংরাজসৈন্য সহজেই পরাস্ত হইল। পলিটিকাল এজেণ্টেরও প্রাসাদ লুষ্ঠিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণ বন্দী হইলেন।

শীঘ্রই কলিকাতায় ইংরাজবিপত্তির সংবাদ আসিল। তিনদিক্ হইতে বৃটীশ সৈন্য প্রবল বেগে মণিপুরে গিয়া পড়িল। সে ভীমবেগ মণিপুরিগণ সহ্য করিতে পারিল না। কুলচন্দ্র ও টীকেন্দ্রজিৎ বন্দী হইলেন। ইংরাজের বিচারে টীকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজরাজ মণিপুর রাজবংশীয় এক বালককে সিংহাসনে বসাইলেন, তিনিই এখন নামে মাত্র রাজা। আর ভূতপূর্ব্ব রাজমহিলাগণ এখন পথের ভিখারিণী।

পথ ঘাট।—কাছাড় হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত পথ আছে। ১৮৩২ সালে ব্রহ্মসমর শেষ করিবার পর, ইংরাজ গবর্মেণ্ট ভবিষ্যৎ সেনাচালনার ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য, এই পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত পথটি ইংরাজের তত্ত্বাবধানে থাকে; পরে মণিপুর-রাজের হাতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। পথটী সম্প্রতি সংস্কৃত হইয়াছে; এই পথেই যাওয়া আসা চলিতেছে। সৈন্যচালনার পক্ষে এই পথই প্রশস্ত। মণিপুর হইতে ইহারই উত্তরদিক্ দিয়া আর একটী পথ কাছাড় পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এ পথে কিন্তু চলাফিরা কম। দিল্ল মণিপুররাজ্যের উপত্যকার উপর দিয়া আরও অনেক পথ গিয়াছে; তাহাতেই অতর্কাগিরা চলিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল পথ কাঁচা। উপত্যকার চারিদিকে নদী; পুল সেতু অনেক স্থলেই প্রস্তুত করিতে হয়। সেই জন্যই পথ প্রস্তুত করিবার পক্ষে কিছু অসুবিধা। নদীগুলি কিন্তু সবই সংকীর্ণ। নাগা-প্রদেশে কোহিমা নামক স্থানে ইংরাজের যে ছাউনী আছে, তাহার ১৮ মাইল দূর দিয়া, মণিপুরের দিকে আর একটী পথ গিয়াছে। ব্রহ্মের দিকে তামুর পথ;—এ পথ নূতন এবং উঁচুনীচু।

ব্যবসায় বাণিজ্য।— মণিপুরের বহির্বাণিজ্য অধিক নহে। জলপথ না থাকিলে ত আর দেশের জিনিস বিদেশে চালাইবার সুবিধা হয় না। বহির্বাণিজ্য সুচারুরূপে চলিতে পারে, এমন স্থলপথও নাই; এখনও ত মণিপুর পর্য্যন্ত রেল হয় নাই। কিন্তু সে পক্ষে ক্রমেই সুযোগ হইয়া আসিতেছে; আর বড় অধিক দিন বিলম্ব করিতে হইবে না। অন্তর্বাণিজ্য যেমন চলা উচিত, সেইরূপই আছে। স্থানে স্থানে হাট আছে; হাটের উপযুক্ত ঘাট বাটও না আছে এমন নহে। মণিপুরে নাকি স্ত্রী-স্বাধীনতাটা খুবই আছে। তাই হাটে বাটে রমণীদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়। হাটে মাছ-তর-কারী কাপড় চোপড় মিঠাইাদি বেচা কিনা হইয়া থাকে। চাউল ঘরে ঘরেই মজুত থাকে; সকলেরই চাষ আবাদ আছে।

কেনা-বেচা—বিনিময়ে এবং মুদ্রাযোগে চলিয়া থাকে। মণিপুরের টাকশালে একপ্রকার ক্ষুদ্র তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহার ছয়টায় আমাদের এক পয়সা। তাম্রের ও রজতের সকল প্রকার রৌপ্যমুদ্রাই মণিপুরে চলিয়া থাকে।

কাছাড় হইতে নানা দ্রব্য মণিপুরে গিয়া থাকে। তাহার মধ্যে সুপারি, কালিকো কাপড়, বনাত, পিত্তলের বাসন, তামাক, গন্ধমসলা, মদ্য তন্ত্র, পশমী কাপড় এইগুলিই প্রধান। বিলাতী দ্রব্যও কাছাড় দিয়া মণিপুরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মণিপুর হইতে অন্যত্র যায় টাটুঘোড়া, মণিপুরী কাপড়, রেশম, বেত, মম, চা-বীজ, হস্তিদন্ত, এবং বংশীবটের নির্য্যাসরূপ রবার। মণিপুর হইতে নাগাপ্রদেশের দিকে যায় টাটু, লৌহ, মদ্য, লবণ, কাপড়; আর সে সকল হইতে মণিপুরে আসে পিত্তলের বাসন ও কএক প্রকার রক্তবর্ণ প্রস্তরমণি, মম, সর্ষপাদি তৈল শস্য, তুলা এবং বস্ত্র। চারিদিগের পার্ব্বত্য-জাতিও দ্রব্যজাত মণিপুরে লইয়া আইসে।

জাতি ও ধর্ম্ম।—মণিপুর এখন হিন্দুর রাজ্য। হিন্দুর ভিতর জাতিভেদ আছে। শুনিতে পাই, মণিপুরী হিন্দুরা ৮ জাতিতে বিভক্ত, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরই সংখ্যা এবং সম্মান অধিক। এখানকার নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্যদিগের পার্ব্বত্যধর্ম্ম, কিন্তু তাহারাও অনেকাংশে হিন্দু, সকলেই দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। কুকি প্রভৃতিও হিন্দুধর্ম্মেরই অনুসরণ করে। মণিপুরের ভদ্রসম্প্রদায়ে এখন হিন্দুধর্ম্মের বৈষ্ণব-শাখাই প্রচলিত; রাজবংশ বৈষ্ণব। নবদ্বীপের গোস্বামী ঠাকুরেরা গিয়া মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সজীব করিয়াছেন।

আচার ব্যবহার।—সম্ভ্রান্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার হিন্দুবৎ বিশুদ্ধ। নীচ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ততটা বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। মণিপুরে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে; কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত নীচসম্প্রদায়েই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষা ও শিক্ষা।—নবদ্বীপের গোস্বামী মহাশয়েরা যে অবধি মন্ত্রগুরু হইয়াছেন, সেই অবধি বঙ্গভাষার ও বঙ্গা-ক্ষরের আদর হইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষিত মণিপুরী-দিগের শ্রদ্ধা আছে; শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থের খুবই আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্ব্বত্যজাতির ভাষা স্বতন্ত্র। নাগাসম্প্রদায়ের নাগাভাষা, কুকিসম্প্রদায়ের কুকিভাষা; কিন্তু দুই ভাষারই অনেক গোলা-মূল আছে। রাজধানীতে একটী ইংরাজিধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পলিটিকেল এজেন্ট সাহেবই উহার প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু মণিপুরে এখনও বিলাতী বিদ্যার আদর বা আধিপত্য হয় নাই।

রাজস্ব।—মণিপুর রাজ্যের রাজস্ব বড় অধিক নহে। ধান চাউলেই অনেকে রাজস্ব দিয়া থাকে; কিন্তু আজ কাল মুদ্রারও চলন হইয়াছে। তাম্রের ও রজতের রৌপ্যমুদ্রাও মণিপুরে চলিয়া থাকে। মণিপুর রাজ্যে শস্যাদিতে কত টাকার রাজস্ব আদায় হয়, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু দেখা যায়, মুদ্রায় আদায় হয় বৎসর ৩০ হাজার টাকার অধিক নহে। খরচ পত্রও অধিক নহে। রাজকর্ম্মচারীরা সরকারী জমি জমাত ভোগ দখল করিয়া থাকেন।

আদালত।—মণিপুরে দুইটী বড় আদালত আছে; একটী সাধারণ, অপরটী সামরিক। সাধারণ বিচারালয়ে সাধারণ প্রজার মামলা মোকদ্দমা হইয়া থাকে। ইহার নাম চিরাপ। চিরাপ বা সাধারণ বিচারালয়ে ১৩ জন প্রবীণ বিচারপতি থাকেন; সকলেই রাজার নিয়োজিত।

সামরিক বিচারালয়ে ৮ জন প্রবীণ বিচারপতি অধিবেশন করিয়া থাকেন, সকলেই উচ্চপদস্থ সেনানী। এ আদালতে শুদ্ধ সৈনিকদিগেরই বিচার হইয়া থাকে।

শুদ্ধ নারীজাতির জন্য একটী স্বতন্ত্র আদালত আছে, ইহার নাম পাজা। পত্নীপীড়ক পতিদিগকে এই আদালতে যাইতে হয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকদিগকেও এই আদালতের বিচারাধীন হইতে হয়। স্ত্রীলোকের অন্যান্য বিচারও এখানে হইয়া থাকে। কিন্তু গুরুতর মামলায় সাধারণ আদালতে অর্থাৎ ঐ চিরাপে আপীল হইয়া থাকে।

গো-মেষাদি লইয়া বিবাদ বিসংবাদ হইলে, বা অন্যরূপ সামান্য বিবাদ ঘটিলে, একেবারে বড় আদালতে আনা সকল বা সুবিধাজনক নহে; সুতরাং অনেকগুলি ছোট আদালতও

রাখিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া মণিপুরে পঞ্চায়ত প্রণালীরও আদর আছে। পঞ্চায়তেও অনেক মোকদ্দমার মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু পঞ্চায়তগুলি শুদ্ধ বিবাদ মিটাইয়াই নিশ্চিন্ত নহে। পল্লীমধ্যে কাহারও দুঃখের দশা হইলে, রোগ ব্যাধি হইলে, পঞ্চায়তকে সাহায্য করিতে হয়; অসমর্থ অসম্পন্ন লোকের মৃত্যু হইলে, দাহসংস্কারাদিরও আয়োজন করিয়া দিতে হয়।

বিচারপ্রথা ও পঞ্চায়তপ্রণালী অতীব প্রশংসনীয়। চৈত্র দুঃখ মণিপুরে বড়ই কম। বিলাসে সামর্থ্য নাই থাকুক, অন্নাভাবে প্রায় কাহাকেও মরিতে হয় না; তদ্রূপ কষ্ট পাইতেও হয় না। রাজধানীতে একটী কারাগার আছে—তাহাতে শতাবধি বন্দী থাকিতে পারে; কিন্তু একপ ক্ষুদ্র কারাগারও অনেক সময় খালি পড়িয়া থাকে। মণিপুরের বিচারে কারাদণ্ড অপেক্ষা বেত্রদণ্ডেরই প্রথার আধিক্য।

সৈন্য-সামন্ত।—মণিপুর ক্ষুদ্ররাজ্য; নিম্ন মণিপুর উপত্যকায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজারের অধিক লোক নাই। পাহাড়ী বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া দুই লক্ষ ২১ হাজার। মণিপুর চারিদিকেই পর্ব্বতপ্রাচীরে বেষ্টিত; পথ ঘাট অধিক নাই। নাগা কুকি প্রভৃতির অভিযান হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। বৃটীশ-চমূর গতিরোধ করিতে পারে, এমন সেনা মণিপুরে কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারে না। আর, ইংরাজই বা অধিক সৈন্য রাখিতে দিবেন কেন? সুতরাং মণিপুরে আছে ৫।৬ হাজার পদাতি সৈন্য, ৫০০ আন্দাজ গোলন্দাজ বা কামানী সৈন্য, আর ৫০০ আন্দাজ তুরুকসওয়ার সৈন্য। হণ্টর বলেন, ইহা ছাড়া ৭০০ আন্দাজ তুকিপল্টন আছে।

কিন্তু মণিপুরীরা বীর, সাহসী এবং যুদ্ধপটু। ভাল না থাকুক একরূপ যুদ্ধ করিতে অনেকেই পারে। বন্দুক বারুদেরও উহারা রহস্য জানে। ইংরাজের কাছেও মণিপুররাজ মধ্যে মধ্যে বন্দুক ও দুই একটা কামান উপহার পাইয়াছিলেন। তথাপি মণিপুরে অস্ত্রবল অতি দুর্ব্বল; যোদ্ধৃবলও প্রবল নহে।

মণিপ্রদীপ (পুং) মণিময়ঃ প্রদীপঃ। মণিময় দীপ।

"যত্র স্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ।
মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ॥"
(ভাগবত ৪।৯।৬২)

মণিপ্রভা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

মণিবন্ধ (পুং) মণির্বধ্যতে যত্র, অধিকরণে ঘঞ্। প্রকোষ্ঠ ও পাণির সন্ধিস্থান, চলিত কব্জা, পর্য্যায়—মণি, করগ্রাহ, করগ্রন্থিক। (শব্দরত্না°)

"মণিবন্ধৈর্নিগূঢ়ৈশ্চ সুশ্লিষ্টৈস্তম্ভসন্ধিভিঃ।
নৃপো হীনৈঃ করচ্ছেদৈঃ সশব্দৈশ্চ নবর্জ্জিতাঃ॥" (বৃহৎস° ৬৮অ°)

২ সৈন্ধব লবণাকার পর্ব্বতভেদ।

মণিবন্ধন (স্ত্রী) করগ্রন্থি।

"সা যদা শকলীকৃতা বিশীর্ণমণিবন্ধনা॥" (মহানাটক)।

মণিবীজ (পুং) মণিরিব দর্শনীয়ং বীজং যস্য। দাড়িমবৃক্ষ।

মণিবেগম, বাঙ্গালার নবাব মীরজাফরের প্রধানা মহিষী। সিরাজ্ উদ্দৌলার বিবাহকালে মহা ধুমধাম হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু নর্ত্তকী পশ্চিম হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে মণিবেগম ও বব্বু বেগম এই দুইজন রূপে গুণে প্রধান ছিল; মীরজাফর এই দুই জনকেই আপনার অন্তঃপুরে রাখিয়া ছিলেন। ক্রমে মণিবেগম বুদ্ধিবলে ও রূপগুণে মীরজাফরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব হইলে এই মণিবেগমই তাঁহার প্রধানা বেগম হইয়াছিল।

এই মণিবেগমের গর্ভে মীরজাফরের কএকটি পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে নজম্ উদ্দৌলা ও সইফ্ উদ্দৌলা কিছু দিনের জন্য নবাবী পদ ভোগ করিয়াছিলেন।

নজম্ উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় সহোদর মসনদে বসিলেন, তাঁহার মাতা মণিবেগমের হস্তেই কর্ত্তৃত্ব পড়িল। নবাব মীরজাফরের গুপ্ত অর্থভাণ্ডার তাহার হস্তে পড়িয়াছিল। সে জন্য তাহার প্রতাপও বৃদ্ধি হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বসন্তরোগে সইফ্ উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে বব্বু বেগমের গর্ভজাত (মীরজাফরের চতুর্থ পুত্র) দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক মোবারক্ উদ্দৌলা নবাব হইলেন। তাঁহার বিমাতা মণিবেগম অভিভাবিকা নিযুক্ত হইল। এই সময়ে নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস 'রাজা গৌড়পৎ' উপাধি সহ নবাবের দেওয়ান হইলেন। তৎপরে নন্দকুমারের ফাঁসি এবং মণিবেগম ও রাজা গুরুদাসকে স্ব স্ব পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। একে একে ইংরাজ কোম্পানী নবাবগণের সকল অধিকার গ্রাস করিলেন। মণিবেগমও ইংরাজ কোম্পানীর নিকট নানা রূপে লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

মণিভদ্র (পুং) মণিবৎ ভদ্রং, যদ্বা মণিভির্ভদ্রমস্য, মণিমুক্তাদি ধনাধিক্যাদস্য তথাত্বং। জিনদিগের মধ্যে পুরুষবিশেষ. পর্য্যায়—যক্ষল, পূর্ণভদ্র, যক্ষেন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ প্রধান যক্ষভেদ।

"যক্ষো যাং মানুষীং মর্ত্যাং ন পশ্যামি মহাবনে।
তথা মে যক্ষরাড়দ্য মাণিভদ্রঃ প্রসীদতু॥" (ভারত ৩।৬৪।১২৭)

৩ একজন প্রাচীন কবি। কবিতাবলী গ্রন্থে ইহাঁর কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মণিভদ্রক (পুং) ১জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব) ২নাগভেদ।

মণিভব (পুং) ধান্য বৃক্ষভেদ।

মণিভিত্তি (স্ত্রী) ১ রত্নাদির উপর নির্ম্মিত ভিত্তি। ২ অনন্ত-নাগের আলয়।

মণিভূ (স্ত্রী) মণীনাং ভূঃ, ভূমিঃ আকরঃ। ১ মণিভূমি। খনি। ২ রত্নাদির অধিকারী।

মণিভূমি (স্ত্রী) মণীনাং ভূমিঃ আকরঃ মণিময়ী ভূমিরিতি বা। রত্নের খনি, পর্য্যায়—ভূমিন। (শব্দরত্না°) ২ হিমালয়স্থ একটী পুণ্যক্ষেত্র। স্কন্দপুরাণের হিমবৎখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। (হিমবৎ ৮।১০৭)

মণিভূমিকা (স্ত্রী) কৃত্রিম পুত্রিকা।

মণিমঙ্গল, মাদ্রাজ প্রদেশে চেঙ্গলপট্ট জেলার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীর দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে গোপুরযুক্ত একটী সুন্দর ও প্রাচীন মন্দির আছে। তাহার আকৃতি অনেকটা মহাবলিপুরের সহদেব-রথের মত। ইহার অনুকরণে বৌদ্ধ চৈত্যগুহা প্রস্তুত হইয়াছে।

মণিমঞ্জরী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"ইযাবৈঃ ভাং বত নর প্রবলাঃ কীর্ত্তিতা মণিমঞ্জরী" (বৃত্তরত্না°)

এই ছন্দের ১, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৫ ও ১৬ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মণিমণ্ডন, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা, গোপতির পুত্র।

(মহাদ্রি ৩৩।১৭)

মণিমণ্ডপ (পুং) মণিময়ঃ মণ্ডপঃ। রত্নময় গৃহ।

"মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং নমামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥"

(তন্ত্রোক্ত বগলাস্তোত্র)

মণিমৎ (ত্রি) মণিরস্ত্যস্যেতি মতুপ্। ১ মণিবিশিষ্ট, রত্নভূষিত। (পুং) ২ নাগবিশেষ। (ভারত ২।৯ অ°) ৩ রাক্ষসবিশেষ, এই রাক্ষস কুবেরের সখা।

"সখা বৈশ্রবণস্যাসীন্মণিমান্ নাম রাক্ষসঃ।" (ভারত ৩।১৬০।৫৭)

৪ পশ্চিমস্থিত দেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪।২০) দ্বিয়াং ঙীপ্। ৫ পুরভেদ।

"ইন্দ্রলো নাম দৈত্যেন্দ্র আসীৎ কৌরবনন্দন।
মণিমত্যাং পুরী পূর্ব্বং বাতাপিস্তস্য চানুজঃ॥" (ভারত ৩।৯৬।৪)

মণিমধ্য (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ৯টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"ভাস্করণিমধ্যং চেদ্ভসগাঃ" (ছন্দোম°)

এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মণিমন্থ (ক্লী) মণিরিব মথ্যতে ইতি মণি-মন্থ-কর্ম্মণি, ঘঞ্। সৈন্ধব লবণ। (রাজনি°) মণয়ঃ মথ্যন্তে উপলভ্যন্তে যস্মাৎ উপলব্ধিঅর্থা পৃষদ্বে আত্মাস্তেতি মন্থ-অধিকরণাদৌ ঘঞ্। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

"মণিমন্থেন শৈলেন দৈব পূজ্য সম্পূজিতো যথা।"

(ভারত ১৩।১৮।৩৩)

মণিময় (ত্রি) মণি স্বরূপে ময়ট্। মণিস্বরূপ।

মণিমহেশ (পুং) তীর্থক্ষেত্রভেদ। (মণিকর্ণেশ)

মণিমাজরা, পঞ্জাব প্রদেশের অম্বালা জেলার একটী নগর। অম্বালা সহর হইতে ২০ মাইল উত্তরে পর্ব্বতের পাদদেশের নিকট অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৪২′৪৮″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৫৩′৪৮″ পূঃ।

শিখ অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই নগরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মোগল সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার সময় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে গরীব দাস নামে একজন শিখসর্দার ৮৪ খানি গ্রাম অধিকার করিয়া মণিমাজরায় প্রধান আড্ডা করেন। তাঁহার পিতা মুসলমানের অধীনে এই ৮৪ গ্রামের তহশীলদার ছিলেন। গরীবদাস পরে পিঞ্জোরদুর্গ অধিকার করিয়া আপনার অধিকার-সীমা বৃদ্ধি করেন। পাতিয়ালার রাজা অল্পদিন পরেই ঐ দুর্গ কাড়িয়া লয়েন। গরীবের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপাল সিংহ ১৮০৯ ও পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধের সময় বৃটিশ গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করায় রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বংশের শেষ রাজা ভগবানদাস বার্ষিক প্রায় ত্রিশহাজার টাকার জায়গীর ভোগ করিতেন, তাহার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি বৃটিশ গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন।

মণিমাজরার নিকট মনসাদেবীর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এই দেবীর সমক্ষে প্রতি বর্ষে একটী মেলা হয়, তাহাতে এখানকার রাজার যথেষ্ট লাভ হইত। এখানে বাঁশের জিনিস, গাঁজা, পর্ব্বতজাত আদা ও গরম মসলার ব্যবসা হয়।

মণিমালা (স্ত্রী) মণি-নির্ম্মিতা মালা শাকপার্থিবাদিবৎসমাসঃ। ১ হার। ২ দন্তক্ষত বিশেষ। (মেদিনী°) মণিনির্ম্মিতা মালা যস্যাঃ। ৩ লক্ষ্মী। (শব্দর°) ৪ দীপ্তি। (শব্দমালা) ৫ ছন্দো-ভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"তৌ তৌ মণিমালাভিরামগৃহবক্তুঃ" (ছন্দোম॰)
এই ছন্দের ৩, ৪, ৭, ৯, ১০ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মণিয়া (দেশজ) ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। (Fringilla Amandava) ইহারা দেখিতে চড়ুই পক্ষীর ন্যায় ক্ষুদ্রাকার কিন্তু গাত্রবর্ণে নানা রূপ দেখা যায়। কাহারও গাত্র সম্পূর্ণ লাল, কোন কোনটী লাল বিন্দুযুক্ত। কাহারও ঠোঁট কাল, কাহারও বা লাল হইয়া থাকে। ইহারা মৃদুমধুর স্বরে কলরব করিয়া থাকে। অনেক শৌখীন ব্যক্তি ইহাদের শোভা ও সুমধুর ধ্বনি শুনিবার জন্য একটী বৃহদাকার খাঁচায় অনেকগুলি মণিয়া পাখী পুষিয়া রাখে।

মণিমিশ্র, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি ভারতের রচনা করেন। ২ বৃত্তদর্পণপ্রণেতা।

মণিমুক্তা (স্ত্রী) নদীভেদ।

মণিমেখল (ত্রি) মণ্ডহারবিমণ্ডিত।

মণিমেঘ, (পুং) পর্ব্বতভেদ। ভারতের দক্ষিণভাগে অবস্থিত জনপদভেদ।
(মার্কণ্ডেয়পু॰ ৫৮ অঃ)

মণিয়ার, উঃ পঃ প্রদেশের বালিয়া জেলার একটী নগর। ঘর্ঘরা নদীর দক্ষিণকূলে, বাঁসদি হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৫° ৫৯´ ১২´´ উঃ, দ্রাঘি॰ ৮৪° ১৩´ ৩৮´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে জমিদারগণের সুবৃহৎ বাটী ছিল, এখন সে সমস্ত বিধ্বস্ত। সেই ধ্বংসাবশেষ স্তূপের উপর বর্ত্তমান গৃহবাটিকাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। জেলার মধ্যে এই স্থানেই শস্যবিক্রয়ের প্রধান হাট আছে। চিনি ও কাপড়ের সামান্য ব্যবসা চলে।

মণিয়ারী, মধ্যপ্রদেশে দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। লোমি পাহাড় হইতে বাহির হইয়া ৭০ মাইল আসিয়া শিওনাথে পতিত হইয়াছে।

মণিরঙ্গ, কাশ্মীর রাজ্যের একটী গিরিসঙ্কট। অক্ষা॰ ৩১° ৫৭´ উঃ, দ্রাঘি॰ ৭৮° ২৫´ পূঃ। কুনাবর হইতে চিরতুষারাবৃত সাবর নদীর উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত এই গিরিসঙ্কট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৮ হাজার ফিট্ উচ্চ হইবে। বর্ষ মধ্যে চারিমাস কাল এই পথ দিয়া যাতায়াত চলে।

মণিরেণ (পুং) পর্ব্বতভেদ।

মণিরত (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

মণিরত্ন (স্ত্রী) রত্নস্তম্ভ।

মণিরত্নময় (ত্রি) নানা রত্নযুক্ত।

মণিরত্নবৎ (ত্রি) মণিরত্নসদৃশ।

মণিরথ (পুং) ১ মণিময় রথ। ২ বোধিসত্ত্বভেদ।

মণিরাগ (স্ত্রী) মণেরিব রাগঃ বর্ণো যস্য। হিঙ্গুল। (পুং) মণেঃ রাগঃ। ২ মণির বর্ণ।

মণিরাজ (পুং) মণীনাং রাজা, রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্ ইতি টচ্। মণীন্দ্র, শ্রেষ্ঠমণি, উত্তমরত্ন।

মণিরাম, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কএকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ১ ভগবন্নামমালা নামক বৈষ্ণব গ্রন্থকার। ২ ভক্তিলহরীপ্রণেতা। ৩ বৃত্তরত্নাবলীরচয়িতা। ৪ শোকমগ্রগ্রন্থকার। ৫ নীলকণ্ঠের পুত্র, ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বস্তুসংগ্রহরচয়িতা রচনা করেন। ৬ একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার, রামচন্দ্রের পুত্র ও রামরামের পৌত্র। ইনি কাব্যপ্রকাশের ও কাদম্বরীবিলাসটীকা প্রণয়ন করেন।

মণিরাম দীক্ষিত, একজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত, গঙ্গারামের পুত্র ও শিবরাম শর্ম্মার পৌত্র। ইনি রাজা অনুপসিংহের আদেশে অনুপবিলাস বা ধর্ম্মাম্বুধি নামে ধর্ম্মশাস্ত্র, অনুপব্যবহারসাগর নামে জ্যোতিঃশাস্ত্র, এবং আচারম্বর, সময়মত্র ও কৃত্তিবংশের নামে কএকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন।

মণিরামপুর, হুগলী জেলার একটী নগর, এখানে কএকঘর বর্দ্ধিষ্ণু লোক এবং অনেক মৎস্যজীবির বাস। বারাকপুরের নিকট অবস্থিত। এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

মণিরোহিণী, নেপালের মহক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী তীর্থ।

মণিলিঙ্গেশ্বর, মহক্ষেত্রে অষ্ট বীতরাগ লোকের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধনার্থ অবস্থান করিতেছেন, তন্মধ্যে এই মণিলিঙ্গেশ্বর একটী।

মণিল (ত্রি) মণি-সিধ্মাদিত্বাদস্ত্যর্থে লচ্। মণিযুক্ত।

মণিব (পুং) মণি-অস্ত্যর্থে ব। ১ নাগভেদ। (পাণিনি)

মণিবণিক, মণিকার বা সাহারী—নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানবাসী জাতিবিশেষ। পূর্ব্বে এই জাতি অনেক স্থানে 'মণিবণিক' বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন ইহারা রত্নাদির কার্য্য করিত। কালক্রমে ইহারা ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করে। এই জাতি সকলেই হিন্দু। ইহাদিগের আচার ব্যবহার অনেকটা নবশাখদিগের মত। নবশাখের সহিত ইহাদের জল প্রচলন ও হুকা ব্যবহার স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। নবদ্বীপের অনেক রাজা ইহাদিগকে উৎকল হইতে আনয়ন করেন। এই জাতি "সাহারি" বলিয়াও অভিহিত হইত। চলিত ভাষায় লাক্ষাকে 'লাহা' বলে। ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান 'লাহা' হেতু 'শাঁখারি', 'কাঁসারি' শব্দের ন্যায় 'লাহারি' ব্যবহৃত হইত। এখনও অনেক পশ্চিমাঞ্চলবাসী ইহাদিগকে 'লাহার' বলিয়া

সম্বোধন করেন। এই 'শাহার' কিম্বা 'শাহারি'র অপভ্রংশে এক্ষণে 'চুরি' ব্যবহৃত হইতেছে। বেহারের জোলাদের একটী শাখা চুরি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এখন এই জাতি প্রধানতঃ লাক্ষাব্যবসায়ী। লাক্ষা হইতে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বাহির হয়, লাক্ষারস ও জতু; সাধারণতঃ লোকে 'লা' ও 'গালা' বলিয়া থাকে। লাক্ষারস গাঢ় লোহিতবর্ণ। দ্রব্যবিশেষ মিশ্রণে প্রস্তুত তুলাখণ্ড, লাক্ষারসে সিক্ত করিলে আল্‌তা প্রস্তুত হয়। প্রক্রিয়া বিশেষে জতুই গালারূপ ধারণ করে এবং ইহাতেই স্ত্রীলোক-দিগের হস্তাভরণ (চুড়ি) নির্ম্মিত হয়। আল্‌তা, গালা ও চুড়ি এই তিন পদার্থ লইয়া এই জাতির ব্যবসায় চলে। সর্ব্ব-প্রথমে আল্‌তা ও গালার ব্যবসা হইতেই এই জাতির উপ-জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। কালক্রমে কয়েকটী কারণে ইহার অবনতি হওয়ায় গালা হইতে চুড়ি, নানাবিধ বল, খেল্‌না, জীব জন্তু প্রভৃতি নির্ম্মাণ এক্ষণে উপজীব্য ব্যবসায় হইয়াছে।

এই ব্যবসায় অতি সামান্য মূলধনসাপেক্ষ এবং সহজসাধ্য। মূলধনের তুলনায় ইহা অধিক লাভজনক দেখিয়া ক্রমে ক্রমে অপরাপর কয়েক জাতি এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছে। এখনও বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় এই শ্রেণীভুক্ত কোন কোন জাতি এই ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সাধারণতঃ দরিদ্র মুসলমান জাতি যথাসাধ্য মূলধন লইয়া এই জাতির নিকট হইতে চুড়ি ক্রয় করিয়া থাকে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনেক স্থলেই এই বিক্রেতাদিগকেই 'চুড়ি' উপাধি দিতেন। ইহারাই অনেক দিন পর্য্যন্ত এই চুড়ি বিক্রয়সংস্রবে চুড়িনির্ম্মাণপ্রণালী কথঞ্চিৎ শিক্ষা করে। ইহারাই বোধ হয় বেহারের জোলাদের একটী শাখা ও 'চুড়ি' বলিয়া গণ্য।

মণিবণিকেরা দোল দুর্গোৎসবাদি হিন্দু পর্ব্বাদি যথারীতি করিয়া থাকে। বর্ণসাধবাজক ব্রাহ্মণগণ এই জাতির পৌরো-হিত্য করেন।

শান্তিপুর, বাগনাপাড়া প্রভৃতি গ্রামের গোস্বামিগণই এই জাতির গুরুস্থানীয়। উপসম্প্রদায় ভেদে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও উপাধি দৃষ্ট হয়।

গোত্র যথা—ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, ভৃগু, অব্যয় ইত্যাদি।

উপাধি যথা—সেন, দাস, হালদার, কর, চন্দ্র, দে, খাঁই ও প্রামাণিক।

এই জাতি প্রধানতঃ বৈষ্ণব ও শাক্ত এই দুই সম্প্রদায়াবলম্বী। উভয় সম্প্রদায়ই পূজা, আহ্নিক, মালাসেবা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মাচারিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

মণিবাল (পুং) মণিমিব শুভ্রত্বাৎ বালঃ কেশোঽস্য। ঋষি-দৈবত্য পশুভেদ। (শুক্ল যজু° ২৪।৩)

মণিবাহন (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১।৬৩ অ°)

মণিশৃঙ্গ (পুং) মণিময়ঃ শৃঙ্গঃ। মণিময় শৃঙ্গ।

মণিশৈল (পুং) মন্দরাচলের পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বতভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫০ অ°)

মণিশ্যাম (পুং) ইন্দ্রনীলমণি।

মণিসর (পুং) মণিভিঃ ব্রিয়তে গম্যতে প্রাপ্যতে ইতি ভাবঃ, সৃ-কর্ম্মণি অপ্। মুক্তাহার, মণিখচিত হার।

"ঘটয়তি সঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরুষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে॥"
(গীতগোবিন্দ ৭ স°)

মণিসূত্র (ক্লী) মুক্তামালা।

মণিসোপান (ক্লী) মণিময় সোপান, রত্নসোপান।

মণিস্কন্ধ (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭ অ°)

মণিস্তম্ভ (পুং) মণিময়ঃ স্তম্ভঃ। মণিময় স্তম্ভ, মণিনির্ম্মিত স্তম্ভ।

"সর্ব্বকামদুঘং দিব্যং সর্ব্বরত্নসমন্বিতম্।
সর্ব্বর্ত্তুপচয়োদর্কং মণিস্তম্ভৈরুপস্কৃতম্॥" (ভাগ° ৭।১৫।৭২)

মণিস্রজ (স্ত্রী) মণিমালা।

মণিহর্ম্ম্য (ক্লী) মণিময় হর্ম্ম্য, মণিনির্ম্মিত গৃহ।

মণিহার, উঃ পঃ প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। টিন্ প্রভৃতি পাত্রে কাচ বসাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা মণিকার অর্থাৎ হীরকাদি মূল্যবান্ প্রস্তর বসাইয়া যাহারা অলঙ্কার প্রস্তুত করে, তাহাদের অনু-করণজীবী বলিয়াই এরূপ নামানুকরণ করিয়াছে। চুড়ী-হার হইতে ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চুড়ী প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। মুসলমান ও হিন্দু ভেদে এই জাতি দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মুসলমানগণ সকলেই সুন্নী, গাজিমিঞা ও পাঁচপীর ইহাদের প্রধান উপাস্য। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম রবিবার ও সবিবরাতের দিন ইহারা ঐ পীরদ্বয়ের পূজায় নানা উৎসব করিয়া থাকে। মুসলমানগণ ১৩০টী থাকে বিভক্ত।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মণিহারগণ হিন্দুর সকল দেবদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্। ইহাদের মধ্যে অযোধ্যাবাসী, অগ্রহারী, বাইসবার, বক্সরবার, বচ্ছগোত্র, চৌহান, হাড়িয়া, জলবরদার, জুয়ারা, খাটবাল, ঘোষোর, মাণহার, মথুরিয়া, রামানন্দী, রেওয়া, সাগর, সনাঢ্য, শাসগড় ও তবর নামে ১৯টী থাক প্রচলিত আছে।

মণিহারী, বাঙ্গালার পূর্ণিয়াজেলার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম।

যাবনাল বা জনার) মণ্ডগুণ—শ্লেষ্ম ও বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, মূত্রবর্দ্ধক ও গ্রাহক। রক্তশালি-মণ্ডগুণ—মধুর, গ্রাহী, শীতল, প্রমেহ ও অশ্মরীরোগনাশক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক। শ্বেততণ্ডুল-মণ্ডগুণ—মধুর, শীতল, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মকর, শোথনাশক; অশ্মরী ও মেহরোগে বিশেষ উপকারক ও বায়ুবর্দ্ধক। যব-মণ্ডগুণ—কষায়, গ্রাহী ও বিপাকী। গোধূম-মণ্ডগুণ—কষায়, গ্রাহক ও পাচক, মধুর ও পিত্তনাশক। কোদ্রব-মণ্ডগুণ—গ্লানি ও মূর্চ্ছাকর এবং লঘু। মুদগাদিমণ্ডগুণ—বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তকারক, ক্ষীণর, শুক্র ও প্রভৃতির প্রভৃতি রোগজনক, গ্লানি, মূর্চ্ছাকর ও লঘু।

(হারীত ১ম স্থান ২১ অধ্যায় মণ্ডবর্গ।)

জ্বরাদি রোগে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে প্রথমে মণ্ড দেওয়া আবশ্যক। সকল প্রকার মণ্ডের মধ্যে লাজমণ্ডই বিশেষ উপকারী। কেবল শূলরোগে যবের মণ্ডই প্রশস্ত।

মণ্ডক (পুং) মণ্ডেন কৃতঃ ইতি মণ্ড সংজ্ঞায়াং কন্। পিষ্টক-বিশেষ, চলিত মাঁড়া। প্রস্তুত প্রণালী—

"গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ॥
বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দ্দয়েৎ।
হস্তচালনয়া তস্যা লোপ্ত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ॥
অধোমুখঘটস্যেতদ্বিস্তৃতং প্রক্ষিপেদ্বহিঃ।
মৃদুনা বহ্নিনা সাধ্যঃ সিদ্ধো মণ্ডক উচ্যতে॥
দুগ্ধেন সাজ্যখণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েদ্বুধঃ।
অথবা সিতমাংসেন সতক্রকাঞ্জিকেন বা॥"

(ভাবপ্রকাশ)

শ্বেতগোধূম কুটিয়া শুকাইতে হইবে, পরে প্রোক্ষণ করিয়া যন্ত্রে পেষণানন্তর চালিয়া লইবে। ইহার নাম সমিতা অর্থাৎ ময়দা। এই ময়দা জল দ্বারা তরল করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে এবং হস্ত চালনা দ্বারা তাহার লোপ্ত্রী অর্থাৎ লেচী সম্যক্ রূপে প্রসারিত করিবে। তৎপরে উহা একটী অধোমুখ ঘটের উপরি বিস্তারিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে এই মণ্ডক প্রস্তুত হয়। এই মণ্ডক দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড়াদি ইক্ষুবিকারের সহিত অথবা সতক্র সুসিদ্ধ মাংস ও কাঁজিকের সহিত ভক্ষণ করিতে হইবে। ইহার গুণ—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, মধুর, বিপাক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

২ মাধবীলতা। (ভাবপ্র০) ৩ শীতাম বিশেষ। ইহা আবার ৬ প্রকার যথা—জলপ্রিয়, কলাপ, কমল, মুক্তার, মুক্তল ও বালক।

"জলপ্রিয়ঃ কলাপশ্চ কমলঃ মুক্তরতথা।
মুক্তলো বালকশ্চেতি মণ্ডকাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
জলপ্রিয়ো হংসতালে মধুমধ্যো যদা গুরুঃ।
উনবিংশত্যক্ষরৈর্যুক্তো মধ্যে বীরে ন বর্ত্ততে॥"

(সঙ্গীত দামোদর)

মণ্ডন (ক্লী) মণ্ড্যতেঽনেন ইতি মডি ভূষে করণে ল্যুট্। ভূষণ, অলঙ্করণ।

"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" (শকুন্তলা ১ অ০)

(পুং) ২ অলঙ্কারক, অলঙ্কারিষ্ণু। ৩ প্রসিদ্ধ মীমাংসকভেদ, মণ্ডন মিশ্র।

"শিষ্যপ্রশিষ্যৈরুপশোভমানমবেহি তন্মণ্ডনমিশ্রধাম॥"

(শঙ্করবিজয়)

মণ্ডনকবি, উপসর্গমণ্ডন, কবিকল্পদ্রুমটীকা, শাব্দতরঙ্গিণী প্রভৃতি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থকার।

মণ্ডনগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরিজেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। বাণকোট সমুদ্রখাড়ি হইতে ৬ ক্রোশ দেশাভ্যন্তরে মণ্ডনগড় গিরির উপর অবস্থিত। এই গিরিদুর্গ ভিন্ন মণ্ডনগড় পর্ব্বতে পার্কোট ও বাণ নামক আরও দুইটী দুর্গ আছে। শুনা যায়, ঐ দুর্গত্রয়ের মধ্যে মণ্ডনগড় মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজী কর্ত্তৃক, পার্কোট হাব্‌সি কর্ত্তৃক এবং বাণ আঙ্গ্রিয়া কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের গঠনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে উহাদিগকে তদপেক্ষা আরও প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়।

মণ্ডনমিশ্র, শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইনি বহু শিষ্য লইয়া গৃহস্থ ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। শঙ্করবিজয়ে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য ইঁহাকে জয় করিবার জন্য ইঁহার গৃহ সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৃহ সমুখে মণ্ডনমিশ্রের কএকজন দাসী অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণ্ডনমিশ্রের বাড়ী কোথায় বলিতে পার"? তাহারা উত্তর করিল, 'জীবেশ্বরের ঐক্য ও ভেদাভেদ, শব্দার্থসংপ্রত্যয়ধাতুগণ, স্নানাদি বিধি প্রতিপাদিত কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, যজ্ঞাদি রাজবিধান, বৈদলৌকিক, কাপালিক, বৈষ্ণব, শৈব, গাণেশ, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদীর উক্তি, আকর্ষণ উচ্চাটনাদি সিদ্ধ মন্ত্র যাহার দ্বারদেশস্থ কুলায়স্থিত শুকপক্ষীও স্পষ্ট বলিতে পারে, তাহাই মণ্ডনমিশ্রের বাড়ী।' শঙ্করাচার্য্য সন্ধান পাইলেন, দেখিলেন মণ্ডনের গৃহদ্বার কপাট-বদ্ধ। তিনি প্রাণায়াম প্রভাবে শূন্যমার্গ দিয়া মণ্ডনের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মণ্ডনমিশ্র শ্রাদ্ধপ্রাপ্ত বিপ্রদেবগণের সেবা করিয়া আসন

বাক্যে দর্ভাক্তপ্রোক্ষণ করিতেছেন। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের শরব্য মণ্ডনই দেখিলেন। পরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। মণ্ডন অনেক কটু কথা বলিলেন। এক ব্যাস তাঁহার ভবনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিয়া দিলেন, 'এ ব্যক্তি সামান্য নহেন, পাদ্য দিয়া পূজা কর।' মণ্ডন তদনুসারে পাদ্য দিলেন। 'তোমার সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক করিতে আসিয়াছি', এই বলিয়া শঙ্কর নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন। যথাবিধি পিতৃকার্য্যসমাপন ও ভোজনান্তে মণ্ডন শাস্ত্রালাপ করিতে শঙ্করের সম্মুখীন হইলেন। কথা হইল যে, যদি তর্কে মণ্ডন পরাজিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসী হইবেন, আর শঙ্কর যদি হারেন, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম ছাড়িয়া গৃহী হইবেন। মণ্ডনমিশ্রের পত্নী সাক্ষাৎ সরস্বতী-স্বরূপা সরসবাণী মধ্যস্থা হইলেন। ঘোরতর তর্ক চলিল। অবশেষে সরসবাণী পতিকে জানাইলেন, "নাথ! আপনারই পরাজয় হইয়াছে, এখন আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করুন।" তখন মণ্ডনমিশ্র শঙ্করের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার উপদেশে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে চলিলেন। (শঙ্করবিজয় ৫৬) সন্ন্যাস গ্রহণের পর মণ্ডনমিশ্র বিশ্বরূপ ও সুরেশ্বরাচার্য্য নামে খ্যাত হইলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ইনি আপস্তম্বীয় মণ্ডনকারিকা, ভাবনাবিবেক ও কাশীমোক্ষনির্ণয় রচনা করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি তৈত্তিরীয়শ্রুতিবার্ত্তিক, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, পঞ্চীকরণবার্ত্তিক, বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বার্ত্তিক, ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যবার্ত্তিক, মানসোল্লাস বা দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রবার্ত্তিক, লঘুবার্ত্তিক, বার্ত্তিকসার ও বার্ত্তিকসারসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দার্শনিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মণ্ডনমিশ্র সাহিত্যরসপোষিন্, একজন বিখ্যাত শাব্দিক। ইনি নানার্থশব্দানুশাসন নামে সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন।

মণ্ডনসূত্রধার, একজন প্রসিদ্ধ বাস্তুশাস্ত্রবিৎ। ইঁহার পিতার নাম শ্রীক্ষেত্র। ইনি মেবারপতি রাণাকুম্ভের আশ্রয় লাভ করেন। তাঁহারই উৎসাহে ইনি রাজবল্লভমণ্ডন নামে একখানি বৃহৎ সংস্কৃত বাস্তুশাস্ত্র, এতদ্ভিন্ন দেবতামূর্ত্তিপ্রকরণ, প্রাসাদমণ্ডন ও রূপমণ্ডন নামে বাস্তুশাস্ত্রসম্বন্ধীয় কএকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মণ্ডপ (পুং ক্লী) মণ্ডি-ভাবে ঘঞ্, মণ্ড, মণ্ডং পাতি পা-ক। জনবিশ্রামস্থান, পর্য্যায়—জনাশ্রয়। (অমর)

"গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ।
কুর্য্যাত্ত মণ্ডপং-রম্যং শতস্তম্ভং মনোহরম্॥" (দেবীভা° ২।১১।৫০)

দেবাদি-যুক্ত দেশ। যথা—চণ্ডীমণ্ডপ, দুর্গামণ্ডপ ইত্যাদি। মণ্ডপ শব্দের সাধারণ অর্থ গৃহ। দেবতার উদ্দেশে যে গৃহ হয়, তাহা দেবগৃহ বা দেবমণ্ডপ নামে খ্যাত।

(মাকোষা), মঠ, সঙ্ঘারাম, পূজার দালান বা মন্দিরাদির সম্মুখে উচ্চ বেদীর ন্যায় যে চতুষ্কোণ ভূমিভাগ, তাহাই মণ্ডপ নামে খ্যাত। সাধারণতঃ ঐ সকল স্থান ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত; স্তম্ভরাজিই উহার প্রধান আশ্রয়। কোন কোন দেবমন্দিরের মণ্ডপের কার্য্য এতই শিল্পচাতুর্য্যময় যে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

মণ্ডপে একমাত্র পবিত্র দ্রব্যই রক্ষণীয়। হিন্দু দেবমন্দিরাদির সম্মুখস্থ মণ্ডপে সাধুগণ বসিয়া পূজাহোমাদি সম্পাদন করেন এবং কখন কখন দেবোপভোগ্য দ্রব্যাদি তথায় রাখিয়া দেবতার উদ্দেশে ভোগ দিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ মঠ বা বিহার-সংলগ্ন মণ্ডপে কেবলমাত্র যতিদিগের পাঠযোগ্য পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত থাকে। শ্রমণ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মণ্ডপে বসিয়া সর্ব্বসমক্ষে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে এই মণ্ডপ প্রায় প্যাগোদার আকারে নির্ম্মিত হয়। উহার ছাদের উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর থাকে। প্রত্যেক তলের ঘর গুলি ক্রমশঃই নিম্নতলের গৃহাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি হয়। এই জন্য চূড়াদেশ স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উচ্চচূড় প্যাগোদা মন্দিরে পরিণত হয়। এই মণ্ডপগৃহের প্রথম তলের মধ্যভাগে যে উচ্চ স্থান থাকে, তাহাই প্রকৃত মণ্ডপ বা বেদী। ঐ বেদীর উপর বসিয়া পুরোহিত শাস্ত্রালাপ করিতে থাকেন এবং ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে নিম্নে মাদুর বিছাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সিংহলদেশে পূর্ণিমা রজনীতে মণ্ডপে বসিয়া শাস্ত্রপাঠ একটী উৎসব মধ্যে গণ্য।

শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত মণ্ডপে আরও একটী নূতন ধরণের ক্রীড়া হইয়া থাকে। সিংহলে কখন কখন নারিকেল-পত্র ও লতাপাতা দিয়া একটী গোলক ধাঁধার ন্যায় নিকুঞ্জ প্রস্তুত হয়। প্রবেশপথ হইতে নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে আসিতে হইলে অনেক কুটিলপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কখন কখন বা সেই পথের স্থানে স্থানে দাগ কাটিয়া অপদেবতাগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সর্ব্বশেষ ঘরে বুদ্ধের বাসভবন বা অবস্থান-মণ্ডপ নিরূপিত হয়, বৌদ্ধগণ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই বুদ্ধমণ্ডপে আসিতে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করে এবং নানাস্থলে এক একটী অপদেবের অধিকারসীমা অতিক্রম করিয়া সে ধীরে ধীরে বুদ্ধমণ্ডপে অগ্রসর

হয়। মণ্ডপের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াই সে মূর্চ্ছা বা দশা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবের উদ্দেশ্য যে, বৃদ্ধকে শান্ত করিতে হইলে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ও কষ্ট স্বীকার আবশ্যক।

অপরাজিতাপৃচ্ছা নামক বাস্তুশাস্ত্রের পঞ্চবিংশসূত্রে মণ্ডপের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রাসাদ নির্মাণ বিষয়ে যে প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণতঃ মণ্ডপও তদনুসারেই নির্মাণ করা বিধেয়। যদি ইহা অপেক্ষাও বড় করিতে হয়, তবে প্রাসাদপ্রমাণের এক পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিগুণ পর্য্যন্ত অধিক করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় করা নিষিদ্ধ।*

বাসুদেবপ্রমুখ পণ্ডিতগণ মণ্ডপের পাঁচ সাত প্রকার প্রমাণসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য বাস্তু-বেদিগণের মতে মণ্ডপ প্রাসাদের তুল্য পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা এক পাদ অধিক করাই সঙ্গত। ইহার উচ্ছ্রয় পাঁচ হাতের অধিক যথাসম্ভব করিতে হইবে। স্থানান্তরে নয় হাত, দশ হাত, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ হস্ত পর্য্যন্ত ইহার উচ্ছ্রয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমান দেশে চতুরস্র সূত্র ফেলিয়া বিহিত ভাগ অনুসারে স্তম্ভাদি রোপণ করিতে হইবে। স্তম্ভ-রোপণান্তে অন্যান্য উপাদান দ্বারা সুন্দরভাবে মণ্ডপ নির্মাণ সম্পন্ন করিয়া অন্ততঃ ইহার অর্দ্ধ পরিমিত স্থান একটী চন্দ্রাতপ দ্বারা শোভিত করিয়া রাখিবে। ইহার অলিন্দ ও প্রত্যালিন্দগুলিও চন্দ্রাতপে শোভিত করা বিধি। মণ্ডপের ঘট্কা পাঁচটী হইবে। ঘটিকায় এক একটী ঘণ্টা লম্বিত করিয়া দিবার নিয়ম আছে। কিন্তু তাহা ঘট্কা হইতে উচ্চে বা নীচে দেওয়া নিষিদ্ধ। প্রাসাদের ন্যায় মণ্ডপও স্বীয় স্বীয় বাস-ভবনের সম্মুখে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠভাবে নির্মাণ করা বিধেয়।

এতদ্ভিন্ন অপরাজিতাপৃচ্ছার ষড়্বিংশ সূত্রে ভগবান্ উশনা কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান, স্বস্তিক, গরুড়, সুনন্দক, সর্ব্বতোভদ্র, কৈলাস, ইন্দ্রনীল ও মহোত্তর নামক আটবিধ মণ্ডপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।† বাহুল্য ভয়ে তাহার ভেদাদি বিবৃত হইল না।

মণ্ডং পিবতি পা-ক। (ত্রি) ৩ মণ্ডপায়ী, যিনি মণ্ডপান করেন।

* "অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানাঞ্চ লক্ষণং।
প্রাসাদস্য প্রমাণেন মণ্ডপং কারয়েদ্ বুধঃ॥
সমং সপাদমর্দ্ধং বা পাদোনদ্বয়মেব চ।
দ্বিগুণং বাথ কর্ত্তব্যমত ঊর্দ্ধং ন কারয়েৎ॥"
(অপরাজিতাপৃচ্ছা ৬১৫ শ্লোক)

† "বর্দ্ধমানস্বস্তিকাখ্যা গরুড়ঃ সুনন্দকঃ।
সর্ব্বতোভদ্র কৈলাসেন্দ্রনীলমহোত্তরাঃ॥"
(অপরাজিতাপৃ° ২৬ সূ)

মণ্ডপক্ষেত্র (ক্লী) পবিত্র স্থান।

মণ্ডপপুর, মাণ্ডুর প্রাচীন নাম। [মাণ্ডু দেখ।]

মণ্ডপা (স্ত্রী) মণ্ডপ-টাপ্। নিষ্পাবী, চলিত শীম। (রাজনি°) ইহার 'মণ্ডপী' পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

মণ্ডপারোহ (পুং) মুখালি। (রাজনি°)

মণ্ডপী (দেশজ) যে সকল লোক পূজার সময় দুর্গামণ্ডপে কাজ করে, তাহাদিগকে 'মণ্ডপী' কহে। (স্ত্রী) ২ ক্ষুদ্র পত্রোপোদকী, ক্ষুদ্রপত্র পুঁইশাক। (রাজনি°)

মণ্ডপূল (স্ত্রী) আজানু পর্য্যন্ত যুক্তিযুক্তা।

মণ্ডময় (ত্রি) মণ্ড-স্বরূপে ময়ট্। মণ্ডস্বরূপ।

মণ্ডযন্ত্র (পুং) মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি মণ্ডি-(তৃভূবহিবলি-ভাসিসাধিগড়িমণ্ডিজিনন্দিভ্যশ্চ। উণ্ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্, স চ কিৎ। ১ অস্ত্র। ২ বহুলজ্ঞ। ৩ নট। ৪ অলঙ্কার। (উজ্জ্বল)

মণ্ডয়ন্তী (স্ত্রী) মণ্ডয়তীতি মণ্ডি-ঝচ্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। যোষিৎ।

মণ্ডর (ত্রি) মণ্ডি-অরন্। ভূষণ।

মণ্ডরী (স্ত্রী) মণ্ডয়তি ভূষয়তি মণ্ডি-অরন্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ঝুঝুরী। (হারাবলী)

মণ্ডল (ক্লী) মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি মণ্ডি (বৃষাদিভ্যশ্চ। উণ্ ১।১০৬) ইতি-কল। ১ চন্দ্র ও সূর্য্যের বহির্বেষ্টন। উহাকে চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডল কহে।

"বাতেন মণ্ডলীভূতা সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ করাঃ।
মালাভা ব্যোম্নি তন্বন্তে পরিবেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ (সারসংগ্রহ)

২ চন্দ্র-সূর্য্যের উৎপাতজ রশ্মিমণ্ডল, পর্য্যায়—পরিবেশ, পরিধি, উপসূর্য্যক। (অমর) ৩ চক্রবাল। ৪ মণ্ডলাকার চিহ্নসমূহ। ৫ কোঠরোগ, পিটকের ন্যায় মণ্ডলযুক্ত চর্ম্মরোগ, চলিত গায় চাকা চাক দাগ হওয়া। (রাজনি°) ৬ দ্বাদশ রাজমণ্ডল।

"উপেতঃ কোষদণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থশ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ॥" (কামন্দকী ৮।১।১)

৭ উত্তরদিকে বিংশতি যোজন পরিমিত দেশভেদ। কোনমতে বা উত্তরদিকে ৪০ যোজন পরিমিত দেশ। ৮ গোল। ৯ চক্র। (ত্রিকা°) ১০ সন্ধাত। (হেম) ১১ সর্পজাতি। (শব্দমালা) ১২ যোদ্ধাদিগের স্থানপঞ্চকের অন্তর্গত স্থিতিবিশেষ।

"মণ্ডলাকারপাদাভ্যাং মণ্ডলং স্থানমীরিতম্।" (শব্দরত্না°)

১৩ ব্যূহবিশেষ।

"তির্য্যগ্‌বৃত্তিশ্চ দণ্ডঃ স্যাদ্ভোগোঽন্বাবৃত্তিরেব চ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোবৃত্তিঃ পৃথগ্‌বৃত্তিরসংহতঃ॥"
(ভরতধৃত কামন্দকি)

১৬ ব্যাঘ্রনখাখ্য গন্ধদ্রব্য, চলিত বাঘনখী। ভোজনকালে ভোজনপাত্রের নিম্নে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ভোজন করিতে হয়। যদি কেহ মণ্ডল না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে রাক্ষসাদি তাহার অন্ন নষ্ট করিয়া দেয়।

"যাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ অসুরা রাক্ষসাস্তথা।
ঘ্নন্তি কেবলমন্নন্ত মণ্ডলস্য বিবর্জ্জনাৎ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ।
মণ্ডলান্যুপজীবন্তি তস্মাৎ কুর্ব্বন্তি মণ্ডলম্॥"

(অগ্নিপুরাণ আহ্নিকতপোনামাধ্যায়)

এই মণ্ডল ব্রাহ্মণ চতুষ্কোণে, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণে, বৈশ্য দ্বিকোণে এবং শূদ্র বর্ত্তুলাকারে করিবেন।

[বিশেষ বিবরণ ভোজনশব্দে দেখ।]

কৃত্রিম মণ্ডলের বিধান দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—চারি হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শত হস্ত পর্য্যন্ত মণ্ডল হইবে, ইহার অধিক আর হইবে না। এই মণ্ডল ১২ প্রকার, যথা—বিমল, বিজয়, ভদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বর্দ্ধমান, চৈব, লতাঙ্ক, কামদায়ক, স্নচক ও স্বস্তিকাখ্য। এই সকল মণ্ডল পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দ্বারা করিতে হয়। শুক্ল হইতে হরিত পর্য্যন্ত সমস্ত গুঁড়িগুলিই সুশোভন করা কর্ত্তব্য। শালি, ষষ্টিক, কুসুম্ভ, হরিদ্রা এবং হরিৎপত্র দ্বারা এই সকল চূর্ণ হইবে।

মণ্ডলস্থান সম, গোময়োপলিপ্ত, চন্দন, অগুরু, কর্পূর-চূর্ণ এবং ধূপ দ্বারা অধিবাসিত করিতে হইবে। মণ্ডলভূভাগ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে সমান হইবে। সূত্র-পাতে স্বস্তিক ও মৎস্যাদি রেখা হইবে, মধ্যে অষ্টদল পদ্ম থাকিবে। দ্বার সকল সমশুভ্র হইবে, পদ্মকর্ণিকা ও কেশর দ্বারা উজ্জ্বল হইবে। অবশিষ্ট ভাগে স্বস্তিক চিহ্ন এবং কদলার নামক অলক্ত পুষ্পবিশেষের চিত্র থাকিবে। দক্ষিণহস্তের মধ্যমা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগে ইচ্ছামত পঞ্চ-বর্ণচূর্ণ বিন্যাস করিতে হইবে। চূর্ণবিন্যাস সময়ে অঙ্গুলি অধোমুখ করিবে। ইহাতে রেখা সকল সমান ও অবিচ্ছিন্ন হইবে। অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব অপেক্ষা রেখা স্থূল করিতে নাই। পরস্পর মিলিত, বিষম, অধিক স্থূল, বিচ্ছিন্ন, কৃষ্ণাবৃত (অর্থাৎ খিচুড়ী পাকান, একের গায় আর একটা দেওয়া), প্রাক্‌বিলগী বা হ্রস্ব মণ্ডল কদাচ করিবে না।

মধ্যরুদ্ধরেখমণ্ডলে কলহ, বক্ররেখমণ্ডলে যুদ্ধ, অতি স্থূলরেখমণ্ডলে ব্যাধি, ছিদ্রযুক্ত রেখায় পীড়া, বিন্দুযুক্ত রেখা হইলে শত্রুভীতি, কৃশরেখায় অর্থহানি, বিচ্ছিন্নরেখায় মৃত্যু ও নানাবিধ অশুভ ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মণ্ডলের বিষয় সম্যক্ অবগত না হইয়া মণ্ডল প্রস্তুত করে, তাহার পূর্ব্বোক্ত সকল অমঙ্গল হইয়া থাকে। চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বার মণ্ডল করিবে। মণ্ডলের প্রমাণ অনুসারে দ্বার ও পদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। হস্তন্যূন ও চতুর্হস্তের অধিক পদ্ম করিতে নাই। মণ্ডল পূর্ব্বদ্বারী হইলে প্রতাপ, আয়ুর্বৃদ্ধি, শ্রী ও ধর্ম্মাদি শুভ হয়। উত্তরদ্বারী মণ্ডলও শুভকর। স্বয়ং মহাদেবই প্রথমে এই মণ্ডল প্রস্তুত করেন। এই মণ্ডলে সকল দেবতা অবস্থিত; এই জন্য মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ঘটস্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিতে হয়। মণ্ডলে পূজা করিলে সকল দেবতাই পূজিত হইয়া থাকেন।

প্রথম মণ্ডলে বিশ্বেশ্বরযুক্ত শিব ও দ্বিতীয় মণ্ডলে গণেশ-যুক্ত শিবাদির পূজা করিতে হয়।*

দেবীপুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য-ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। তন্ত্রসার ও অন্যান্য তন্ত্রে সর্ব্বতো-ভদ্রমণ্ডল প্রভৃতি করিয়া অনেক মণ্ডলের উল্লেখ আছে, (তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।) পূজাদি দৈবকার্য্যেই মণ্ডল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আরব, মিসর প্রভৃতি দেশেও দৈবজ্ঞেরা শুভাশুভানয়নার্থ এইরূপ মণ্ডল প্রস্তুত করিত। মুসলমানেরা বলিয়া থাকে, যে এদ্রিস এই মণ্ডল-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। লেন সাহেব এই বিদ্যা য়ুরোপে প্রচার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু উপযুক্ত গুণীর অভাবে য়ুরোপীয়দিগের নিকট আদৃত হয় নাই।

(ত্রি) ১৫ বিম্ব। (অমরটীকা ভরত) (পুং) মণ্ড শালি ষ্ঠুরাতীতি লা-ক। ১৬ কুক্কুর। (মেদিনী) ১৭ সর্পবিশেষ। (বিশ্ব) ১৮ দেহের অষ্ট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত সন্ধিবিশেষ।

(সুশ্রুত শারীরস্থা০ ৫ অ০)

(গুজরাতী) ১৯ রেশমের উপর জরীর কাজ করা বস্ত্রভেদ, গুজরাতীরা পাগড়ী করিয়া ব্যবহার করেন। ২০ বাঙ্গালার গ্রামের প্রধানকে (Headman) মণ্ডল বলে। দাক্ষিণাত্যে যেমন পাটেল ও পশ্চিমে মকদ্দমদিগের যেরূপ অধিকার,

* "চতুর্দ্বারং সমারভ্য যাবদ্‌ব্যোমতঃ ভবেৎ।
মণ্ডলং তত্র কর্ত্তব্যঞ্চ উদ্দিষ্টং ন কারয়েৎ॥
বিমলং বিজয়ং ভদ্রং বিমানং শুভদং শিবম্॥
বর্দ্ধমানঞ্চ চৈবঞ্চ লতাঙ্কং কামদায়কম্॥
স্নচকং স্বস্তিকাখ্যঞ্চ দ্বিদশং ইতি মণ্ডলাঃ॥
সিতাদিহরিতান্তাশ্চ রজাঃ কার্য্যাঃ সুশোভনাঃ।
শালিষষ্টিককৌসুম্ভরজনীহরিতত্রজাঃ॥
মণ্ডিতস্যমনাদ্যাশ্চ রচনা অভিধাস্যতঃ।
সিতরক্তপুষ্পাদ্যা রজাঃ কৃত্বা তু পাতয়েৎ॥" ইত্যাদি।
(দেবীপু০ পুষ্পাদেবের নাম ৭০ অ০)

সেনা তাঁহ আক্রমণ করিয়াছে। এরূপ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া গোঁড় সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাণী দুর্গাবতী কিছুতেই সেনাদলকে বশে আনিতে পারিলেন না, এদিকে মোগলবাহিনী বীরপদবিক্ষেপে ছত্রভঙ্গ সেনাদলের উপর আসিয়া পড়িল দেখিয়া তিনি ভীতা হইলেন এবং পাছে মোগল-হস্তে বন্দী ও লাঞ্ছিত হইতে হয় ভাবিয়া তিনি মুহূর্ত মধ্যে স্বীয় হস্তিচালকের কটিবন্ধ হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া লইলেন ও নিমেষ মধ্যে তাহা স্বীয় কোমলবক্ষে বসাইলেন। তাঁহার এই বীরোচিত মৃত্যু ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। এইরূপে তিনি তাঁহার কর্মময় জীবনকে বীরত্ব মুকুটে শোভিত করিয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধান্তে মোগল সেনানী আসফ্ খাঁ বহুল ধনরত্ন এবং শতাধিক হস্তী লাভ করেন, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর, রাজা চন্দ্র শাহ অভিষেকের জন্য সম্রাট্ আকবর শাহের আজ্ঞা-পত্র আনিতে হয়; তজ্জন্য সেলামী স্বরূপ ১০টী প্রদেশ নজর দিতে হয়। উহাই আজ ভূপাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

রাজা চন্দ্রশাহ রাজত্ব কাল হইতে গড়ামণ্ডলার নায়কগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহার দুই পুরুষ পরে বুন্দেল-আক্রমণ ও যুদ্ধ এবং রাজবংশধরগণের মধ্যে সিংহাসনাধিকার লইয়া পরস্পরের বিবাদ ও ভিন্নদেশীয় রাজার সাহায্য গ্রহণহেতু ক্রমশঃই গোণ্ডবানা রাজ্য ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শাহ সিংহাসনারোহণ করিলে রাজ্যহ্রাস হইয়া মোটে ২৯টী মাত্র প্রদেশ অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এই সময় হইতে মণ্ডলায় কৃষিকার্যের উন্নতির সূত্রপাত হয়। রাজা হৃদয় শাহ রাজত্বকালে বহু সংখ্যক লোধী আসিয়া এখানে বসবাস করে এবং তাহাদেরই যত্নে অনেক স্থান শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পেশবা গোণ্ডবানা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মহারাজ শা পরাজিত ও নিহত হইলে, পেশবা তাঁহার বালক-পুত্র শিবরাজ শাহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন; কথা রহিল, শিবরাজ মহারাষ্ট্র-সরকারে প্রতিবৎসর ৪ লক্ষ টাকা হিসাবে চৌথ আদায় দিবেন। এই যুদ্ধে জব্বলপুরের পূর্ব-বর্তী সমগ্র স্থান ধ্বংসে পরিণত হয়; মণ্ডলা সেই ক্ষতি হইতে আজিও উদ্ধারলাভ করে নাই। অতঃপর নাগপুর-রাজ ও পেশবা গোণ্ডবানারাজ্যের কতকাংশ আত্মসাৎ আরম্ভ করিয়া লন। বলবীর্য হীন হওয়ায় ক্রমশঃই গোঁড়-রাজ সাগরের মহারাষ্ট্রসর্দারের করতলগত হইয়া পড়েন। সাগর-সর্দার সেখানে প্রতিনিধিরূপে কর্তৃত্ব করিতেন। অবশেষে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সেই সুপ্রাচীন রাজবংশের শেষ রাজা মহারাষ্ট্রকোপে রাজ্যচ্যুত হন এবং তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ-সমূহ সাগররাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

প্রায় ১৮ বর্ষকাল সাগরের নায়কগণ এখানে শাসনবিস্তার করেন। তন্মধ্যে একমাত্র সর্দার বাবুদেব পণ্ডিতই মণ্ডলায় স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এই মহাপুরুষ অর্থ ও কায়িক পরিশ্রম বিনিময়ে মণ্ডলায় অনেক নষ্ট কীর্তি উদ্ধার করেন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গৃহবিচ্ছেদে ও পেণ্ডারি-দস্যুদলের বিদ্রবে উহা পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থান নাগপুরের ভোঁসলে বংশের অধি-কৃত হয়। পেণ্ডারি-দস্যুদলের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য নাগপুররাজগণ মণ্ডলা নগর দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেন। পেণ্ডারিগণ স্বচ্ছন্দমনে মণ্ডলার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিয়াছিল, কিন্তু কখনও মণ্ডলায় প্রবেশ করিতে পারে নাই।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ মহারাষ্ট্রযুদ্ধের অবসানে মণ্ডলা ইংরাজ-করে সমর্পিত হয়, কিন্তু দুর্গাভ্যন্তরস্থ মরাঠাসৈন্য ইংরাজকরে আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হয় নাই, অবশেষে ইংরাজ-সেনানী মার্শেল (General Marshall) উক্ত বর্ষের ২৬শে মার্চ বলপূর্বক দুর্গ অধিকার করেন। পরবৎসর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক বিসূচিকায় এখানকার বহুসংখ্যক লোক মরিয়া যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রামগড়, শাহপুর ও সোহাগপুরের সর্দারগণ ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হয়। বিদ্রোহ দমনের পর রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে রামগড় ও শাহপুর রাজ্য ইংরাজের খাস তহসীলভুক্ত হয় এবং সোহাগপুর রেবারামকে প্রদত্ত হইয়াছিল। পর বৎসর পুনরায় বিদ্রোহের সূচনা হয়, কিন্তু অচিরে তাহা প্রশমিত হইয়া যায়। তদবধি ইংরাজাধি-কারে আর এখানে কোন বিভ্রাট্ উপস্থিত হয় নাই।

এখানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই গোঁড় ও কোলজাতীয়। ইহাদের মধ্যে অনেক উন্নত ব্যক্তি দেখা যায়। ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও ভৃত্যবৃত্তি ইহাদের প্রধান কার্য। এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্থানীয় লোক উত্তমরূপ বস্ত্রবয়ন করিতে শিক্ষা করে না। অধিবাসিগণের পরিধানো-পযোগী এক প্রকার মোটা কাপড় এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। এতদ্ভিন্ন লোহাই বিভাগের খনিজ লৌহ হইতে ইহারা ব্যবহারোপযোগী কুঠারাদি প্রস্তুত করে।

[গোঁড় ও কোল প্রভৃতি শব্দ দেখ]

২ উক্ত জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ২০৪২ বর্গ মাইল।

৩ জেলার বিচার সদর ও প্রধান নগর। অক্ষাং

হইতে ১১১০ ফিট্ উচ্চে নর্ম্মদানদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৩৫´৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২৫´ পূঃ। নগরের প্রায় সকল দিকে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত। নদী-সৈকতের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া গড়মণ্ডলের ৫৭ম রাজা নরেন্দ্র শা এই নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। তাঁহারই যত্নে নদীতীরে একটী দুর্গ ও তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পেশবা বালাজী বাজীরাও জব্বলপুর পথে আসিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন। তদবধি দুর্গের জব্বলপুরদ্বার 'ফতে দরজা' নামে অভিহিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রগণ দুর্গের অরক্ষিত পার্শ্ব সমুদায় দৃঢ় প্রাচীর, পরিখা, বুরুজ ও দ্বার প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একপ্রকার দুর্ভেদ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী মার্শেল গোলা বর্ষণ দ্বারা দুর্গ অধিকার করেন। এখানে নদীতীরে ১৬৮০ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নির্ম্মিত ৩৭টী দেবমন্দির দেখা যায়। মন্দিরগাত্রের শিলা-ফলকগুলি তত্তৎ মন্দিরের নির্ম্মাণকাল জ্ঞাপন করিতেছে।

মণ্ডলাগ্র (পুং) মণ্ডলং গোলাকারং অগ্রং যস্য। সুশ্রুতোক্ত বিংশতি প্রকার শস্ত্রের মধ্যে একপ্রকার শস্ত্র। এই অস্ত্র দ্বারা ছেদকার্য্য সমাধা হয়। (সুশ্রুতসূত্রস্থা° ৮ অ°)

মণ্ডলাদৈ, মধ্যপ্রদেশের শিওনী জেলার অন্তর্গত একটী শৈলশৈল। শিওনী নগর হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ২৫০০ ফিট্।

মণ্ডলাধিপ (পুং) মণ্ডলস্য অধিপঃ। মণ্ডলেশ্বর, নৃপভেদ। চারি যোজন পর্য্যন্ত ভূমিভাগ যাঁহার আছে, তিনি রাজা, ইহার শতগুণ অধিক ভূমি সম্পত্তি থাকিলে তিনি মণ্ডলাধিপ হন।

"চতুর্যোজনপর্য্যন্তো হ্যধিকারো নৃপস্য চ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃ° ৮৬ অ°)

মণ্ডলানা, পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার গোহানা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। গোহানা নগর হইতে ছয় মাইল দূরে পাণিপথ যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

মণ্ডলায়িত (ত্রী) মণ্ডলবৎ আচরিতম্ ইতি মণ্ডল-ক্যঙ্, ক্ত। মণ্ডলের ন্যায় আকৃতিযুক্ত। বর্ত্তুল। (শব্দরত্না°)

মণ্ডলাধীশ (পুং) মণ্ডলস্য অধীশঃ। মণ্ডলেশ্বর, পর্য্যায়— মণ্ডলেশ। (হেম)

মণ্ডলিক, গির্ণর বা জুনাগড়ের চূড়াসমা রাজবংশীয়গণ রাও মণ্ডলিক নামেই পরিচিত। এই মণ্ডলিক বংশ বহু প্রাচীন। এই বংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিম্বদন্তী আছে—

প্রাচীনকালে সোরাষ্ট্রের রাজবংশ বনথলীতে বাস করিতেন। এই স্থান হইতে বর্ত্তমান জুনাগড় পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। পূর্ব্বে এই বিস্তীর্ণ স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদা এক কাঠুরিয়া কাষ্ঠান্বেষণে গমন করিয়া ঐ বনমধ্যে এক যোগীকে ধ্যানমগ্ন দেখিতে পায়। ঐ স্থানে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন অট্টালিকা নিরীক্ষণ করিয়া সেই কাঠুরিয়া যোগিবরকে তৎপ্রতিষ্ঠাতার ও সেই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করে। যোগী উত্তরে জুনা নাম নির্দ্দেশ করিলে প্রত্যাগত কাঠুরিয়া সোরাষ্ট্ররাজকে যথাযথ নিবেদন করিল। রাজা তথায় গমনে বনজঙ্গল কাটাইবার আদেশ দিলেন। বনভূমি পরিষ্কৃত হইলে দুর্গ বাহির হইয়া পড়িল। দুর্গের প্রতিষ্ঠাতার নাম না পাওয়ায় যোগির কথানুসারে তিনি সেই দুর্গের জুনাগড় নাম রাখিয়া জীর্ণসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী রাজগণের মধ্যে একজন মণ্ডলিক নামধারী ছিলেন। তদনুসারে তৎপরবর্ত্তী রাজগণ 'রাওমণ্ডলিক' উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন।*

রাজবংশাবলীতে প্রকাশ, মণ্ডলিক-রাজগণ ১৯শ শতাব্দ কাল এখানে বংশানুক্রমে রাজ্য শাসন করিতেছেন। এ কথার প্রকৃত তথ্য ইতিহাস-সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রের নিকট অপ্রকট রহিয়াছে। শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে এই রাজবংশের এইরূপ একটী ইতিবৃত্ত প্রকটিত হইয়াছে;—

রাও চূড়াচাঁদের পৌত্র রাও গারিওর প্রপৌত্র রাও দয়াস হইতে জুনাগড়ে চূড়াসমাবংশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। রাজা দয়াস পত্তনরাজের সহিত যুদ্ধে ৮৭৫ সম্বতে নিহত হন। তৎপুত্র নবঘন অনেক আত্মীয় কর্ত্তৃক লালিত পালিত হন। ইনি সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া হমিরাজ হামীরকে পরাজিত করেন। তৎপুত্র রাজা খঙ্গার বনথলীর আহীর সর্দ্দারকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ৯৯১ খৃষ্টাব্দে অনহিলবাড়রাজ কর্ত্তৃক কাসরাজ যুদ্ধে নিহত হন। তৎপুত্র মূলরাজ অনহিলবাড়ে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। মূলরাজের ২য় নবঘন রাজা

* জুনাগড় দুর্গের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখানকার রাজবংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করে নাই। মণ্ডলিক-রাজগণ পরবর্ত্তিকালে স্বাধীন হইলেও তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে কোন রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে সামন্তরাজরূপে রাজ্যশাসন করিতেন। অনেকে মহাভারত-যুগ হইতে মণ্ডলিক বংশোৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। তারিখ-ই-ফেরিস্তা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে এই রাজবংশের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত আছে, তবে মধ্যে মধ্যে কখন কখন এইখানে মুসলমান রাজগণ শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন।

শাসন করিলে পর, তৎপুত্র মণ্ডলিক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ইনি গুজরাজ-পতি ভীমদেবের সহকারী হইয়া ১০৮০ সংবতে গজনিপতি মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মণ্ডলিকের পর পুত্র-পরম্পরায় হামীরদেব, বিজয়পাল ও ৩য় নবঘন রাজত্ব করেন। রাজা ৩য় নবঘন উমেতারাবকে স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন।

তৎপরে রাজা ২য় খঙ্গার রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ইনি অনহিলবাড়পতি জয়সিংহ সিদ্ধরাজের যুদ্ধে নিহত হন। অতঃপর ২য় মণ্ডলিক ১১ বৎসর, আলনসিংহ ১৪, গণেশ ৫, ৪র্থ নবঘন ৯, ৩য় খঙ্গার ৪৬, ৩য় মণ্ডলিক ২২ ও ৫ম নবঘন রাজত্ব করিয়াছিলেন। নবঘনের পর রাজা মহীপাল দেব ৩৯ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। ইনি সোমনাথপত্তনে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে ৪র্থ খঙ্গার রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোমনাথ-মন্দির-সংস্কার ও দিউ-অধিকার তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা। ইঁহারই রাজ্যকালে মুসলমান সেনানী আলপ্ খাঁ জুনাগড় অধিকার করেন। কএক বৎসর মুসলমান-আধিপত্যের পর ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় জুনাগড় মণ্ডলিক-রাজবংশের করতলগত হয়। উক্ত বর্ষে ৪র্থ খঙ্গারের পুত্র জয়সিংহ দেব রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তৎপরে যথাক্রমে মোকলসিংহ (১৩৪৪ খৃঃ), মেলগদেব (১৩৫৯ খৃঃ), মহীপালদেব (১৩৭১ খৃঃ) ৪র্থ মণ্ডলিক (১৩৭৮ খৃঃ) ও ২য় জয়সিংহদেব (১৩৯৩ খৃঃ) রাজ্যাধিকার করেন। ইনি ১৪১১ খৃষ্টাব্দে গুর্জরপতি মুজফর খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

১৪১২ খৃষ্টাব্দে ৫ম খঙ্গার সিংহাসনে উপবেশন করেন। আহমদ শাহের সহিত ইঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে রাও ৫ম মণ্ডলিক জুনাগড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে মামুদ বিগাড়ার অধীনতা স্বীকার করিয়া রক্ষা পান।

আহমদাবাদ-রাজগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া চূড়াসমা রাজগণ শতাধিককাল জায়গীরদার সামন্তরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। সেই রাজকুমারগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১৪৭২ খৃঃ ৫ম মণ্ডলিক ভ্রাতা ভূপৎ প্রথম জায়গীরদার মনোনীত হন। তৎপুত্র ৬ষ্ঠ খঙ্গার ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে ও খঙ্গার পুত্র ৬ষ্ঠ নবঘন ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে শ্রীসিংহ জায়গীরদার হন। এই সময়ে সম্রাট্ আকবর শাহ গুজরাত আক্রমণ করেন। অতঃপর ১৫৮৪-১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭ম খঙ্গার জায়গীরদারী ভোগ করিয়াছিলেন।

মণ্ডলিত (ত্রি) মণ্ডলান্বিত, কৃতমণ্ডল, মুরাপ।

মণ্ডলিন্ (পুং) মণ্ডলং কুণ্ডলং কুণ্ডলাকারেণ শরীরবেষ্টনমস্ত্যস্যেতি মণ্ডল-ইনি। সর্পভেদ। সুশ্রুতে লিখিত আছে, সর্প ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে মণ্ডলী দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত। যে সকল সর্প বিবিধ প্রকার মণ্ডলাকারে চিহ্নিত, স্থূল ও মন্দগামী এবং দীপ্তসূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী সর্প কহে। এই জাতীয় সর্প যথা—

আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল, চিত্রমণ্ডল, পৃষত, রোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাপনস, বেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গ, অগ্নিক, বভ্রুকষায়, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক ও এণীপদ।

সকল প্রকার সর্পবিষের সপ্তপ্রকার বেগ। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটী ধাতু। বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রসধাতু দূষিত করে। রসধাতু সকল দূষিত হইলে রক্তধাতু দূষিত হয়, এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তধাতু দূষিত হইতে থাকে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক একটী বেগ বলে। ক্রমান্বয়ে ৭টী ধাতু দূষিত করা প্রযুক্ত বিষের ৭ প্রকার বেগ অভিহিত হইয়াছে।

মণ্ডলীর বিষের প্রথমবেগে শোণিত দূষিত হইয়া অতিশয় শীতল হয়। সর্ব্বশরীরে দাহ জন্মে ও শরীর পীতবর্ণ হয়। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় পীতবর্ণ হয়, অত্যন্ত দাহ ও দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হয়, এবং তৎপ্রযুক্ত দৃষ্টিহিম, তৃষ্ণা, দষ্টস্থানে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম এই সকল উপদ্রব ঘটে। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক জ্বর জন্মায়। পঞ্চমবেগে সর্ব্বশরীরে দাহ হয়। ষষ্ঠবেগে মজ্জা মধ্যে প্রবেশ ও গ্রহণী অত্যন্ত দূষিত করে, তদ্দ্বারা শরীরের গৌরব, অতিসার ও হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা এই সকল উপদ্রব হয়। সপ্তমবেগে শুক্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যান বায়ুকে অতিশয় কুপিত করে, এবং লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্মদ্বার হইতে কফস্রাব এবং কটী ও পৃষ্ঠভঙ্গ হয়, সকল ইন্দ্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, লালা ও স্বেদ অত্যন্ত নিঃসরণ হয়, এবং শ্বাসরোধ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ৪ অ০)

[বিশেষ বিবরণ সর্প শব্দে দেখ]

২ বিড়াল। (ত্রিকা০) ৩ জাহক, চলিত খট্টাশ বা খাঁটাশ। ৪ বটবৃক্ষ। ৫ গোনাশ সর্প। (রাজনি০)

মণ্ডলী (স্ত্রী) মণ্ডলমস্ত্যস্যা ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ দূর্ব্বা। (হারাবলী) ২ গুড়ূচী। (ভাবপ্র০)

মণ্ডলেশ (পুং) মণ্ডলস্য ঈশঃ। মণ্ডলেশ্বর, পর্য্যায়—একজন্মা, ভূম্যাপঃ। (ত্রিকা০)

মণ্ডলেশ্বর (পুং) মণ্ডলস্য ঈশ্বরঃ। ভূমির একদেশাধিপ। (বিশ্ব)

মণ্ডলেশ্বর, মধ্যভারতের-ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২২° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° ৪২´ পূঃ। মাউ হইতে আশীরগড় আসিতে হইলে এই স্থান হইয়া যাইতে হয়। নগর ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৫০ ফিট্ উচ্চ। এখানে নর্ম্মদার ব্যাস প্রায় ৫ শত গজ। বসন্তকাল ব্যতীত অপর কোন সময়ে এস্থান দিয়া নৌকাযোগে পারাপার হওয়া যায় না। নগরের চারিদিকে মৃত্তিকা-প্রাচীর পরিবেষ্টিত আছে। উহার মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র কেল্লা। এক সময়ে ঐ দুর্গে ইংরাজের একটী ক্ষুদ্র সেনানিবাস ছিল। ইন্দোরের ইংরাজ রেসিডেন্টের রাজকীয় সহকারী (Political Assistant) এই দুর্গে থাকিয়া ইংরাজাধিকৃত নিমার প্রদেশ ও ইংরাজকরে সমর্পিত হোলকর-রাজের কতকগুলি প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ হোলকররাজের দাক্ষিণাত্য বিভাগের কএকটী ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মণ্ডলেশ্বর ছাড়িয়া দেন। এক্ষণে এই নগর হইতে হোলকরের অধিকৃত নিমার প্রদেশ শাসিত হইয়া থাকে। উক্ত দুর্গ কারাগারে রূপান্তরিত হইয়াছে। কর্ণেল কিটিঙ্গ এই নগরের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া যান।

মণ্ডহারক (পুং) মণ্ডং হরতি আহরতি গৃহ্লাতীতি হৃ-(ণ্বুল্-তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) সুরাসম্পাদনার্থং মণ্ডগ্রহণোদ্যত কথাবং। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি।

মণ্ডা (স্ত্রী) মণ্ডঃ কারণত্বেনাস্তি অস্যা ইতি অর্শ-আদিত্বো-দচ্। ১ সুরা। (হারাবলী) মণ্ডয়তীতি মণ্ড-অচ্-টাপ্। ২ আমলকী। (মেদিনী)

মণ্ডী (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, সন্দেশ। ক্ষুদ্রাকারে সন্দেশ প্রস্তুত করিলে তাহাকে মুণ্ডী এবং বড় সন্দেশ মণ্ডা নামে অভিহিত।

মণ্ডিক (পুং) ভারতের পূর্ব্বাংশবর্ত্তী জনপদভেদ।

(মহাভারত বন০ ২৫৩ অঃ)

মণ্ডিত (ত্রি) মণ্ড-কর্ম্মণি ক্ত। ১ ভূষিত।

"ললিত-মকরমনোহরকুণ্ডল-মণ্ডিতগণ্ডযুগাবম্"

(গীতগোবিন্দ ২।৭)

(পুং) বৌদ্ধগণাধিপ বিশেষ। (হেম)

মণ্ডী, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। জালন্ধরের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। অক্ষা০ ৩১° ২৩´ ৪৫´´ হইতে ৩২° ৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ৪০´ হইতে ৭৭° ২২´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে। এখানকার সামন্ত ইংরাজরাজকে লক্ষ টাকা কর দিয়া থাকেন।

এই রাজ্য পর্ব্বতের অধিত্যকাভূমে অবস্থিত। ইহার দুই পার্শ্বেই উচ্চ গিরিশ্রেণী। উহার গোময়কা-ধার নামক শৃঙ্গ ৭০০০ ফিট্ এবং সিকেন্দরকা-ধার ৬৩৫০ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু অপর সর্ব্বত্রই উহা ৫ হাজার ফিটের অধিক হইবে না। এই স্থান সমধিক উর্ব্বরা, বনবিভাগে শিকারোপযোগী নানা বন্য ও পক্ষী আছে। অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ।

এখানকার সামন্তগণ বঙ্গের সেনরাজবংশীয়, এক্ষণে কিন্তু চন্দ্রবংশীয় রাজপুত বলিয়াই পরিচয় দেন। সুকেত-রাজ্যের কোন রাজবংশধর মণ্ডীতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তদবধি তাঁহারা মণ্ডিয়াল নামে পরিচিত হন। রাজা সেন উপাধিতে মণ্ডিত এবং তাঁহার সম্পর্কীয় অপরাপর রাজ-পুরুষেরা সিংহ উপাধিতে বিভূষিত হইয়া থাকেন।

রাজা বাহুসেন নামা জনৈক সুকেত রাজভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠের সহিত কলহ করিয়া ভ্রাতৃরাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক ১২শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আপন অদৃষ্টপরীক্ষার জন্য বহির্গত হন। তিনি প্রথমে কুলুরাজ্যে ও পরে মঙ্গলোরে যাইয়া অবস্থিত হন। এখানে তাহার একাদশ পুরুষ স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন। উক্ত বংশীয় রাজা বাণো০ সকোতাধিপতিকে নিহত করিয়া সকোত-সিংহাসন অধিকার করেন। তথা হইতে বাণো বিতস্তা-তীরবর্ত্তী ভীন্ নগরে স্বীয় প্রাসাদ ও রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। এই ভীন নগর বর্ত্তমান মণ্ডীনগরের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অবশেষে বাহুসেনের ১৯শ পুরুষ অধস্তন রাজা অজবর সেন ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মণ্ডীনগর স্থাপন করেন। ইহা হইতেই মণ্ডীতে প্রকৃত সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সুকেত ও মণ্ডীবংশের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটিতে থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষ ভাগে ১০ম শিখগুরু গোবিন্দসিংহ মণ্ডী পরিদর্শনে আগমন করেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শিখ ইতিহাসে অলৌকিক বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে। প্রবাদ, গুরুগোবিন্দ সিংহ কুলুরাজ কর্ত্তৃক লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হন। তিনি স্বীয় যোগবলে সেই লৌহপিঞ্জর মণ্ডীতে উড়াইয়া আনেন। রাজা ঈশ্বরী সিংহের রাজ্যকালে (১৭৭৯-১৮২৬) মণ্ডীরাজ্য যথাক্রমে কটোচরাজ, গোর্খা ও লাহোর-

* এরূপ আছে, বাণ দুর্দ্দান্ত ভয়ে জন্যহেতু এই রাজা সাধারণে বাণো নামে পরিচিত হন। তাঁহার রাজ্য যখন পূর্ণগর্ভা, তখন পার্শ্ববর্ত্তী কোন রাজার অত্যাচারে রাণীকাতক রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে হয়। পথি মধ্যে বাণের জন্ম হইয়াছিল।

পতি রণজিৎ সিংহের অধীন থাকে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মণ্ডীরাজ লাহোর-দরবারে কর দিয়াছিলেন। তৎপরে সেনানী জেনচুরা মহারাজ খড়্গসিংহের জন্য মণ্ডী অধিকার করেন। এই যুদ্ধে কমালগড় দুর্গ-জয়কালে শিখসৈন্যকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া লাহোররাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু লাহোররাজের অর্থলোভী দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া, তিনি ইংরাজের শরণাপন্ন হইলেন। সোব্রাওন যুদ্ধের পর তিনি প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরের সন্ধির পর এই রাজ্য ইংরাজ-গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। ইংরাজরাজ পুনরায় এই রাজ্য বর্ত্তমান রাজার পিতাকে সমর্পণ করেন। কথা থাকে, রাজা নিজব্যয়ে স্বরাজ্য মধ্যে পথ বিস্তার করিবেন এবং বাণিজ্যের আমদানী রপ্তানীর কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানরাজ বিজি (বিজয় ?) সেন ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজার ৭০০ পদাতি ও ২৫টী অশ্বারোহী সেনা আছে। ইংরাজরাজের নিকট হইতে ইনি ১১টী মান্যতোপ পাইয়া থাকেন।

এখানে স্থানে স্থানে লৌহ ও লবণ এবং ঝরণা হইতে স্বর্ণচূর্ণ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন উপত্যকাভূমে ধান্য, ইক্ষু, জনার, তামাক প্রভৃতি জন্মে। এখানকার আব্‌হাওয়া অতিশয় শীতল।

২ উক্ত সামন্তরাজের প্রধান নগর, বিতস্তা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩১°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ৫৮´ পূঃ। এখানে নদীর স্রোত অতি খরতর। নদীর উপর 'এম্প্রেস' নামক সেতু আছে। দিবাভাগে পর্ব্বতগাত্রস্থ তুষার-রাশি গলিয়া পড়ে। সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত নদীর জল গলিত বরফজলে স্ফীত হইতে থাকে। প্রাতঃকালের শীতে বরফ পুনরায় জমিয়া আসিলে নদীর জল প্রায় একতৃতীয়াংশ কমিয়া আইসে।

মণ্ডীয়াওন, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এই স্থানে পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ নবাবের সেনানিবাস ছিল। অযোধ্যার ৬ষ্ঠ নবাব সাদৎ আলি খাঁ ইহা নির্ম্মাণ করান। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানে কোম্পানি-সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র দুএকটী প্রবেশদ্বার ও ভগ্নাবশিষ্ট ধর্ম্মমন্দিরের অংশ বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এখন উহার চতুর্দ্দিকে ধান্যাদি ক্ষেত্রসমূহ বিরাজ করিতেছে।

এখন এই নগরের আর সেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধি নাই। উহা এক্ষণে একটা গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদ, এখানে পূর্ব্বে বিস্তৃত জঙ্গল ছিল, ঐ বনে মণ্ডব নামা জনৈক ঋষি ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল।

প্রথমে ভরজাতি এখানে আসিয়া বসবাস করে। পরে সৈয়দ সালারের সেনানী মালিক আদম তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। তদবধি এখানে শেখদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। শেখগণ এখানে প্রায় ১৫০ বৎসর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। তৎপরে কৌশির বৈকেলা-চৌহান-বংশীয় রাজা রামসিংহ শেখবংশকে উচ্ছেদ করিয়া এই স্থানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বসবাসের জন্য আপন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-কর্ম্মচারিবর্গকে ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্রাণ দান করেন। এখনও শেখদিগের স্মৃতিস্বরূপ এখানে প্রতিবৎসর সৈয়দ সালারের উদ্দেশে একটী মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মণ্ডীলক, গোধূমচূর্ণ হইতে প্রস্তুত পিষ্টকভেদ। (দিব্যাবদান)

মণ্ডু (পুং) ঋষিভেদ।

মণ্ডূক (পুং) মণ্ডয়তি ভূষয়তি জলাশয়মিতি মডি-(শলিমণ্ডিভ্যামূকণ্। উণ্ ৪।৪২) ইতি ঊকণ্। ভেক, ব্যাঙ্। [ভেক দেখ] ২ শোণক। ৩ মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু০ ৭।৫০) ৪ অতিশয় ভেকধ্বনী। (শব্দরত্না০) (স্ত্রী) ৫ বন্ধবিশেষ। (বিশ্ব) অশ্বজাতি ভেদ।

"তত্র তিত্তিরিকল্মাষান্ মণ্ডূকাখ্যান্ হয়োত্তমান্॥"

(ভারত ২।২৮।৬)

মণ্ডূকপর্ণ (পুং) মণ্ডূকাকৃতি-পর্ণমস্য। যদ্বা মণ্ডূক ইব উত্তালোহস্য পর্ণমস্য। শোণাক বৃক্ষ। (ভাবপ্র০) ২ শোণক।

মণ্ডূক-পর্ণী (স্ত্রী) মণ্ডূকপর্ণ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ ব্রাহ্মী। (মেদিনী) ৩ আদিত্যভক্তা। (রাজনি০) ৪ ওষধিবিশেষ, চলিত থুলকুড়ী। পর্য্যায়—ভেকী, মণ্ডূকী, সুলপর্ণী, মণ্ডূকপর্ণিকা। ইহার গুণ—লঘু, স্বাদুপাক, শীতল। (রাজনি০) ৫ মহৌষধি। (সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৬ অ০)

মণ্ডূকমাতৃ (স্ত্রী) মণ্ডূকস্য মাতেব, মণ্ডূকপোষকত্বাদস্যাস্তথাত্বং। ১ ব্রাহ্মী। (রাজনি০) ২ ভেকমাতা।

মণ্ডূকসরস (স্ত্রী) মণ্ডূকপ্রচুরং সরঃ ষাতৌ অচ্ সমাসান্তঃ। সরোবরভেদঃ। (অমর)

মণ্ডূকা (স্ত্রী) মণ্ডূক-স্ত্রিয়াং টাপ্। মঞ্জিষ্ঠা।

"মণ্ডূকা চ লতা যষ্টি হেমপুষ্পী চ ভণ্ডিরী।" (শব্দমালা)

মণ্ডূকালুক, ব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত শুপদেশান্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। (ভ০ ব্রহ্মখণ্ড ৫৭ অঃ)

মণ্ডূকী (স্ত্রী) মণ্ডূক-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ আদিত্যভক্তা। ৩ ব্রাহ্মী। ৪ ক্ষুপবিশেষ, চলিত থুলকুড়া। ৫ দুষ্টস্ত্রীবিং।

মণ্ডূকেশ, স্কন্ধতীরে অবস্থিত শিবলিঙ্গভেদ। শিবপুরাণ মতে,

মতঙ্গ (পুং) মাদ্যতি মাদ্যত্যনেন বেত্তি মদ্‌ অঙ্গচ্, পৃষো ত। ১ মেঘ। (উজ্জ্বল) ২ মুনিভেদ।

"মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্।" (রঘু ৫।৫৩)

৩ দানবভেদ। (হরিবং ২৪১২ অং) ৪ রাজর্ষিভেদ।

(ভারত ১।৭১ অং)

ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জাত চণ্ডালভেদ। অনুশাসন পর্ব্বে এই মতঙ্গের উপাখ্যান এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময় যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে? তপস্যা, যজ্ঞকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটির মধ্যে কোনটী ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্বলাভের উপযোগী? তাহা আপনি সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে। তোমায় এক পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, ইহাতে তোমার সকল সংশয় দূর হইবে।

পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ-স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ঔরসজাত বিবেচনা করিয়া উহার জাতকর্ম্মাদি সকল সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করেন। একদা ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে কহিলেন, আমি একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তুমি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল আনয়ন কর। মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশে বেগগামী গর্দ্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, যথযোজিত গর্দ্দভশিশু সেই দিকে গমন না করিয়া স্বীয় জননীর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহাকে বলিলেন, বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না। একণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত করিতেছে, ব্রাহ্মণ কখনও এইরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হয় না। ব্রাহ্মণ প্রাণীমাত্রের মিত্র। তিনি সকল ভূতের আচার্য্য, ত্রাতা ও শাসনকর্ত্তা। এই নির্দ্দয়হৃদয় যেমন ঔরসে জন্মিয়াছে, তদনুরূপ কার্য্য করিতেছে।

গর্দ্দভীর এই কর্কশবাক্য শুনিয়া মতঙ্গ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কল্যাণি! আমার জননী যেরূপে দূষিতা হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চণ্ডাল হইয়াছি এবং যে কারণে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তখন গর্দ্দভী কহিল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই জন্য তোমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে এবং তুমি চণ্ডাল হইয়াছ।

মতঙ্গ গর্দ্দভীর মুখে এই কথা শুনিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পিতার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন এবং ব্রাহ্মণত্ব-লাভের জন্য কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইঁহার তপস্যায় দেবগণও ভীত হইলেন। ইন্দ্র বারংবার আসিয়া তাঁহাকে বর দিবার জন্য প্রলোভিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু মতঙ্গ ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই লইতে স্বীকার করিলেন না। এইরূপে বহু দিবস অতীত হইল। পুনরায় একদিন ইন্দ্র উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্লভ। তুমি যতই কেন চেষ্টা কর না, কিছুতেই ব্রাহ্মণ্য-লাভ করিতে পারিবে না। জীব তির্য্যক্ যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হয়, সহস্রবৎসর সেই নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া শূদ্রত্ব লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে বৈশ্যত্ব, তৎপরে এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর পরে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বলাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শকোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্র-জীবি-ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করে, তৎপরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণ্য ভিন্ন অন্য যে বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি। ব্রাহ্মণ্য তোমার পক্ষে দুর্লভ।

মতঙ্গ ব্রাহ্মণত্বলাভে হতাশ হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কাম-রূপী বিহঙ্গম হই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদয় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয়। ইহাতে ইন্দ্র বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে এবং তুমি ছন্দোদেব নামে খ্যাত হইয়া ত্রিলোকের পূজিত হইবে। পরে মতঙ্গ প্রাণত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন।

(ভারত অনুশাসনপ° ২৮-৩০ অ°)

মতঙ্গজ (পুং) মতঙ্গাৎ মেঘ ইব জায়তে জন-ড। যদ্বা মতঙ্গাৎ মুনের্জায়তে বা জন-ড। হস্তী।

"গ্রীষ্মে প্রবৃত্তাম্বুবনেন যাবৎ নির্ব্বাপনার্থং করিণাং যথা তু।
যতেহস্য গ্রীষ্মকালাৎ প্রজায়াৎ তৎ। ক্রমাণি মতঙ্গজানাম্॥"

(কামন্দকীয় নীতিসার ১৫।৭)

মতঙ্গতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

মতঙ্গদেশ, কামরূপের দক্ষিণকোণে অবস্থিত জনপদভেদ। (যোগিনীতন্ত্র ১।১২, দিগ্বিজয়প্রকাশ ৭১)

মতঙ্গবাপী (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (ভারত অনুশা° ৩০ অ°)

মতঙ্গাশ্রম, গয়া জেলায় ফল্গুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত পুণ্যস্থান। (মহাভা° ৪।৩১।২) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতে এখানেই মতঙ্গবাপী।

মতন (আরবী) অনুরূপ, সদৃশ।

মতন, (মর্তন বা মার্তণ্ড) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন ভগ্ন দেবালয়। অক্ষা° ৩৩° ৪২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ২১´ পূঃ। রাজতরঙ্গিণীতে (৪।১৯২) ইহা রামপুরস্বামী নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহারই নিকট এক সময় একটী জনাকীর্ণ বৃহৎ নগর ছিল। এই মন্দিরটী মার্ত্তণ্ড বা সূর্য্যের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহামের মতে খৃষ্টীয় ৩৭০ অব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হয়, কিন্তু গঠনপ্রণালী দেখিলে তদপেক্ষা অতিপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অনেকের বিশ্বাস, কাশ্মীরের মধ্যে এখন যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি বর্ত্তমান, তন্মধ্যে এইটীই সর্ব্বপ্রাচীন। কেবল প্রাচীন বলিয়া নহে, এমন শিল্পনৈপুণ্যও আর কাশ্মীরে নাই। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এত চমৎকার যে, কোন কোন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী এই স্থান দর্শন করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, এমন সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা আর জগতে কোথাও নাই।

দেশীয়গণের বিশ্বাস যে, এই মন্দিরটী পাণ্ডুবংশের কীর্ত্তি। মন্দিরটী বেশ উচ্চ, ইহার দুই পার্শ্ব মুখশালী ও চারি পার্শ্ব চতুষ্কোণ স্তম্ভে মণ্ডিত। সমস্ত মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ২২০ ও প্রস্থে ১৪২ ফিট্ হইবে। বর্ত্তমান ভগ্ন মন্দির মধ্যে কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত সুবৃহৎ দেবমূর্ত্তিসমূহ ও বিচিত্র শিল্পখচিত স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত। মন্দিরের পার্শ্বেই একটী প্রসিদ্ধ প্রস্রবণ আছে।

মতবাল (দেশজ) মাতোয়াল, মাতাল।

মতর্জ্জিম্ (আরবী) ১ অনুবাদক। ২ দোভাষী।

মতল্লিকা (স্ত্রী) মতং মতিমলতি ভূষয়তি খূন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রশস্ত। (অমর) কাহারও কাহারও মতে এই শব্দ অব্যুৎপন্ন। (সিদ্ধান্তকৌ°) ২ ছন্দোভেদ।

মতা (আরবী) দ্রব্যসম্ভার।

মতান্তর (স্ত্রী) বিভিন্ন মত, অন্যমত, একজন এক প্রকার বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক দিয়া অন্যরূপ বলা।

মতানুজ্ঞা (স্ত্রী) ন্যায়দর্শনোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। ন্যায়দর্শনে যে ষোড়শপদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, নিগ্রহ স্থান তাহার মধ্যে একটী। এই নিগ্রহ স্থান আবার ২২ প্রকার। যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদী কোনরূপ দোষখ্যাপন করিলে সেই দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাভিমুখ পক্ষান্তরের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে।

"স্বপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষদোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা।"
(গৌতমসূ°)

যে স্থলে স্বপক্ষের দোষ বিচার দ্বারা স্থির করা যায় না এবং পরপক্ষের দোষের প্রসঙ্গ থাকে, তাহাকে মতানুজ্ঞা কহে।

মতাবলম্বন (স্ত্রী) একজনের মতগ্রহণ।

মতাবলম্বিন্ (ত্রি) যিনি কোন একটী মত অবলম্বন করেন। যথা—বৌদ্ধ-মতাবলম্বী।

মতাবেক (আরবী) উপযুক্ত, অনুরূপ, সদৃশ।

মতামত (দেশজ) মত ও অমত, কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া।

মতারি, সিন্ধুপ্রদেশে হায়দরাবাদ জেলার হালা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। হায়দরাবাদের ১৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৫´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ২৮´ ৩০´´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। এখানে তমাদারের সদর কাছারী, ধর্ম্মশালা, গবর্মেণ্ট স্কুল ও থানা আছে। নানাবিধ শস্য, তৈলকর বীজ, তুলা, চিনি ও কাটাকাপড়ের ব্যবসা চলে। প্রবাদ, ১৩২১ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শতবর্ষের প্রাচীন একটী সুন্দর জুমা মসজিদ্ ও তথায় দুইজন মুসলমান সাধুর কবর আছে। প্রতিবর্ষে শাবান মাসে মসজিদের সম্মুখে মেলা হয়, তাহাতে বহু মুসলমানের সমাগম হইয়া থাকে।

মতালক্ (আরবী) ১ সর্ব্বদা, সমস্ত। ২ হিন্দুস্থানের মত কথিত।

মতালেব্ (আরবী) ১ প্রার্থনা। ২ অনুরোধ। ৩ দাবী।

মতি (স্ত্রী) মন্যতেঽনয়েতি ইতি মন-ক্তিন্। ১ বুদ্ধি।

"মতিশ্চ বিবিধা লোকে শুভাশুভেতি সর্ব্বদা।" (কাশী° ১।১৭।১৯)

শুভ ও অশুভ ভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার। [বুদ্ধি দেখ।]

২ ইচ্ছা। ৩ স্মৃতি। (মেদিনী) ৪ আর্য্যা। ৫ মেধাবী। ৬ শাকভেদ। (শব্দমালা)

গরুড়পুরাণে মতিবৃদ্ধির ঔষধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পাঠা, ২ প্রকার জীরক, শুণ্ঠী, অশ্বগন্ধা, অজমোদক, বচ, ত্রিকটু ও লবণ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রসে ভাবনা দিতে হইবে। পরে ঐ চূর্ণ ঘৃত ও মধুযোগে সেবন করিলে মতি বা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। *

* "পাঠা দ্বে জীরকে শুণ্ঠীমশ্বগন্ধাজমোদকম্।
বচা ত্রিকটুকৈশ্চৈব লবণং চূর্ণয়েৎ সমম্।

মতিকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ বুদ্ধিকার্য্য। ২ মানসিক কার্য্য।

মতিগতি (স্ত্রী) ১ মনোভাব। ২ চিন্তার ভাব।

মতিগর্ভ (ত্রি) ১ বুদ্ধিমান্। ২ বিচক্ষণ।

মতিচিত্র (পুং) অশ্বঘোষের নামান্তর।

মতিচ্ছন্ন (ত্রি) ভ্রষ্টবুদ্ধি, কুমতি।

মতিদর্শন (ক্লী) অপরের বুদ্ধি বা মনোভাব জানিবার ক্ষমতা।

মতিদা (স্ত্রী) মতিং দদাতীতি দা-ক,স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ জ্যোতিষ্মতী লতা। ২ সিমুড়ীক্ষুপ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ মতিদাতা, বুদ্ধিদাতা।

মতিধ্বজ (পুং) শাক্যসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র।

মতিনার (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১।৯৪ অঃ)

মতিনিশ্চয় (পুং) বুদ্ধির নিশ্চয়তা, মতিস্থিরতা।

মতিপুর, (ম-তি-পু-লো) চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং-বর্ণিত একটী প্রাচীন জনপদ। অনেক পুরাবিদের মতে, রোহিলখণ্ডে বিজনোরের নিকট যে মণ্ডাবর নগর আছে, তাহাই প্রাচীন মতিপুর-রাজধানী। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস্ এখানকার অধিবাসিবৃন্দকে 'মথই' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

হিউএন্সিয়াং লিখিয়াছেন,—এখানকার রাজা শূদ্র জাতীয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা নাই। তাঁহার সময়ে এখানে ২০টী সঙ্ঘারাম ছিল ও তাহাতে ৮০০ জন শ্রমণ থাকিতেন, তাহারা সর্ব্বাস্তিবাদী। এতদ্ভিন্ন নানা দেবতার ৫০টী মন্দির ছিল।

মতিপুর-রাজধানীর প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম ছিল, তথায় থাকিয়া আচার্য্য গুণপ্রভ তত্ত্ববিভঙ্গশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

মতিপূর্ব্ব (অব্য°) বুদ্ধিপূর্ব্বক, বিবেচনার সহিত।

মতিভেদ (পুং) মতের্ভেদঃ। বুদ্ধির ভিন্নতা।

মতিভ্রংশ (পুং) ১ বুদ্ধিনাশ। ২ উন্মাদরোগ।

মতিভ্রম (পুং) মতের্ভ্রমঃ। বুদ্ধিভ্রংশ, পর্য্যায়—ভ্রম, মিথ্যামতি, ভ্রান্তি। (শব্দরত্না°) অজ্ঞানই একমাত্র মতিভ্রমের কারণ।

মতিভ্রান্তি (স্ত্রী) মতের্ভ্রান্তিঃ। বুদ্ধিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ।

মতিমৎ (ত্রি) মতির্বিদ্যতেহস্য মতুপ্। ১ বুদ্ধিমান্, সুধী। ২ শিশু। (ভারত ১৩। ১৭। ১১৩)

মতিরত্নমুনি, একজন বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত, জয়মাণিক্যর শিষ্য ও মতিসাগরের প্রশিষ্য। ইনি ভুবনগরে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে কুমারসম্ভবের একখানি অবচূরি প্রণয়ন করেন।

রাজীবনৈর্ভ্রাবিতক সর্পিষ্কুসমন্বিতম্।

সপ্তাহং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ মেধাবাং মতিং পরাম্॥"

(গরুড়পু° ১৯৮ অ°)

মতিরাজ, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মতিল (পুং) রাজভেদ।

মতিবর্দ্ধন (পুং) একজন বিখ্যাত টীকাকার, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে জীবিত ছিলেন।

মতিবিদ্ (ত্রি) মতিবিদ্-কিপ্। মতিমান্, মেধাবী, বুদ্ধিমান্।

মতিবিভ্রম (পুং) মতের্বিভ্রমোহত্র। ১ উন্মাদরোগ। ২ বুদ্ধিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ।

মতিশালিন্ (ত্রি) মত্যা শালতে শিনি। মেধাবী, বুদ্ধিশালী, বুদ্ধিমান্।

মতিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরয়মেষামতিশয়েন মতিমান্ ইতি মতিমৎ-ইষ্ঠন্, মতুপো লোপঃ। অতিশয় বুদ্ধিমান্।

মতীয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন মতিমান্ মতি-ঈয়সুন্, মতুপো লোপঃ। অতিশয় বুদ্ধিমান্।

মতীশ্বর (পুং) বিশ্বকর্ম্মার নামান্তর।

মতুথ (ত্রি) ১ মন্ত্রপাঠক। (ঋক্ ৩।১১।১৫) ২ মেধাবী। (নিঘণ্টু)

মতৌন্ধ, উঃ পঃ প্রদেশে বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে ইংরাজী স্কুল, থানা, ডাকঘর ও বাজার আছে। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে এখানে হাট হয়। হাটে তামাক, লবণ, নানাবিধ শস্য, তুলা ও চর্ম্মের ব্যবসা চলিয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে, এখানে রাজা ছত্রসালের সঙ্গে অনেক জৈনগুরুর যুদ্ধ হইয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানকার জমিদার মুরলী বাবু কএকজন ইংরাজকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ভূমিলাভ করিয়াছেন।

মৎক (পুং) মাদ্যতীতি মদ-কিপ্, ততঃ স্বার্থে কন্। ১ মৎকুণ, চলিত ছারপোকা, উকুন। মম অয়ং অস্মৎশব্দাদিদমর্থে কন্, মদাদেশশ্চ। (ত্রি) ২ মৎসম্বন্ধী।

"নৈতস্মাত্তং মৎকমিতি ক্রুবাণঃ সহস্রশোহসৌ সপথামশপ্যৎ।"

(ভট্টি ৩।৩২)

মৎকুণ (পুং) মাদ্যতীতি মদ-কিপ্, কুণতি ইতি কুণ-ক, ততঃ মশ্চাসৌ কুণশ্চেতি। কীটবিশেষ, চলিত ছারপোকা। পর্য্যায়—রক্তপায়ী, রক্তাঙ্গ, মঞ্চকাশ্রয়, উদ্দংশ। (রাজনি°)

"মৎকুণাবিব পুরা পরিপ্লবৌ সিন্ধুনাথশয়নে নিষেদুষঃ।

গচ্ছতঃস্ম মধুকৈটভৌ বিভোর্যস্য নৈদ্রসুখবিঘ্নতাং ক্ষণম্॥"

(শিশুপালবধ ১৪।৬৮)

২ নির্ব্বিষাণ হস্তী। ৩ নিঃশ্মশ্রু পুরুষ, চলিত মাকুন্দে, যে সকল পুরুষ মানুষের দাড়ী গোঁপ উঠে না। ৪ নারিকেল। (মেদিনী) ৫ জঙ্ঘামাত্র। (হেম)

মৎকুণা (স্ত্রী) অপ্রাপ্ত-লোম ভগ। (শব্দরত্না°)

মৎকুণারি (পুং) মৎকুণস্য অরিঃ, মৎকুণনাশকত্বাদস্য তথাত্বং। ১ ইন্দ্রাশন, চলিত সিদ্ধি। (শব্দমালা) ২ শণবৃক্ষ।

মৎকুণিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাযাছন্দ মাতৃভেদ। ইহার পাঠান্তর 'মৎকুলিকা' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

(ভারত শল্যপ০ ৪৭ অ০)

মৎকৃত (ত্রি) ময়া কৃতং ৩তৎপু০, অস্মৎশব্দস্য মদাদেশঃ। আমা কর্ত্তৃক কৃত, অনুষ্ঠিত।

মত্ত (পুং) মাদ্যতীতি মদ-কর্ত্তরি ক্ত। কমন্ মত্তহস্তী, যে হস্তীর মদক্ষরণ হইতেছে, চলিত মাথোঁভাঙ্গা হাতী। পর্য্যায়—প্রভিন্ন, গর্জ্জিত, মত্তক, অরথম। (শব্দরত্না০)

২ ধুস্তূর। ৩ কোকিল। ৪ মহিষাদ (রাজনি০) (ত্রি) ৫ মত্ততাবিশিষ্ট, সুরাপানে বিকলান্তঃকরণ, চলিত মোদো-মাতাল। পর্য্যায়—শৌণ্ড, উৎকট, ক্ষীব, মদোৎকট। (জটাধর)

"তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্।"

(দেবীভাগ০ ২।৮।৪) ৬ হৃষ্ট, আনন্দিত।

মত্তকাল (পুং) লাটদেশের একজন অধিপতি।

মত্তকাশি(সি)নী (স্ত্রী) মত্ত ইব ক্ষীব ইব কসতি গচ্ছতি মত্তকাসিনী কস-গতৌ গ্রহাদিত্বাৎ ণিনি-ঙীপ্। উত্তমা স্ত্রী। এই শব্দের শকার তালব্য ও দন্ত্য উভয়ই হইবে।

মত্তকীশ (পুং) মত্তঃ সন্ কীশো বানর ইব। হস্তী। (শব্দমালা)

মত্তগামিনী (স্ত্রী) মত্ত ইব গচ্ছতি গম-ণিনি-ঙীপ্। উত্তমা স্ত্রী। (ত্রি) ২ উন্মত্তের ন্যায় গমনশীল।

মত্তনাগ (পুং) মত্তঃ নাগঃ কর্ম্মধা০। মদোন্মত্ত হস্তী।

মত্তময়ূর (পুং) মত্তো ময়ূরো যস্মাৎ। ১ মেঘ, মেঘদর্শনে ময়ূর সকল উন্মত্ত হয়। ২ উন্মত্ত ময়ূর। ৩ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"বেদৈরন্ধ্রৈর্ম্তৌ যসগা মত্তময়ূরম্" (বৃত্তরত্না০)

এই ছন্দের ৬,৭,১০,১১ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু, এই ছন্দের ৪ এবং ৯ অক্ষরে যতি।

মত্তময়ূরক (পুং) যোদ্ধৃজাতিভেদ।

মত্তময়ূরনাথ, একজন প্রসিদ্ধ শৈবাচার্য্য, ইঁহার প্রকৃত নাম পুরন্দর। আমর্দ্দকতীর্থনাথের শিষ্য। বর্ত্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত রণোদ ও তাহার নিকটবর্ত্তী মত্তময়ূর নামক এক প্রাচীন স্থানে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে অবন্তিবর্ম্মা নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। রণোদ ও বিলহরি নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, অবন্তিবর্ম্মা আচার্য্য পুরন্দরের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া উপেন্দ্রপুর হইতে তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পুরন্দর মত্তময়ূর ও রণিপদ্র (বর্ত্তমান রণোদ) নামক স্থানে দুইটী শৈবমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। মত্তময়ূরে তিনি মঠাধিপতি ও প্রধান শৈবাচার্য্য ছিলেন বলিয়া 'মত্তময়ূরনাথ' নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

মত্তমাতঙ্গলীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ।

মত্তর (পুং) অস্মৎশব্দাৎ তরপ্-প্রত্যয়ঃ, মদাদেশশ্চ। আমা হইতে বা আপনা হইতে অধিক।

মত্তবারণ (স্ত্রী) মত্তং বারয়তীতি বৃ-ণিচ্-ল্যু। প্রাসাদ-বীথির বরণ্ড, চলিত—কোঠার বারাণ্ডা।

"বিন্যস্তরাধমঞ্জরির রাজতি মত্তবারণোপেতা" (কুট্টনীমত ৯)

২ অপাশ্রয়। ৩ প্রাঙ্গণাবরণ। (হেম) ৪ প্রাসাদবীথির কুত্তকুন্তবৃত্তি। ৫ পুষ্পচূর্ণ। (শব্দমালা) (পুং) যাহাতে সংবদ্ধত্বে পৃথক্‌বাক্যিতিঃ ইতি বারণ, বৃ-ণিচ্, কর্ত্তরি ল্যুট্, মত্তশ্চাসৌ বারণশ্চেতি। ৬ প্রাকৃতকাটকুবর, মত্তহস্তী। (হেম)

মত্তবিলাসিনী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকে।

মত্তা (স্ত্রী) মাদ্যতি মাদয়তীতি অন্তর্ভূতণ্যর্থাৎ মদধাতোঃ ক্ত, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মদিরা। (রাজনি০) ২ পঙ্‌ক্তি ছন্দের অন্তর্গত ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১০টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"জ্ঞেয়া মত্তা ম ভ স গ যুক্তা" (ছন্দোম০) এই ছন্দের ৫,৬,৭,৮,৯ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মত্তাক্রীড়া (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"মত্তাক্রীড়া মৌ ত্নৌ নৌ নল্ গিতি ভবতি বসুশরদশযতিযুতা"

(বৃত্তরত্না০)

এই ছন্দের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। এই ছন্দের ৮, ৫, ও ১০ অক্ষরে যতি।

মত্তালম্ব (পুং) আলম্বতে অপাবিত্যালম্বঃ, আলম্ব-কর্ম্মণি ঘঞ্, মত্তস্যালম্বঃ আশ্রয়ঃ। প্রাঙ্গণাবরণ, পর্য্যায়—অপাশ্রয়, প্রগ্রীব, মত্তবারণ। (হেম)

মত্তেভগমনা (স্ত্রী) মত্তেভস্য গমনমিব গমনং যস্যাঃ। স্ত্রী-বিশেষ, মত্তগজগামিনী। (হেম)

মত্তেভবিক্রীড়িত (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"সভরা স্নৌ যলগা ত্রয়োদশ যতি মত্তেভবিক্রীড়িতম্।" (বৃত্তর০)

এই ছন্দের ১, ২, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু এবং ত্রয়োদশ অক্ষরে যতি।

মৎ-বন্-লিন্, (মতোয়ান্‌লিন্)—একজন চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও চীন-মহাকোষের সম্পাদক। এই মহাগ্রন্থে 'বন্-হিন্-থুং-কও' অর্থাৎ 'প্রাচীন ইতিহাসের গভীর আলোচনা' নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণিত আছে।

মৎক্য (স্ত্রী) মৎকং আমং তত্র কর্ত্তব্যমিতি যৎ (মতজনহলাৎ করণজল্পকর্ম্মেষু। পা ৩। ৪। ৯৭) ইতি যৎ। ১ উৎ দেশের শ্যামীকরণাদি সাধনকালে।

"আত্মবাদাংস্তথৈব তথা মন্ত্রাভিজ্ঞেন মতোম।
মতীকয়োত্যেবং পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং প্রজ্ঞহতি॥"
(তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ২।১।৫)

'মতাং নাম কাষ্ঠং দেবতার শ্যামীকরণাদিসাধনকল্পকং' (সায়ণ) ২ বায়াদির মুখী, পর্য্যায়—বক্তী, চলিত ঝাঁট।

মৎলব (আরবী) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি।

মৎলবী (আরবী) মৎলবযুক্ত।

মৎলববাজ (আরবী) যে পরামর্শ করিতে পটু।

মত্ত, কর্থোক্তি, তক্রচালন। চুরাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ মন্ততে। লুঙ্ অমমন্ত।

মৎস (পুং) মাদ্যতীতি মদ্-বাহুলকাৎ সন্। মৎস্য।

মৎসগণ্ড (পুং) মৎসানাং গণ্ডোহত্র, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ব্যঞ্জন বিশেষ, চলিত মৎস্যঘণ্ট, পর্য্যায়—মৎস্যঘণ্ট। (শব্দচ০)

মৎসর (পুং) মদ্যতে ইতি মদ্ (কৃ গৃধাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩। ৭৩) ইতি সরন্, স চ কিৎ, যদ্বা মদা সরতীতি। ১ অন্য শুভদ্বেষ, অপরের ভাল দেখিলে তাহাকে হিংসা করা।

"ঈর্ষ্যায়ুক্তমনাস্মাত্ৰিতীয়বলি উৎকণম্।
নির্গর্ভসিহো নারীণাং সপত্নীষু হি মৎসরঃ॥"(কথাস°সা°৩২।৬৫)

২ ক্রোধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ অসহনপরসম্পত্তি, যাহা-দের পরের সম্পত্তি সহ্য হয় না, মাৎসর্য্যযুক্ত।

"ন মৎসরা নাস্তি শঠো নাস্তি মূঢ়া ন কামুকাঃ।"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১।২৩)

৪ কৃপণ। ৫ আত্মবিকারবিশেষ।

"নিন্দন্তি মাং সদা লোকা বিঘ্নং মম জীবনম্।
ইত্যাত্মনি ভবেদ্ যস্ত বিকারঃ স চ মৎসরঃ॥"
(শাক্ত ক্রিয়াযোগসার ১৬ অ০)

সকল লোকেই সর্ব্বদা আমার নিন্দা করে, অতএব আমার জীবনে বিঘ্ন, এই প্রকার আপনাতে যে বিকার, তাহাকে মৎসর কহে।

মৎসরবৎ (ত্রি) মৎসর-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। মৎসর-যুক্ত, মৎসরী।

মৎসরিন্ (ত্রি) মৎসরো হস্তিক্ষেত্রেহস্যেতি মৎসর-ইনি। অত্র শুক্লাহেয়া, পর্য্যায়—কর্ণেজপ, দুর্জ্জন, পিশুন, খল, নীচ, বিজিহ্ব, খল। (ক্লীব) যে সকল ব্যক্তি মৎসর-পরায়ণ, তাহারা নরকভোগের পর কীটযোনি লাভ করে।

"পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী।"
(মনু ১২।৬১)

মৎসর, রাজমহলের ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম দিয়া মানসিংহ রাজমহলে প্রবেশ করেন।

মৎস্য (পুং স্ত্রী) মাদ্যন্তি লোকা অনেনেতি মদ (অঘ্ন্যা-দীতি। উণ্ ৪।৫) ইতি স্যন্। জলাবস্থায় জলজন্তু, চলিত মাছ। ১ পর্য্যায়—পৃথুরোমা, ঝষ, মীন, বৈসারিণ, অণ্ডজ, বিসার, শকলী, শকুলী, জল-আশাপী, মৎসক, মূক, জলেশয়, কণ্টকী, শম্বী, মদ্গু, অনিমিষ, সুনী। ইহার গুণ—বৃংহণ, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, কফ-পিত্তকর, দীপ্তাগ্নির পক্ষে হিতকর, বাতদোষনাশক। বৃহৎ-মৎস্য—গুরু, গুরুপাক, মলবর্দ্ধক। ক্ষুদ্রমৎস্য—লঘু, গ্রাহী, গ্রহণী-রোগে হিতকর। ভৃষ্টমৎস্য লঘু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন ও অগ্নিদীপন। শাণ্ডঙ্গ মৎস্য—রোচনক; স্নিগ্ধ, গুরু ও বলবৰ্দ্ধক। ক্বথিতমৎস্য অর্থাৎ শুষ্কিমৎস্য—দোষবর্দ্ধক। শুষ্কমৎস্য—বিষ্টম্ভী, দুর্জ্জর লবণভাবিত মৎস্য অর্থাৎ যে মাছ নুনে মাখাইয়া রাখা হয়, তাহার গুণ—কফপিত্তকর, পাচক। সামুদ্রমৎস্য—লঘু, বৃষ্য, মধুর ও মলমলকারক। (রাজনি০)

সুশ্রুতে লিখিত আছে,—মৎস্য দুই প্রকার, নাদের ও সামুদ্র অর্থাৎ নদীজাত ও সমুদ্রজাত। রোহিত, পাঠীন, পাটলা, রাজীব, বর্মি (বানিমাছ), গোমৎস্য, কৃষ্ণমৎস্য, বাগুজার, মুরল, সহস্রদংষ্ট্র প্রভৃতি মৎস্য নদীজাত। এই সকল মৎস্য মধুর, গুরুপাক ও বায়ুনাশক, রক্ত-পিত্তকর, উষ্ণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ এবং অল্পমেদকর।

সরোবর ও তড়াগজাত মৎস্য সকল স্নিগ্ধকর এবং মধুর-রসবিশিষ্ট। মহাহ্রদজাত মৎস্য সকল বলকর। অল্পজলজাত মৎস্য বলকর নহে।

তিমি, তিমিঙ্গিল, কুলিশ, পাকমৎস্য, নিরালক, নন্দিবার-লক, মকর, গর্গরক, চন্দ্রক, মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি সামুদ্র মৎস্য। ইহারা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুর, অল্প পিত্তবৃদ্ধি-কর, উষ্ণ, বায়ুনাশক, বৃষ্য, মেদকর ও মেদবর্দ্ধক। সামুদ্রিক মৎস্যগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, এই জন্য উহারা বিশেষ বলকর।

চুণ্টী (ক্ষুদ্রজলাশয়) ও কূপজাত মৎস্য বায়ুনাশক বলিয়া সামুদ্রিক মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। বাপীজাত

মৎস্য স্নিগ্ধ, লঘুপাক ও গ্রাহ্য বলিয়া চুণ্টী ও কূপজাত মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। নদীজ মৎস্য মুখ ও পুচ্ছ সঞ্চালনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগজাত মৎস্যের শিরোদেশ অতিশয় লঘু। যে সকল মৎস্য মৃত্তিকার অল্পে চরিয়া বেড়ায় এবং উৎসের জলপান করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদের শিরোদেশের অল্পাংশ ভিন্ন অপর সমস্ত শরীরই অতিশয় গুরুপাক। সরোবরজাত মৎস্যের অধোভাগ সর্ব্বদাই গুরুপাক এবং উরোদেশ-সঞ্চালনপূর্ব্বক ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাদের পূর্ব্ব অঙ্গ অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ লঘু জানিতে হইবে।

এই সকলের মধ্যে শুষ্ক (শুঁটকিমাছ), পচা, শীতিক, বিষাক্ত, সর্প দ্বারা হত, বিষলিপ্ত, অস্ত্রাদি দ্বারা বিদ্ধ, জীর্ণ, কৃশ, বাল এবং স্ব স্ব প্রকৃতির বিপরীতাচারী মৎস্য সকল অভক্ষ্য। (সুশ্রুত সূত্রস্থা০ [illegible] অ০)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, হেমন্তকালে কূপজ মৎস্য, শিশিরকালে সরোবরজাত মৎস্য, বসন্ত কালে নদের মৎস্য, গ্রীষ্মকালে চুণ্টীজাত মৎস্য, বর্ষাকালে তড়াগজ মৎস্য এবং শরৎকালে নৈর্ঝর মৎস্য বিশেষ উপকারক। কিন্তু বর্ষাকালে নদের মৎস্য ভক্ষণ করা উচিত নহে।

কূপজ মৎস্য—গুরু, মূত্র, কুষ্ঠ এবং কফবর্দ্ধক। সরোবরজাত মৎস্য—মধুররস, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক। নদের মৎস্য—শরীরের অপচয়কারক, গুরু এবং বায়ুনাশক, রক্তপিত্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং মলের অল্পতাকারক। চুণ্টীজাত মৎস্য—পিত্তকারক, স্নিগ্ধ, মধুররস, লঘু এবং শীতবীর্য্য। তড়াগজ মৎস্য—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, বল ও মূত্রজনক। নির্ঝরজাত মৎস্য—তড়াগজ মৎস্যের ন্যায় গুণকারক, অধিক বল, পরমায়ু, বুদ্ধি ও দৃষ্টিজনক।

ক্ষুদ্রমৎস্য—মধুররস, ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, রুচিকারক এবং বলজনক। এই মৎস্য সকল প্রকারে হিতকর। অতি ক্ষুদ্র মৎস্য—পুংস্ত্বনাশক, রুচিজনক, এবং কাস ও বায়ুনাশক। মৎস্যডিম্ব—অত্যন্ত শুক্রজনক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, কফ, মেদ, মল, বল ও গ্লানিজনক এবং প্রমেহনাশক। শুঁটকী মাছ—দুর্গন্ধ, মলবর্দ্ধক এবং বলকর নহে। দগ্ধ মৎস্য অর্থাৎ পোড়া মাছ—শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, পুষ্টিকর এবং বলবর্দ্ধক। (ভাবপ্র০)

মৎস্যের মধ্যে রোহিত ও মদ্গুর (মাগুর) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "কফপিত্তকরা মৎস্যা রোহিতং মদ্গুরং বিনা।" (স্মৃতি) রোহিত ও মদ্গুর ভিন্ন সকল মৎস্যই কফ ও পিত্তবর্দ্ধক।

[বিভিন্ন জাতীয় বহু প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল মৎস্যের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

নরসিংহপুরাণে মৎস্যের উৎপত্তি-কারণ এইরূপ লিখিত আছে,—মিত্র ও বরুণ এই দুই দেবতা একদা যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় সখীদিগের সহিত উর্ব্বশী এক সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছিল। মিত্রাবরুণ সখীদিগের সহিত এই বারাঙ্গনাকে দেখিয়া নিতান্ত মোহিত হন। ক্রমে ইহাদিগের সুস্বর গীত, হাব, ভাব ও কটাক্ষ দ্বারা অতিশয় পীড়িত হইলে এই দুই দেবতার রেতঃস্খলন হয়। এই রেতঃ কমল, স্থল ও জল এই তিন স্থানে পতিত হয়। কমলে যে রেতঃ পতিত হয়, তাহা হইতে বশিষ্ঠ, স্থলে অগস্ত্য এবং জলে যাহা পতিত হইয়াছিল, তাহাতে মৎস্যের উৎপত্তি হইল *।

মনুতে মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে,—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মাৎ মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (মনু ৫।১৫)

মৎস্যভোজনকারী সকল মাংসভোজীর তুল্য, অতএব

* "একদা মিত্রাবরুণৌ যাজন্তৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
তত্র দেশং গতৌ দেবৌ বিচরন্তৌ যদৃচ্ছয়া ॥
তাভ্যাং তত্র তদা দৃষ্টা উর্ব্বশী তু বরাপ্সরাঃ।
ক্রীড়ন্তী সহিতান্যাভিঃ সখীভিঃ সা বরাননা ॥
গায়ন্তী চ হসন্তী চ বিমলা নির্ম্মলে জলে।
মৌক্তিকস্তবকাঢ্যা বিস্তৃতজঘনোরসা ॥
পদ্মপত্রবিশালাক্ষী সুকেশী শুভ্রভাষিণী।
পদ্মকুন্দেন্দুধবলৈর্দ্দন্তৈর্বিরাজিতা সদা ॥
সুনাসা সুবাসা সুদতী সুললাটা মনস্বিনী।
নিম্ননাভিস্তনতটী পীনোরুজঘনস্থলী ॥
মধুরালাপচতুরা সুমধ্যা চারুহাসিনী।
সুবর্ণকমলরুচা তন্বী সুশ্রোণী নিম্ননাভিকা।
পূর্ণচন্দ্রনিভা বালা মত্তদ্বিরদগামিনী।
দৃষ্ট্বা তদাঙ্গসৌন্দর্য্যং তৌ দেবৌ বিস্ময়ং গতৌ ॥
তস্যা হাস্যেন লাস্যেন বিলাসেন গতেন চ।
মৃদুনা মধুরা চৈব সৈকতালাপভঙ্গিনা ॥
মদমন্থরগীতেন পুংস্কোকিলরুতেন চ।
সুস্বরেণ হি গীতেন উর্ব্বশ্যা মধুরেণ চ ॥
ক্ষোভিতৌ ॥ কটাক্ষেণ কামমুগ্ধাবুভাবপি।
তত্রৈব পতিতং রেতঃ কমণ্ডল্বাং স্থলে জলে ॥
কমণ্ডল্বাং বশিষ্ঠশ্চ জাতো হি মুনিসত্তমঃ।
স্থলে ত্বগস্ত্যঃ সংভূতো জলে মৎস্যো মহাদ্যুতিঃ ॥"
(নরসিংহপুরাণ ৬ অ০)

হইয়াছি, আপনি আমাকে এই ভয় হইতে উদ্ধার করুন। আপনি এই উপকার করিলে আমিও ইহার প্রত্যুপকার করিব। বৈবস্বত মনু মৎস্যের এই কথা শুনিয়া চন্দ্রাংশুপ্রভ মৎস্যকে উদক হইতে তীরে আনিয়া এক অলিঞ্জরে রাখিয়া দিলেন। এই মীন মনুদেবের সংকৃত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনুও তাহার প্রতি যথেষ্ট পুত্রবাৎসল্য দেখাইতে লাগিলেন। পরে এই মৎস্য দীর্ঘকালে এমন মহান্ হইয়া উঠিল যে সেই অলিঞ্জরে তাহার দেহের সমাবেশ হইল না। তখন সেই মৎস্য মনুকে দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিল, ভগবান্! আপনি একণে আমার নিমিত্ত কোন অন্য উত্তমস্থান নিরূপণ করুন। তখন ভগবান্ মনু ঐ মৎস্যকে সেই অলিঞ্জর হইতে উদ্ধৃত করিয়া এক বৃহৎ বাপীতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সেই মৎস্য বহু বর্ষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই বাপীর দৈর্ঘ্য দুই যোজন ও বিস্তার এক যোজন। কিন্তু পরে মৎস্য এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইল যে, তাহাতেও তাহার শরীরসঞ্চালনে সুবিধা হইল না। অনন্তর মৎস্য একদা মনুকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, পিতঃ! আপনি আমাকে গঙ্গায় লইয়া চলুন। আমি তথায় বাস করিব, এই স্থানেও আমার দেহের স্থান হইতেছে না। আপনি আমার যত্ন অনেক করিয়াছেন, আপনার স্নেহেই আমি এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইয়াছি। এখন আপনার যাহা সুবিবেচিত হয়, তাহাই করুন। মনু মৎস্যের এই কথা শুনিয়া তাহাকে সেই স্থান হইতে লইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। সেই মৎস্য তথায় কিছুকাল থাকিয়া বর্দ্ধিত হইল এবং পুনর্ব্বার মনুকে দেখিয়া কহিল, প্রভো! আমার বৃহৎ-কায় হেতু গঙ্গাতেও শরীর চালনা করিতে পারিতেছি না, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে সমুদ্রে লইয়া চলুন। পরে মনু স্বয়ং তাহাকে গঙ্গাসলিল হইতে তুলিয়া সমুদ্রে আনয়নপূর্ব্বক তথায় নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রকাণ্ড বৃহৎ মৎস্য বহিয়া লইয়া যাইতে মনুর কোন কষ্ট হয় নাই, কারণ ইহার ভার অভিপ্রায়ানুরূপই হইয়াছিল এবং তাহার স্পর্শ ও গন্ধ সুখকর।

মৎস্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া মনুকে কহিল, ভগবন্! আপনি আমাকে বিশেষরূপে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন. অতএব উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে আপনার যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। প্রলয়ের কাল নিকটবর্ত্তী, অচিরেই এই পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ প্রলয়সলিলে নিমগ্ন হইবে। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি অজ্ঞ, কি চেতন সকলেরই জীবন কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনার যাহা বিশেষ হিতকর, তাহা আপনাকে জানাইতেছি, আপনি একখানি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন, সেই নৌকায় আপনি সপ্তর্ষির সহিত আরোহণ করিবেন। পূর্ব্বে দ্বিজগণ যে সকল বীজের কথা বলিয়াছিলেন, আপনি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া ঐ নৌকায় তুলিয়া লইয়া বিভাগক্রমে রক্ষা করিবেন। পরে আপনি নৌকায় থাকিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবেন। আমি তখন শৃঙ্গযুক্ত হইয়া আসিব। আপনি আমার শৃঙ্গ দেখিলেই আমাকে জানিতে পারিবেন। আমি যেরূপ কহিলাম, আপনি তাহাই করিবেন। কারণ আপনি আমা ব্যতীত তাদৃশ অর্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। আপনি আমার কথায় কোনরূপ শঙ্কা করিবেন না। বৈবস্বত মনু তাহাই করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে মনু ও মৎস্য পরস্পর অনুজ্ঞাত হইয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর মনু মৎস্য যেরূপ কহিয়াছিল, তদনুসারে সর্ব্বপ্রকার বীজ লইয়া এক বৃহৎ নৌকায় সমুদ্রে ভাসমান হইলেন। পরে তিনি মৎস্যকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন সেই মৎস্য তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া শৃঙ্গিরূপে তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইল। মনু সেই জলার্ণবে তদ্রূপ প্রবাহগামী শৃঙ্গিরূপে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্ছ্রিত দেখিয়া তাহার মস্তকস্থিত শৃঙ্গে নৌকার পাশ বন্ধন করিলেন। নৌকা জলমধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। পাশসংযুক্ত মৎস্য সেই নৌকাস্থিত মনু প্রভৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ তরণীকে লবণজল মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই তরণী তাদৃশ জলার্ণব মধ্যে প্রচণ্ড সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া মত্ত চপলা স্ত্রীর ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমি বা দিক্‌বিদিক্ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক সকলই জলময় হইয়াছিল। জগৎ এইরূপে জলাকীর্ণ হইলে কেবলমাত্র মৎস্য, মনু ও সপ্তর্ষি দৃষ্টিগোচর রহিলেন। এইরূপে সেই মৎস্য নিরলস হইয়া বহু বৎসরকাল তাদৃশ জলসমূহ মধ্যে আকর্ষণ করিল। পরিশেষে হিমালয় শিখর যে শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ তাহার সমীপে আকর্ষণ করিয়া আনিল। অনন্তর সেই মীন ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ঋষিদিগকে কহিল, আপনারা এই হিমালয়-শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করুন, বিলম্ব করিবেন না। তখন ঋষিগণ মৎস্য-বাক্যশ্রবণে সত্বর হইয়া সেই হিমালয়শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিলেন। অদ্যাপিও হিমালয়ের সেই শৃঙ্গ নৌবন্ধন নামে খ্যাত আছে।

তখন মৎস্য সেই সমবেত ঋষিদিগকে সম্বোধন করিয়া

কিন্তু সে এক এক করিয়া সমুদয়ই ব্যাপ্ত করিল। রাজা অবশেষে সেই মৎস্যকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত লইয়া গেলেন। নৃপতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, শফরী কহিল, রাজন্! অধিক বলশালী মৎস্য সকল আমাকে ভক্ষণ করিবে, অতএব এই সাগরজলে আমাকে নিক্ষেপ করিবেন না।

বৃহৎকায় মধুরভাষী মৎস্য এইরূপ অনুনয়বাক্য বলিলে সত্যব্রত তাহাকে কহিলেন, মৎস্যরূপে আমাদিগকে মোহিত করিতেছেন, আপনি কে? আমরা এইরূপ বীর্য্যশালী জলচর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। আপনি একদিনে শতযোজন বিস্তৃত সরোবর ব্যাপ্ত করিলেন, আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি। ভূতগণের মঙ্গলের জন্য এই জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার, বিভো! আপনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, আর মাদৃশ বিপদ্গ্রস্ত ভক্তজনের মুখ্য আত্মা ও আশ্রয়। আপনি লীলাচ্ছলে যে যে অবতার রূপ ধারণ করেন, সে সমুদায়ই প্রাণিগণের সমৃদ্ধির কারণ। আপনি যে উদ্দেশে এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। রাজা সত্যব্রত ইত্যাদিরূপে বিবিধ স্তুতি করিলে পর মৎস্যরূপী বিষ্ণু তাঁহাকে কহিলেন, হে অরিন্দম! অদ্য হইতে ৭ দিবস মধ্যে ত্রৈলোক্য প্রলয়-জলধিজলে নিমগ্ন হইবে। ত্রৈলোক্য যখন প্রলয়জলে মগ্ন হইতে থাকিবে, আমি সেই সময়ে এক বৃহৎ নৌকা প্রেরণ করিব। ঐ নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি যাবতীয় ওষধি, ক্ষুদ্র ও বৃহদ্বীজ এবং সমুদায় প্রাণী লইয়া সপ্তর্ষিগণের সহিত ঐ নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক ঋষিদিগের ব্রহ্মতেজোবলে আলোকহীন একমাত্র সাগরে সুস্থিরচিত্তে ভ্রমণ করিবে। যখন প্রচণ্ড বায়ু নৌকাকে আন্দোলিত করিবে, তখন আমি স্বয়ং উপস্থিত হইব। তুমি মহাসর্প দ্বারা ঐ নৌকা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিবে। আমি ঋষিদিগের এবং তোমার সহিত নৌকা আকর্ষণ করিয়া যতকাল ব্রহ্মার নিশাবসান হয়, ততদিন সমুদ্রে বিচরণ করিব এবং ঐ সময় তোমাকে পরব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিব। মৎস্যরূপী বিষ্ণু রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিষ্ণু যতদিন আজ্ঞা করিয়া গেলেন, রাজা ততদিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সত্যব্রত অবলোকন করিলেন,—সমুদ্রধারাবর্ষী বর্দ্ধিত মহামেঘ কর্ত্তৃক বেলা আক্রমিত হইয়া সমাগতে পৃথিবী প্লাবিত হইল। ভগবন্ যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সত্যব্রত সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক সুবৃহৎ নৌকা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, রাজা যাবতীয় বৃক্ষাদি ও প্রাণিগণ লইয়া ঋষিদিগের সহিত ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। মুনিগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, এই সময় একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে চিন্তা কর, তিনিই মঙ্গলবিধান করিবেন।

অনন্তর রাজা যখন ভগবান্কে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন মহাসাগর মধ্যে এক শৃঙ্গধারী অযুত যোজন বিস্তৃত স্বর্ণময় মৎস্য আবির্ভূত হইল। নৃপতি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে সর্পরজ্জু দ্বারা নৌকা বন্ধন করিয়া মধুসূদনের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা কহিলেন, অবিদ্যা দ্বারা যাহাদিগের আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতরাং অবিদ্যামূল সংসারশ্রমে যাহারা ক্লিষ্ট হইতেছে, তাহারা এই সংসারে যাঁহার অনুগ্রহে আমার নিজ নিজ কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া যাঁহার সেবা দ্বারা সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আপনি সেই মুক্তিপ্রদ পরম গুরু হইয়া আমাদিগের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করুন। যেরূপ সোণা অগ্নিসংস্পর্শে নির্ম্মল হয়, এবং স্বকীয় বর্ণ লাভ করে, সেইরূপ পুরুষ যাঁহার সেবা করিয়া আমার মলস্বরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ এবং স্বরূপ উপার্জ্জন করে, সেই ঈশ্বর আপনি আমার গুরু হউন। এইরূপ বিবিধ স্তব করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি জ্ঞানলাভের জন্য আপনার শরণাগত হইলাম, ভগবন্! পরমার্থপ্রকাশক বাক্য দ্বারা হৃদয়রূঢ় গ্রন্থিরূপ অহঙ্কারাদি ছেদন করুন।

রাজা এই কথা বলিলে ভগবান্ সাগর-সলিলে মৎস্যরূপে বিহার করিতে করিতে রাজর্ষি সত্যব্রতকে তত্ত্বোপদেশ ও সাংখ্যযোগক্রিয়াসমন্বিত দিব্য পুরাণ এবং আত্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন।

নৃপতি ঋষিদিগের সহিত নৌকাতে উপবেশন করিয়া ভগবানের মুখে সংশয়হীন আত্মতত্ত্ব এবং সনাতন বেদ শ্রবণ করিলেন।

অনন্তর প্রলয়ের অবসান হইলে বিষ্ণু হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রত্যর্পণ করিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন রাজা সত্যব্রত বিষ্ণুর প্রসাদে বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত হন। ইঁহার পূজাদির বিষয় মেরুতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

এই অবতার সত্যযুগে। ইঁহার রূপ—নাভির অধোদেশ রোহিতমৎস্যের তুল্য এবং আকণ্ঠ মনুষ্যাকার, বর্ণ ঘনশ্যাম, চতুর্ব্বাহু। চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। মস্তক মুনিমৎস্য তুল্য, বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীবিরাজিত, সর্ব্বাঙ্গে পদ্মের চিহ্ন ও সুন্দর লোচনযুক্ত।

"নাভ্যধোরোহিতসম আকণ্ঠঞ্চ নরাকৃতিঃ।
ঘনশ্যামশ্চতুর্ব্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥
শৃঙ্গিমৎস্যানিভো মূর্দ্ধা সদাবক্ষোবিরাজিতঃ।
পদ্মচিহ্নিতসর্ব্বাঙ্গঃ সুন্দরশ্চারুলোচনঃ ॥"
(মেরুতন্ত্র ২৮ প্র০)

মৎস্যরূপী বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, 'ওঁ নমো ভগবতে মৎস্যায়' এই মন্ত্রে মৎস্যদেবের পূজাদি করিতে হয়। বৈশাখ, কার্ত্তিক, মাঘ ও অগ্রহায়ণ মাসে ইঁহার পূজা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।*

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে মৎস্যাবতার মূর্ত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—মৎস্যমূর্ত্তি ছত্রিশ আঙ্গুল দীর্ঘ ও ঊর্দ্ধে তদুপযুক্ত বিস্তৃত। ইহার পুচ্ছদেশের মান দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংশ। ইহা কিঞ্চিৎ বক্রভাবে নির্ম্মাণ করিতে হয়। মূর্ত্তিটী বিবৃতানন রোহিতাকৃতি হইবে। এইরূপ বিধি অনুসারে নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে ইহার আপাদ-মস্তক নারায়ণরূপে কল্পনা করিয়া যদি কোন মানব একটী মৎস্যও যথাবিধি স্থাপন করে, তবে তাহার সর্ব্বমঙ্গললাভ ও সর্ব্ব বিপদ্ বিদূরিত হয়।*

যদি কেহ সুবর্ণের মৎস্য প্রস্তুত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীদানের ফল হয়। মৎস্যপুরাণে ইহার দানবিধি লিখিত আছে।

৬ শিলাভেদ। ব্রহ্মপুরাণের মতে যে শিলা তিনটী বিন্দুযুক্ত কাঞ্চনবর্ণ ও দীর্ঘাকার, তাহাই মৎস্যাখ্য শিলা। এই শিলার অর্চ্চনায় ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। (১) স্থানান্তরে কাঞ্চনবর্ণ স্থানে কাংস্যবর্ণের ও উল্লেখ আছে। (২)

পদ্মপুরাণের মতে, মৎস্যাদি তিনটী শিলাই শ্যামবর্ণ, তিলক, ও সুচিহ্নিত। এই শিলাত্রয়ের দর্শনে সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। এই পুরাণে মৎস্যমূর্ত্তি শিলা কাচবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (৩)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—যে শিলা দীর্ঘ, যাহার মধ্যে চক্রে চিহ্নিত, যাহার একটী চক্র পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাকৃতি ও বামে রেখা দেখা যায়, তাহাই মৎস্যমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি শুভপ্রদ। (৪)

পুরাণসংগ্রহের মতে—তিনটী বিন্দু ও শঙ্খ-চক্র-পদ্ম চিহ্নিত দীর্ঘাকার দক্ষিণাস্য শিলাচক্রই মৎস্যচক্র। (৫)

মৎস্যসূক্তে দেখিতে পাই,—মৎস্যাকৃতি দীর্ঘাকার এবং মস্তকে চিহ্নযুক্ত চক্রই মৎস্যচক্র বা মৎস্যমূর্ত্তি শিলা। (৬)

তন্ত্রমতে মৎস্য পঞ্চ মকারের তৃতীয় মকার বলিয়া উল্লিখিত।

"প্রথমন্ত ভবেন্মদ্যং মাংসঞ্চৈব দ্বিতীয়কম্।
মৎস্যঞ্চৈব তৃতীয়ং স্যান্মুদ্রা চৈব চতুর্থিকা।
পঞ্চমং মৈথুনং বিদ্যাৎ পঞ্চৈতে মাযতঃ স্মৃতাঃ ॥" (প্রাণতোষিণী)

কুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডের সপ্তদশ পটলে মৎস্যশব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—মায়া, মদ প্রভৃতির প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্টবিধ দুঃখের বিনাশন হয় বলিয়া ইহার নাম মৎস্য। (১)

মৎস্যক (পুং) মৎস্য স্বার্থে কন্। ক্ষুদ্র মৎস্য।

মৎস্যকরণ্ডিকা (স্ত্রী) মৎস্যানাং করণ্ডিকেব। মৎস্যরক্ষণ-পাত্র, চলিত খালুই, মাছেরধারা। পর্য্যায় মৎস্যধানী, কুবেণী। (জটাধর)

মৎস্যগন্ধা (স্ত্রী) মৎস্যস্যেব গন্ধো যস্যাঃ, ছান্দসাদিত্বা-দিত্বাভাবঃ। লাঙ্গলী বৃক্ষ, জলপিপ্পলী। (রাজনি০)

২ ব্যাসমাতা। মহাভারতে লিখিত আছে—

---

* "এক এবাক্ষরসংকোবতারঃ কক আদিবে।
তস্য মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
তারো নমো ভগবতে মৎস্যায় মন্ত্রঃ ঘদেৎ।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রোঽয়ং মুনির্ব্রহ্মা সমীরিতঃ ॥
গায়ত্রীচ্ছন্দ উদিতং দেবতা মীনবিগ্রহঃ।
ভগবান্ শঙ্খচীনাখ্যো বীজং শ্রীশক্তিকীলকম্।
জপেৎ দ্বাদশ সাহস্রং ত্রিমধ্যকৈস্তিলৈর্হুনেৎ।
প্রত্যহং তদ্দশাংশেন বৈশাখে কার্ত্তিকে তথা।
মাঘে চ মার্গশীর্ষে চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আরভ্য কাত্যহনস্তৈ বা যোড়শাহকম্ ॥" ইত্যাদি।
(মেরুতন্ত্র ২৮ প্রকাশ)

* অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মৎস্যাদীনাঞ্চ লক্ষণম্।
ষট্ত্রিংশদঙ্গুলায়ামঃ ঊর্দ্ধে ন তু প্রবিস্তৃতম্।
দৈর্ঘ্যাষ্টমাংশসংযুক্ত-পুচ্ছং বক্রঞ্চ কারয়েৎ।" (ইত্যাদি হয়শীর্ষ)

(১) "দীর্ঘা কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা।
মৎস্যাখ্যা সা শিলা প্রোক্তা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥" (ব্রহ্মপু০)

(২) "মৎস্যরূপস্ত দেবেশ দীর্ঘাকারস্তু যদ্ভবেৎ।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাংস্যবর্ণং সুশোভনম্ ॥" (ব্রহ্মপুরাণ)

(৩) "অথো মৎস্যাদয়ঃ শ্যামা তিলকাঃ শ্যামসংযুতাঃ।
তেষাং সন্দর্শনাদেব সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥
মৎস্যরূপস্তু দেবস্য দীর্ঘাকারঃ সুপূজিতম্।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাচবর্ণং সুশোভনম্ ॥" (পদ্মপু০)

(৪) "দীর্ঘরাত্রযুতা রেখা দ্বারমধ্যে চ চক্রযুক্।
চক্রমেকং পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাকৃতিঃ।
বামে প্রদৃশ্যতে রেখা মৎস্যমূর্ত্তিঃ শুভপ্রদা ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

(৫) "বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং চক্রঞ্চ শঙ্খলাঞ্ছিতম্।
দীর্ঘং দক্ষিণবামাক্ষ মৎস্যচক্রং সমাপনম্ ॥" (পুরাণস০)

(৬) "মৎস্যাকৃতিস্তথা মৎস্যমূর্ত্তি চিহ্নং সমীরিতম্ ॥" (মৎস্যসূক্ত)

(১) মদমানাদিশমনান্মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।
অষ্টদুঃখাদিবিনাশনাচ্চ মৎস্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥" (কুলার্ণব)

উপরিচর নামে ধর্ম্মনিষ্ঠ এক মহীপতি ছিলেন। তাঁহার আর একটী নাম বসু। তিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে ইন্দ্র ভীত হইয়া এই নৃপতিকে নানাপ্রকারে প্রলোভিত করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করান। তাঁহাকে নানাবিধ উপহার, আকাশগামী রথ ও বৈজয়ন্তীমালা প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করেন। এই বসু নৃপতির পাঁচটী পুত্র হয়। এই পুত্র সকল স্ব স্ব নামে দেশ ও রাজধানী স্থাপন করেন।

মহীপতি বসুরাজ যখন ইন্দ্রপ্রদত্ত স্ফটিকময় বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন, তখন অপ্সরোগণ আসিয়া তাঁহার সেবা করিত। তিনি এই রথে আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন, এইজন্য উপরিচর নামে খ্যাত হন। তাঁহার রাজধানীর সমীপে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল, কোলাহল নামে এক সচেতন পর্ব্বত কামোন্মত্ত হইয়া তাহাকে রোধ করিল। বসু নৃপতি সেই কোলাহল পর্ব্বতকে পদাঘাত করিলেন, তাঁহার পদপ্রহারে যে বিবর হইল, তাহা দ্বারা শুক্তিমতী নদী নির্গত হইল। কোলাহল পর্ব্বতের সহযোগে সেই নদীতে এক পুত্র ও কন্যা জন্মিল। নদী রাজকর্ত্তৃক উপকৃতা হইয়া তাঁহাকে সেই পুত্র ও কন্যা প্রদান করিলেন। রাজা বসু সেই নদীপুত্রকে সেনাপতি এবং গিরিকা নাম্নী গিরিকন্যাকে মহিষী করিলেন।

একদা গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া গর্ভাধানের জন্য রাজার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সেই দিন বসুর পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে মৃগয়ার জন্য আদেশ করিলেন। রাজা বসু পিতৃগণের আদেশ অতিক্রম না করিয়া মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অসামান্য-রূপযৌবনসম্পন্না গিরিকা তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণপথে আসিতে লাগিল। একে বসন্তকাল, তাহাতে কাননে নানাবিধ পুষ্প বিকসিত এবং কোকিলের কূজন ইহাতে তিনি অতিশয় মন্মথ-বশবর্ত্তী হইয়া এক অশোক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। সেই স্থানে তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল। রাজা ঐ স্খলিত রেতঃ বৃক্ষপত্রে ধারণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিরূপে আমার এই রেতঃ ও পত্নীর ঋতু ব্যর্থ না হয়। পরে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, আমার এই রেতঃ অব্যর্থ, কোন প্রকারে এই রেতঃ মহিষীর নিকট প্রেরণ করা আবশ্যক, কারণ তাহার গর্ভাধানের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। পরে রাজা মহাত্মা সেই শুক্রের সংস্কার করিয়া সমীপবর্ত্তী শীঘ্রগামী এক শ্যেন-পক্ষীকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি আমার উপকারার্থ এই শুক্র আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাও। অদ্য আমার পত্নী গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়াছে, তাহাকে ইহা প্রদান কর। বেগবান্ শ্যেন সেই শুক্র লইয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া বেগে গমন করিল। গমনকালে ঐ শ্যেনকে আর একটী শ্যেনপক্ষী দেখিতে পাইল এবং তাহার তুণ্ডে আমিষ বোধ করিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অনন্তর সেই আকাশপথেই তাহাদের তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে শ্যেনমুখস্থিত শুক্র যমুনাজলে নিপতিত হইল। অদ্রিকা নামে বিখ্যাতা এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপা হইয়া ঐ যমুনাজলে অবস্থিতি করিত। বসু নৃপতির বীর্য্য শ্যেনমুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় পতিত হইবামাত্র ঐ মৎস্যরূপিণী অদ্রিকা তাহা গ্রহণ করিল। তাহার পর দশম মাসে একদিন মৎস্যজীবীরা সেই মৎস্যকে ধরিল। পরে তাহার উদর হইতে একটী পুত্র ও একটী কন্যা পাইয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ! মৎস্যের শরীর মধ্যে এই দুই মনুষ্য জন্মিয়াছে। তখন উপরিচর রাজা উভয়ের মধ্যে বালককে গ্রহণ করিলেন। ঐ মৎস্যজাত বালক পরে মৎস্য নামে রাজা হইয়াছিলেন।

অপ্সরা ক্ষণকাল মধ্যেই শাপবিমুক্তা হইল। কারণ, পূর্ব্বে যখন অদ্রিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া মীনযোনিতে পতিত হয়, তখন ভগবান্ বলিয়াছিলেন, দুইটী মানব প্রসব করিলেই তোমার শাপ মোচন হইবে।

এদিকে রাজা বসু মৎস্যগন্ধবতী মৎস্যগর্ভজাত কন্যাকে ধীবরের নিকট সমর্পণ করিলেন ও কহিলেন, এই কন্যা তোমার দুহিতা হইবে। এই কন্যা ধীবরগৃহে পালিত হইয়াছিল, এবং ইহার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ ছিল, এই জন্য ইহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল।

এই কন্যা মৎস্যঘাতীর গৃহে পালিতা হইয়া নৌবহনাদি কর্ম্ম করিত। একদা মৎস্যগন্ধা পিতার আজ্ঞাক্রমে নৌকাবহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এমন সময় তীর্থযাত্রায় বহির্গত পরাশর ঋষি নদী পার হইবার জন্য তাহার নৌকায় আরোহণ করিলেন। পরে পরাশর ইহার অলোকসামান্য রূপ দেখিবামাত্র কাম-মোহিত হইলেন ও তাহাকে কহিলেন, কল্যাণি! আমার মনোরথ পূর্ণ কর। ইহাতে কন্যা কহিল, ভগবান্! দেখুন নদীর উভয় পারে ঋষিগণ আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন কিরূপে আমাদের সঙ্গম হইতে পারে। মৎস্যগন্ধা এইরূপ আপত্তি করাতে ভগবান্ পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিলেন। তখন সমুদয় দেশে অন্ধকার হইল।

অনন্তর মহর্ষি কর্ত্তৃক সৃষ্ট নীহার সন্দর্শন করিয়া মৎস্যগন্ধা বিস্মিতা ও লজ্জাভিভূতা হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃ-বশবর্ত্তিনী কন্যা, আমার বিবাহ হয় নাই, আপনার সহিত সমাগমে আমার কন্যাভাব দূষিত হইবে। কন্যাভাব দূষিত হইলে কি প্রকারে আমি গৃহে যাইব এবং তথায় আমার বাস করা কঠিন হইবে, অতএব আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা হয়, তাহা আমার প্রতি আদেশ করুন। মৎস্যগন্ধা এইরূপ কহিলে ঋষি প্রীত হইয়া কহিলেন, আমার সংযোগে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না, হে ভীরু! তোমার যাহা অভিলাষ হয়, তাহা বরপ্রার্থনা কর, আমার প্রসন্নতা কখন নিষ্ফল হয় না। এই কথা শুনিয়া মৎস্যগন্ধা প্রথমে স্বীয় গাত্রে উত্তম সৌগন্ধ প্রার্থনা করিলে, মুনি তথাস্তু বলিয়া সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর মৎস্যগন্ধা ঋষিপ্রভাবে ঋতুমতী ও প্রার্থিত-বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া অদ্ভুতকর্ম্মা পরাশর ঋষির সহিত সঙ্গম করিল। তদবধি মৎস্যগন্ধার গন্ধবতী এই নাম হইল, মানবগণ এক যোজন দূর হইতেও তাহার গাত্রগন্ধ গ্রহণ করিত, এই নিমিত্ত তাহার যোজনগন্ধা এই নামও প্রথিত হইয়াছিল। পরে গন্ধবতী সত্যবতী নামে খ্যাত হন।

মৎস্যগন্ধা এইরূপ উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পরাশরের মনোরথ পূরণ করিয়া সদ্যোগর্ভ ধারণ ও প্রসব করিল। তাহাতে বীর্য্যবান্ পরাশরনন্দন ব্যাস যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্র জন্মিবামাত্র মাতার অনুমতি লইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং মাতাকে বলিয়া গেলেন যে, যখন কোন কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিলে আমি আসিয়া উপস্থিত হইব।

ব্যাস এইরূপে পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই বালক দ্বীপে প্রসূত হওয়ায় ইঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইয়াছিল।

[ইঁহার বিশেষ বিবরণ বেদব্যাসশব্দে দেখ।]

ভীষ্ম পিতার প্রিয়কার্য্য-করণেচ্ছায় তাঁহার সহিত মৎস্যগন্ধার বিবাহ দেন। পরে শান্তনুর ঔরসে তাঁহার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। (ভারত আদিপর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়) [শান্তনু ও ভীষ্ম দেখ।]

২ দূর্ব্বা। ৩ মৎস্যাক্ষী। ৪ লাঙ্গলী বৃক্ষ। (ভাবপ্র০)

মৎস্যঘণ্ট (পুং) মৎস্যানাং ঘণ্টঃ বিমিশ্রণং যত্র। [illegible]-মৎস্যব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত মাছের ঘণ্ট।

মৎস্যঘাত (পুং) মৎস্যানাং ঘাতঃ হননং। মৎস্যহনন, মাছধরা।

মৎস্যঘাতিন্ (ত্রি) মৎস্যান্ হন্তি-শীলমস্য হন-ণিনি। মৎস্যজীবী, জেলে, যাহারা মাছ ধরিয়া থাকে।

মৎস্যজাল (ক্লী) মৎস্যধারণার্থং জালং, শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। জালায়, মাছধরা জাল। (হেম)

মৎস্যজীবিন্ (ত্রি) মৎস্যেন মৎস্যবিক্রয়াদিনা জীবতি জীব-ণিনি। নিষাদজাতি, চলিত জেলে।

"মৎস্যঘাতো নিষাদানাং" (মনু ১০।৪৮)

মনুর মতে, নিষাদজাতি মৎস্যধারণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

মৎস্যণ্ডিকা (স্ত্রী) মদং মধুরত্বং স্যন্দতে ইতি স্যন্দ-ণ্বুল্ টাপ্। অত ইত্বং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শর্করাবিশেষ, চলিত মিছরী।

"নলীকা শালিতণ্ডুল-মৎস্যণ্ডিকা সিতাঃ।
নির্ম্মলা শরদো জ্যোৎস্নাঃ শীতবীর্য্যা যথোত্তরম্।
যথা যথৈষাং বৈমল্যং ভবেচ্ছৈত্যং তথা তথা॥" (রাজব০)

মৎস্যণ্ডী (স্ত্রী) খণ্ডবিকার, চলিত মিছরি।

"ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ।
মন্দং মন্দং স্যন্দতে যস্মাৎ তস্মাৎ মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে॥"
(ভাবপ্র০ পূর্ব্বখ০)

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—ঈষদ্ ঘনসম্পন্ন গাঢ়তর পক্ক ইক্ষুরস কোন পাত্রে রাখিয়া অল্প অল্প সমভাগ কতকাল ক্ষরণ দ্বারা নিষ্কাশিত করিলে যে ইক্ষুবিকার প্রস্তুত হয়, তাহাকে মৎস্যণ্ডী কহে। ইহার গুণ—ভেদক, বলকারক, লঘু, মধুরবল, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র০)

মৎস্যতত্ত্ব, জলজপ্রাণিবিশেষ মৎস্যনামে খ্যাত, যদ্দ্বারা এই প্রাণীর তত্ত্ব জানা যায়, তাহাকে মৎস্যতত্ত্ব বলে। পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণের মতে, মৎস্য Pisces শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চলিত কথায় ইহাকে মাছ বা মছলি বলে। মৎস্যই জগতের আদিজীব বলিয়া গণ্য। পুরাণে প্রকাশ, স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ মীনরূপে ধরাধামে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মীনরূপে ভগবান্ সর্ব্বপ্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মীনকে জগতের আদিজীব বলিতে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না; যে হেতু ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় মৎস্য একমাত্র জীব বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞানবিদ্গণ ইহাকেই মৎস্যযুগ (Age of Fishes) বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ভগবানের প্রথমাবতারকে মীননামে উল্লেখ করা কোন মতে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আরও বিশেষ কথা এই যে, সেই সময়ে যে সকল মৎস্যজাতীয়

জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা নিঃসন্দেহে জলজ অবতার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সেই বিরাটদেহ ও বিশাল আকার মৎস্যরূপ এখনও ভূগর্ভনিহিত অস্থিপঞ্জর হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

পৃথিবী শব্দে 'ইক্থিওসোরস' 'প্লিওসোরস' প্রভৃতি যে সকল বৃহদাকার মৎস্যজাতীয় জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের বৃহদাকার তিমি মৎস্যের (Sperm whale বা Physeter Macrocephalus) অপেক্ষা অনেকাংশে বড় ছিল। [পৃথিবী শব্দ দেখ।]

এক্ষণে কালব্যবধানে মৎস্যজাতির অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। পৃথিবীর নানাস্থানে অর্থাৎ লবণময় সমুদ্র এবং সুমিষ্ট জলপূর্ণ নদী, হ্রদ, তড়াগ বা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির বহুতর মৎস্যের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে যে সকল মৎস্যের প্রাচুর্য্য আছে, নাইবেরিয়া বা আমেরিকায় সেই জাতীয় মৎস্যের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। আমেরিকায় যাহা আছে, যুরোপের স্থানবিশেষে তাহার আদৌ চিহ্নমাত্র নাই। মৎস্যজাতির এতাদৃশ স্থানবিক্ষেপ (migration) সম্ভবতঃ জলসংযোগবশে অথবা মৎস্যপ্রিয় লোকদিগের দ্বারাই ঘটিয়া থাকিবে। মৎস্যের এরূপ স্বভাব আছে যে, তাহারা গ্রীষ্মকালে অন্যত্র যাইয়া থাকিতে ভাল বাসে। আবার Seal, Salmon প্রভৃতি মৎস্য শীতপ্রধান দেশেই জন্মে। উহারা হিমমণ্ডলবাসী জীব বলিয়া কথিত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মৎস্যবর্গের বাসের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন মৎস্য তড়াগে, কোন মৎস্য হ্রদে, কেহ বা নদীতে অপর কেহ সমুদ্রে বসিয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকার নদীবিশেষে এরূপ এক প্রকার বাইম মৎস্য উৎপন্ন হয় যে, তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র ঘোটক পর্য্যন্ত সমুদায় পশুই কম্পিতকলেবরে প্রাণত্যাগ করে। ঐ স্থান ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোথায় ঐরূপ মাছ জন্মে না। ভূমধ্যসাগরে চারি প্রকার মৎস্য আছে। উহাদিগকে স্পর্শ করিলেই শরীর কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে প্রাণহানির কোন সম্ভাবনা নাই। যাহারা গ্রীষ্মমণ্ডলে বাস করে, সম বা হিমমণ্ডলে তাহার আদৌ প্রচার নাই; কিন্তু সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি জীবের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম দৃষ্ট হয়। কোন কোন মৎস্য ঋতুভেদে স্থান পরিবর্ত্তন করে। ইলিশ (Hilsa) বা সাড্ (Shad) ও তপসী (Mango Fish) মৎস্য ভারতসমুদ্রে বাস করিয়া থাকে। কেবল অণ্ড-প্রসবকালেই তাহারা নির্ম্মল সুমিষ্টসলিলা নদী মধ্যে প্রবেশ করে এবং অভিমত স্থানে ডিম্ব প্রসব করিয়াই তাহারা পূর্ব্বতন বাসভূমি সমুদ্রগর্ভে প্রত্যাবৃত্ত হয়। উক্ত মৎস্যত্রয় যখন সমুদ্র ছাড়িয়া নদীর মিষ্ট জলে আসিয়া বেড়ায়, তখন তাহারা খাদ্যের উপযুক্ত ও সুস্বাদু হয়। অন্যথা সমুদ্রের লবণজলে তাহাদের মাংসের কোনরূপ বিশেষ স্বাদ থাকে না। ঐরূপ হিমসমুদ্রবাসী হেরিং-মৎস্য প্রতি বৎসর এক একবার দলবদ্ধ হইয়া সমশীতোষ্ণ সমুদ্রে অণ্ড প্রসব করিতে আইসে। পরে প্রসবকার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় নিজস্থানে ফিরিয়া যায়। অপরাপর অনেক মৎস্য এইরূপ সময়ে সময়ে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে। এই শ্রেণীর মৎস্যগুলি মৎস্যতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট Migratory Fish নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন একদেশবাসী বা Non-Migratory নামে আর এক শ্রেণীর মৎস্য দৃষ্ট হয়। উহারা একমাত্র প্রসবকালেই সুবিধাজনক স্থানান্বেষণ-ক্রমে অল্পমাত্র দূর স্থানে গমন করে। সাধারণতঃ পার্ব্বতীয় মৎস্যগণের মধ্যে এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। উহারা ডিম্বপ্রসব-কালে অপেক্ষাকৃত গভীর জল হইতে অল্প জলময় স্থানে উঠিতে থাকে। অবশেষে তাহারা উপযুক্ত স্থানে ডিম্ব ছাড়িয়া পুনরায় গভীর জলের দিকে অবতরণ করে। এই সময় মৎস্যজীবিগণ সেই খর-স্রোতের অভিমুখে জাল পাতিয়া রাখে। মৎস্যগণ নিম্নাভিমুখী প্রপাত-গতিতে আসিয়া সেই জালে আবদ্ধ হয়। ডিম্বপ্রসবের পর, সেই মৎস্য খাইতে ভাল লাগে না। উহার মাংস বিস্বাদ হইয়া যায় এবং সমগ্র মৎস্যটিকে অতি কৃশ দেখায়।

মৎস্যজাতির বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য ও আলোচনা করিয়া মৎস্যবিৎ পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল। তাঁহারা এই জাতীয় জীবকে জীবসঙ্ঘের অন্তর্গত অস্থ্যাধার দেহ (Vertibrata) জীবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উক্ত শ্রেণীর মধ্যে মৎস্যগণ (Pisces) অন্যতম বলিয়া গণ্য।

মৎস্যগণের মধ্যে আবার ১০টী বিশিষ্ট বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা—১ নির্হৃদয় (Leptocardia) অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় নাই, তাহারা শোণিত ও শিরাসমূহের সংকোচনে পরিচালিত হয়। এই শ্রেণীতে একমাত্র অ্যাম্ফিয়ক্সস্ ল্যান্সিওলেটস্ জাতি দৃষ্ট হয়। ২ চক্রমুখী (Cyclostomata) অর্থাৎ যাহাদের মুখ চক্রের ন্যায় মণ্ডলাকার। ল্যাম্প্রিজাতীয় মৎস্য এই শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে। ৩ কোষমুখী (Physostomata) অর্থাৎ যাহাদের শরীরস্থিত বায়ুকোষ মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই জাতীয় মৎস্যদিগের ডানার অস্থিশলাকা থাকে না, অথবা পৃষ্ঠের ডানার অগ্রভাগে একটীমাত্র অস্থি-

শলাকা থাকে; অপর শলাকা সকল বাইনজাতীয় মৎস্যের ন্যায় উপাস্থিনির্ম্মিত। ৩ নিঃশল্যক (Anacanthena) অর্থাৎ যাহাদের ডানায় শলাকামাত্র থাকে না এবং বায়ুকোষও মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে না, অথচ কণ্ঠ অস্থি পৃথক্ থাকে। যেমন পায়রা চাঁদা। ৫ সংযুক্তকণ্ঠাস্থি (Pharyngognatha) অর্থাৎ যাহাদের কণ্ঠের অস্থি সকল একত্র সংলগ্ন হইয়া এক খণ্ড হয়। এতাদৃশ লবণ ও মুক্তাশল্কযুক্ত মৎস্যজাতিই এই গণমধ্যে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ৬ কণ্টকপক্ষ (Acanthoptera) অর্থাৎ যাহাদের পৃষ্ঠডানার পুরোভাগে এক বা ততোধিক অস্থিশলাকা থাকে। ইহাদের কণ্ঠ অস্থি সকল পৃথক্ পৃথক্, কখনও একত্র সংযুক্ত হয় না এবং উপরের মাড়ি সকল সঞ্চালিত হইতে পারে। এই শ্রেণীস্থ মৎস্য সকলেরই বায়ুকোষ নাই। কাহারও কাহারও মধ্যে বায়ুকোষ দৃষ্ট হয়, যেমন—ভেটকি মাছ, পারশ্যে মাছ ইত্যাদি। ৭ গুচ্ছিত-কর্ণকূপক (Lophobranchiata) অর্থাৎ যাহাদের কর্ণকূপের (কানফুয়া) শলাকা সকল গুচ্ছে-গুচ্ছে বিন্যস্ত হয়। ইহাদের কর্ণকূপাবরণ বৃহৎ, কিন্তু উহা এরূপভাবে চর্ম্মে আবৃত থাকে যে, তন্মধ্য দিয়া জলনির্গমনের জন্য একটী মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে। যেমন হিপোকাম্পস্ মৎস্য। ৮ অচলোর্দ্ধমাড়িক (Plectognatha) অর্থাৎ যাহাদের উপরের মাড়ি মস্তকের সহিত এরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন যে, তাহা কোন মতে নড়ে না। এই শ্রেণীর মৎস্যের মস্তক অস্থিমণ্ডিত, কিন্তু শরীরের অধিকাংশ স্থানেই উপাস্থি (ছোট কাঁটা) আছে। বাম্বিউস্ মৎস্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ৯ উপাস্থিবহুল (Selachia) অর্থাৎ যাহাদের দেহের অধিকাংশই উপাস্থিময়, দেহ অতি সূক্ষ্ম শল্কে বা কেবল চর্ম্মে আবৃত থাকে। যেমন হাঙ্গর বা তৎসদৃশ অন্য প্রকার মৎস্য। ১০ চিক্কণশল্কী (Ganoidae) অর্থাৎ যাহাদের শল্ক চিক্কণ ও অস্থিময়, যথা ষ্টার্জিয়ান্ মৎস্য।

এতদ্ভিন্ন মৎস্যনামে আখ্যাত ভিন্ন জীববর্গের অন্তর্গত কতকগুলি জলজ জীব মৎস্যজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চিংড়ী মৎস্যই প্রধান। ইহারা গ্রন্থাধারদের কর্কটীবর্গের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে সপদচক্ষু (Podophthalmata) অর্থাৎ বৃন্তমূলোপরি স্থাপিত চক্ষুবিশিষ্ট চিংড়ি মৎস্যই আমাদের সেবনীয়; কিন্তু সর্ব্বাবয়ব অবয়বস্থিরিষ্ট অচলচক্ষু (Edriopthalmata) অর্থাৎ যাহাদের চক্ষুগোলোকের গতি নাই, (এই শ্রেণীতে কাপ্রেলা কাস্মা Caprella phasma, জাতি অন্তর্ভুক্ত) তাহা সাধারণের ব্যবহার্য্য নহে।

সমুদ্রজ কটলফিস্ (Cattle fish) নামধারী মৎস্যজাতি কম্বোজাতদের (Mollusca) জীবশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা শিরঃপদী (Cephalopoda) অর্থাৎ মস্তকসংলগ্নপদ এবং এককোষী (Teuthidae)। এই সকল জীবের দেহ একটোকবিশিষ্ট চূর্ণময় আধারে পরিপূর্ণ। ইহারা জলমধ্যে থাকিয়া তেলের ন্যায় খুব উজ্জীবন করে এবং তন্মধ্যে আপনা আপনিই লুক্কায়িত হয়। প্রশান্তমহাসাগরে এই জাতীয় মৎস্যের বাস। ইহারা সময় সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এত উচ্চে লাফাইয়া উঠে যে, কখন কখন জাহাজের ডেকের উপর পড়িয়া যায়। ইহাদের গাত্র হইতে *Sepia* নামক একপ্রকার রঙ্ নির্গত হয়, উহা চিত্রবর্ণে (Water-colour paintings) ব্যবহৃত হয়।

অংশুবিন্যাসদের (Radiata) জীববর্গের মধ্যে কণ্টকদেহী (Echinodermata অর্থাৎ যাহাদের দেহোপরি কণ্টক থাকে) ষ্টার ফিস্ (Star fish) মৎস্যজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এই তারকমৎস্যশ্রেণীর Uraster violacens বেনিতে দেখিতে রক্ষণ। এতদ্ভিন্ন এই শ্রেণীতে Goniaster equestris, Astropecten spinulosus ও Astrophyton verrucosum প্রভৃতি কএক প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত দুইটী জাতি পঞ্চপাদযুক্ত তারকাকৃতি এবং শেষোক্তটী পঞ্চপদ হইলেও নানা শুঁড়যুক্ত। ইহাদের গাত্রের উপরিভাগ কাঁটার ন্যায় উচ্চ শুঁড়যুক্ত, কিন্তু নিম্নভাগে বৃশ্চিকাদির ন্যায় শুঁয়া-বিমণ্ডিত। ঐ শুঁড়া বা হুটী (Rays) একবার কর্ত্তিত হইলেও পুনর্ব্বার গজাইয়া থাকে। কখন কখন কর্ত্তিত একটী পদ পুনর্ব্বার বাড়িয়া এরূপ দৃঢ়তায় ও হুটীযুক্ত হয় যে, তাহাকে একটী ধূমকেতুর মতন দেখায়; যেহেতু উহার একটী পদ সম্মুখে পুচ্ছাকারে পতিত ও অপর চারিটী পদ পশ্চাতে থাকে। ডিম্ব হইতেই ইহাদের ছানা জন্মে। জাতিভেদে লাল বা হরিদ্রা-ডিম্ব দেখা যায়। গর্ভিণী জীব দেহাভ্যন্তরে একটী গর্ত্তের মধ্যে ডিম্ব ধারণ করে। যে স্থানে ডিম্ব থাকে, দেহের সেই স্থান গোলাকারে স্ফীত হইয়া উঠে। একাদশ দিন মাত্র গর্ভভার সহ্য করিয়া গর্ভিণী অণ্ডসমষ্টি প্রসব করে। অণ্ড ফুটিয়া যখন ছানা বাহির হয়, তখন তাহাদের আকৃতি বিভিন্ন থাকে; পরে ক্রমশঃ পিতামাতার আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মাংস বিষাক্ত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মৎস্য অস্থ্যাধারদের জীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অস্থি সকলের মধ্যে মৎস্যের মেরুদণ্ডই প্রধান। এই মেরুদণ্ড বহুখণ্ড ক্ষুদ্রাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। মনুষ্যের মেরুদণ্ডের ন্যায় ইহারও Spinal chord

যায়। এরূপ দৃঢ়সংবদ্ধ যে, মৎস্যগণ অনায়াসে দেহ বক্র করিতে পারে, অথচ ঐ ক্রিয়া দ্বারা দেহাবয়বের কোন হানি হয় না। ঐ দণ্ডের মধ্যে ও পৃষ্ঠে মজ্জাবিশেষের অবস্থানহেতু জীবদেহে চেতনাশক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। দণ্ডের একাগ্রে কয়েকটী সংস্থাপিত, তাহাই জ্ঞানেন্দ্রিয় মস্তিষ্কের আধার। ঐ মস্তিষ্ক মনুষ্যদেহে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং মৎস্যাদি জীবে অল্প হয়। মস্তিষ্কের পরিমাণানুসারে জীবদেহে জ্ঞানেরও বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। মেরুদণ্ডের অপরাংশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া লাঙ্গুলরূপে পরিণত হয়। মনুষ্যদেহেও ঐ সূক্ষ্মাগ্র আছে, কিন্তু তাহা দেহমধ্যেই আবৃত। কোন কোন জলজ জীবের লাঙ্গুল বা পুচ্ছই একমাত্র গতির উপায়, এই পুচ্ছ না থাকিলে তাহারা কোন ক্রমেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। তিমি নামক সমুদ্রজ মৎস্যই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অন্যান্য মৎস্যের সন্তরণ-সুখসাধনার জন্য পুচ্ছ ব্যতীত ডানা আছে, কিন্তু এই বৃহদ্দেহী তিমি মৎস্যের গতির নিমিত্ত পুচ্ছ ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই।

অস্থ্যাধার-জীবদেহের সাধারণতঃ মধ্যভাগে অস্থি, তদুপরি মাংস, তদুপরি ত্বক্ এবং তদুপরি কেশ, লোম, শল্ক বা পক্ষরূপ থাকে। মৎস্যজাতির শল্কই প্রধান আবরণ, কিন্তু কোন কোন মৎস্যে সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মৎস্যের মুখে দন্ত ও দাড়ি আছে। কোন কোন নিকৃষ্ট মৎস্যের দাড়ি নাই, কিন্তু দন্ত আছে।

মৎস্যেরা জলচর, তাহারা জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া অনায়াসে ফুস্ফুস্ দ্বারা শ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না, সুতরাং বিধাতা তাহাদিগকে ফুস্ফুসের পরিবর্ত্তে অপর একটী যন্ত্র দিয়াছেন। উহার নাম কর্ণকূপী (কাণকুয়া)। ঐ যন্ত্র দ্বারা তাহারা অনায়াসে সমুদ্রগর্ভেও আপনাদিগের শ্বাসকার্য্য সম্পন্ন করে। এই কারণে তাহারা বায়ুপূর্ণ জল মুখমধ্যে গ্রহণ করিয়া কর্ণকূপীর মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করিয়া দেয়। ইহাতেই তাহাদের শ্বাসগ্রহণকার্য্য সুসিদ্ধ হয়। বায়ুর অক্সিজেন (oxygen) গ্রহণ ব্যতীত মৎস্যের জীবনধারণের উপায় নাই। কোন জাতীয় মৎস্য বায়ুমিশ্রিত জলের অক্সিজেন গ্রহণ করে। কোন জাতি বা জলের উপরিভাগে উঠিয়া 'খাই' খায়। তাহাতে তাহাদের শরীর মধ্যে যে অক্সিজেন প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে প্রাণধারণ করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মৎস্য জলের উপর পৃষ্ঠ ভাসাইয়াই অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের পৃষ্ঠ, অঙ্গ ও ত্বক্ জগৎস্রষ্টা কর্ত্তৃক এরূপভাবে গঠিত যে, তদ্দ্বারাই তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রকৃতপক্ষে মৎস্যজাতিকে জলগ্রাহক (water-breathers) বলা যায়, কিন্তু ঐ জলে শুদ্ধভাবে অক্সিজেন মিশ্রিত রহিয়াছে। তাহারা জল গ্রহণ করিয়া জল হইতে অক্সিজেনমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, অবশিষ্ট জল কাণকুয়ার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। এরূপ না হইলে Cyprinidae ও Siluridae শ্রেণীর মৎস্যগুলি, যাহারা কখনও গভীর জল ছাড়িয়া উপরিভাগে উঠে না; কখনই তাহারা প্রাণধারণ করিতে পারিত না। ঐ শ্রেণীর এক একটী মৎস্যকে কাচনির্ম্মিত গোলপাত্রে রাখিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। মৎস্যস্থাপনানন্তর পাত্রস্থ জলের উপরিতলের কিছু নিম্নে একখানি সূক্ষ্ম পর্দ্দা (diaphram) দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিলেও নিমগ্ন মৎস্য বায়ুস্পৃষ্ট জলতলের অক্সিজেন ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহাদের কাণকুয়া (gills) কোনরূপ সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় বস্তু দ্বারা সংবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এতন্নিবন্ধন গ্রীষ্মাপগমে পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া নিম্নস্থ পাঁকস্পর্শে ঘোলা হইয়া উঠিলে, ঐ জলসেবনে রুই, রোহিত, কালবোস প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর মৎস্যের কাণকুয়া মৃত্তিকাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং মরিতে আরম্ভ করে। অনেক পুষ্করিণীতেও জাল ফেলিবার পর ঘোলা জলে অনেক মাছ মরিতে দেখা গিয়াছে।

আরও অনেক প্রকার মৎস্য আছে, তাহারা জলসেবনকালে বায়ু গ্রহণ করিলেও পঙ্কিল সলিলে আদৌ তাহাদের জীবনের হানি হয় না। কৈ, মাগুর, পুঁটী, শোল, লেঠা, পাঁকাল, বাইন প্রভৃতি মৎস্য অনায়াসে কর্দ্দমের মধ্যে থাকিতে পারে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, পুষ্করিণীর সমুদায় জল রৌদ্রে শুকাইয়া পাঁকের উপরিভাগ চটা পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ চটার নিম্নস্থ ঘোলা পাঁকে গর্ত্ত করিয়া পুঁটী, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য আপনার মুখনিঃসৃত লাল মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছে। ইহারা অক্সিজেন গ্রহণ না করিয়া অনেক দিন জীবিত থাকিতে পারে। জল হইতে অক্সিজেন গ্রহণ তাহাদের আবশ্যক হয় না, তাহারা আবশ্যকমত পৃষ্ঠ হইতে বায়ু গ্রহণ করে। উহাকে চলিত কথায় 'খাই' বলে। যদি মাগুরাদি মৎস্য ঐরূপ খাই খাইয়া বায়ুগ্রহণ করিতে না পায়, তাহা হইলে কার্ব্বণবিষয়ে তাহাদের শরীর বিষাক্ত হইয়া যায়। কৈ (Anabus Scandens), চুনাখোল্সে (Trichogaster) ও শাল, শোল, চেঙ (Ophiocephali) প্রভৃতি মৎস্যের শ্বাসক্রিয়ার জন্য কাণকুয়ার উপরিভাগে একটী বায়ুকোষ থাকে। একটী কাচপাত্রে বা ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা মধ্যে টেংরা (Macrones) ও মাগুর বা চেঙ

মধ্যস্য রাখিয়া এই শ্বাসক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করা হইয়াছে। দেখা যায় যে, টেঙ্গরা-মাছ সর্ব্বদাই তাহার কাণকুয়া নাড়িয়া জলগর্ভস্থ বায়ু গ্রহণ করিতেছে এবং শেষোক্ত মৎস্যগণ যেজ্ঞাবশে নিশ্চেষ্ট পড়িয়া আছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে উপরিভাগে উঠিয়া বুদ্বুদাকারে স্বীয় শরীরস্থ বাষ্প বিকীর্ণ করিয়া পুনরায় পৃষ্ঠদেশ হইতে নূতন অক্সিজন বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নে অবতীর্ণ হয়*।

কৈ মাছের কথা আমাদের দেশের সকলে জ্ঞাত আছেন। এই জাতীয় মৎস্য জল ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে। আক্রমণ না পাইলে এবং পিপীলিকা ও পক্ষী প্রভৃতি হিংস্র জীব কর্ত্তৃক দষ্ট বা ভুক্ত না হইলে তাহারা অনায়াসে বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে। শুনা যায়, বর্ষাকালে যখন পল্লীগ্রামসমূহের জলাভূমি জলপূর্ণ হইয়া ভাসিয়া উঠে, তখন কূলা বা পুষ্করিণীর মধ্যগত কৈ মৎস্যসকল জলের কিনারায় আসিয়া জমিতে থাকে। পরে যে স্থান দিয়া নিকটবর্ত্তী ময়দান-সমূহের জল নহর কাটিয়া পুষ্করিণী-অভিমুখে পতিত হইতেছে, সেই স্থান দিয়াই তাহারা উচ্চ ভূমিতে উঠিতে আরম্ভ করে। এইরূপে জলসিঞ্চিত-স্থান দিয়া গমন করিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী গৃহস্থের প্রাঙ্গণ ও গৃহসংলগ্ন উদ্যানের নানা স্থানে ছিটাইয়া পড়ে। এমন কি, কখন কখন তাহাদিগকে নারিকেল বৃক্ষেও উঠিতে দেখা গিয়াছে†। উহারা কাণকুয়া দিয়া মাটী প্রভৃতি ভূমিভাগ আঁকড়াইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে পারে।

সাধারণতঃ মিঠা জলে যে সকল মৎস্য জন্মে, তাহাই আহারের উপযোগী। বঙ্গীয় নদী, তড়াগ বা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে সকল মৎস্য পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ বঙ্গবাসী হিন্দু, মুসলমান ও আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশবাসীর আহার্য্য। ব্রহ্মবাসিগণ তদ্দেশজাত মৎস্য আহার করে। স্থানভেদে তথাকার মৎস্যাদিরও আকৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সিংহল, দক্ষিণ-ভারত ও সিন্ধুপ্রদেশের স্থানে স্থানে লোকে মৎস্য ধরিয়া খায়। ঐ সকল মৎস্য প্রধানতঃ রোহিত, মৎস্যের বা শোলজাতীয় হইয়া থাকে। মৎস্যের মধ্যে মদ্গুর বা শিঙ্গী মাছই উৎকৃষ্ট ও বলকারক। রোগীকে পুষ্টির জন্য ইহার কাথ সেবন করান হইয়া থাকে। এই মৎস্যের দীর্ঘজীবিত্ব সপ্রমাণ জন্য কোন স্থানের বেদুয়ীরা উহার পুচ্ছভাগ কাটিয়া কেতাকে দেখায়। বাস্তবিক পক্ষে শৃঙ্গী মৎস্যের পুচ্ছদেশ হইতে একে একে দুইখানি চাকা কাটিয়া লইয়া ঐ মৎস্য পুনরায় জলে ছিড়াইলেও জীবিত থাকে।

সমুদ্রের লবণজলেও কতকগুলি মৎস্য পাওয়া যায়, যাহা সাধারণের আহার্য্য। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রগর্ভে আরও অনেক প্রকার মৎস্য জন্মে, যাহাদের বিষয় আলোচনা করিলে মনে কৌতূহল সমুপস্থিত হয়; তন্মধ্যে সংক্ষেপতঃ শৃঙ্গধারী ম্যাগোস্ (Scorpæna nesogallica), ত্রিকোণমুখী চাঁদা (Ostracion triquster), হাতুড়ীমুখী হাঙ্গর (Zygæna tudes), শঙ্খমুখী মৎস্য (Monocentris Japanicus), নিম্নোষ্ঠশ্মশ্রুযুক্ত প্রস্তুরকধারী লাল মৎস্য (Mullus barbatus), ষণ্ডশির বৃষ মৎস্য (The Marine Bull-head বা Cottus bubalis), সামুদ্রিক বাঘাচাঁদা (Amphacanthus doliatus) এবং উড্ডীয়মান মৎস্যজাতিই উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রগর্ভে যে উড্ডীয়মান মৎস্য আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ঐ মৎস্য সকল জলমধ্যে স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করিতে পারে, কিন্তু যখন কোন বলবান্ জলজ জীব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া শূন্যমার্গে পক্ষ্যাদির ন্যায় বিচরণ করিতে থাকে। যতক্ষণ তাহাদের ডানা ভিজা থাকে, ততক্ষণই তাহারা শূন্যমার্গে থাকিতে সমর্থ হয়। রৌদ্র ও বায়ুর সাহায্যে ডানাস্থিত জল শুকাইয়া গেলে তাহার আর সেরূপ কমনীয়তা থাকে না; সুতরাং তাহারা পুনরায় জল মধ্যে নিপতিত হইয়া যায়।

এই উড্ডীয়মান মৎস্যজাতিকে ইংরাজীতে Sea-horse (Hippocampus) বলে, ইহাদের মধ্যে আবার তিনটী বিভিন্ন থাক দৃষ্ট হয়। *Trigla gurnardus*—ইহাদের মুখবিবর ব্যাঘ্রের মত, ওষ্ঠপ্রান্তের দুই পার্শ্বে ৩টী করিয়া শুঁয়া আছে, উহা অনেক সময় তাহাদের গমনের সহায়তা করে। বক্ষদেশের উভয়পার্শ্বেই বক্ষের মতন উচ্চ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কএকটী অস্থি আছে, ইহাদের pectoral ও ventral ডানা দুইটীই উড্ডীয়ন-কার্য্যের সহায়ক।

Trigla lucerna—ইহাদের মুখমধ্যে এক প্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। রাত্রিকালে তাহারা মুখব্যাদন করিবামাত্র সেই আলোকবৃত্তে জলজ কীটাদি তদভিমুখে আসিলে তাহারা ধরিয়া গলাধঃকরণ করে। রাত্রিকালে জল পরিত্যাগ করিয়া তাহারা শূন্যে বিচরণ করিলে দূর হইতে সেই মুখালোক উল্কার (Shooting stars) ন্যায় অনুমান হয়।

Pegasus volans—বা অশ্বমুখী উড্ডীয়মান মৎস্য। ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রীকপুরাণোক্ত অশ্ব

---

* Vide Proc. Zoological Society of London, May 14th. 1868, p, 274.

† See Hart's World of the sea, p. 829.

(Dragon) নামক জীবের অনুরূপ। তবে পদচতুষ্টয়ের পরিবর্ত্তে ইহাদের পুচ্ছ ও ডানা আছে। ড্রাগণের বিকট চিত্র উন্মুখের বিপরীতে ইহাদের চুঁচালমুখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহারা Flying-horse নামে পরিচিত।

এতদ্ভিন্ন স্থানবিশেষে আরও কএক প্রকার অদ্ভুতদেহ মৎস্যজাতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহাদের দেহগঠন ও খাদ্যাদি সাধারণ মৎস্যজাতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। ইহারা সকলেই বিভিন্ন উপায় দ্বারা আপনার শিকার ধরিয়া আহার করে। হাঙ্গরাদির ন্যায় ইহারা সমুদ্রের হিংস্র প্রাণি-মধ্যে গণ্য। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটীর নাম উদ্ধৃত হইল:—

১। দক্ষিণ-আমেরিকাজাত 'ডরস' (Doras costata) মৎস্য। ইহারা দেখিতে কৈ মাছের মত। জলাভাব হইলে উত্তপ্ত সূর্য্যরশ্মিতেও ইহারা অধিক কাল বাঁচে। কখন কখন জলাম্বেষণে ইহারা আঁইস্ ও ডানা যোগে মৃত্তিকায় হাঁটিয়া যায় এবং নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জল না পাইলে ইহারা ভিজা মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে।

২। রেমোরা বা Sucking fish—ইহারা অনেকাংশে হাঙ্গরের মত। ইহাদের মাথার খুলির উপর একখানি থালার ন্যায় চেপ্টা চক্র আছে। ঐ চক্রের মধ্যে একটী মেরুদণ্ড ও কএকটী পঞ্জরবৎ অস্থি দেখা যায়। ঐ চক্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহা কোন জাহাজ বা বৃহৎ মৎস্যের অঙ্গদেশে আটকাইতে পারে। যখন তাহারা শিকারে বহির্গত হয়, তখন তাহারা ঐরূপে নিজদের শরণীতে মৎস্য ধরিয়া নিরাপদে গমন করে। প্রাচীন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এই রেমোরা-মৎস্য পূর্ব্বে বীর মৎস্যকে জাহাজ আটকাইয়া রাখিত। প্লিনির বৃত্তান্তপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, 'একটিয়মের যুদ্ধে আণ্টনির অর্ণবপোত রেমোরা কর্ত্তৃক স্তম্ভিত হওয়ায় অগাষ্টসের জয়লাভে হইয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন, সমুদ্রগর্ভস্থ আশ্চর্য্য বিষয় সকলের মধ্যে এই মৎস্যই প্রধান-তম। যদি তাহারা কোন মতে একটি জাহাজ আটকাইয়া রাখে, তাহা হইলে বাত্যা বা ঝড় তাহার কিছুই করিতে পারে না।

৩। রে (Ray) মৎস্য—ইহারা শৈবাল বা আগাছার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং শিকার নিকটে পাইলে তাহাকে লাফাইয়া ধরে ও গলাধঃকরণ করে।

৪। এপিবুলাস (Epibulus)—ইহারাও লুক্কায়িত থাকিয়া শীকার অন্বেষণ করে। কোন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য-ছানা কাছে আসিলেই ইহারা নিজ ওষ্ঠদ্বয় বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলে।

৫। এঙ্গলার (Angler)—ইহাদের ওষ্ঠ হইতে কয়েকগাছি শুঁড় বিলম্বিত আছে। ঐ শুঁড়ের অগ্রভাগে অতি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড থাকে। জলমধ্যে ঐ শুঁড়গুলি ঝুলাইয়া রাখিলে, ঠিক ছিপের সংলগ্ন সূতা ও মাংসপিণ্ডগুলি বঁড়শির টোপ বলিয়া অনুমান হয়। শিকারকালে ইহারা দেহটী লুকাইয়া রাখিয়া শুঁড়গুলি ঝুলাইয়া দেয়। অবোধ মৎস্য টোপের লোভে উহার নিকটবর্ত্তী হইলে ধৃত হইয়া থাকে।

৬। স্কর্পিনা (Scorpæna)—ইহারা বড়ই দুষ্ট। এমন কি, আপনার অপেক্ষা ২০ গুণ বড় জন্তু মৎস্যকেও গিলিয়া ফেলে।

৭। চেলমন (Chelmons)—ইহারা পোকা-মাকড় খাইয়া জীবন ধারণ করে। জলোপরিস্থ পত্র বা জলশাখার উপর প্রজাপতি বা পতঙ্গ প্রভৃতি বসিয়া থাকিলে ইহারা অলক্ষ্যে আপনাপন নলাকার সূক্ষ্ম নাসা বাড়াইয়া দিয়া সেই পতঙ্গকে টানিয়া আনে।

৮। আর্চার মৎস্য (Archer-fish)—ইহারাও ঐরূপই শিকার আহরণ করে। যবদ্বীপের নিকট সাধারণতঃ এই জাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও কতকগুলি মৎস্য আছে, তাহারা স্বভাবতঃই নিরীহ। জগদীশ্বর তাহাদের রক্ষার জন্য গাত্রে কাঁটা, খড়্গ প্রভৃতি যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কোন কোন মৎস্যের এমন কি, গাত্রের সমগ্র আঁইসেই কাঁটা দৃষ্ট হয়। কাহারও বা তাহার কাঁটার অগ্রভাগ এরূপ ধারাল, যে অন্যমনস্কতাবশতঃ তাহাদিগকে হস্ত দিয়া ধরিলে [illegible] কণ্টকবিদ্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি একরূপ সশস্ত্র মাছ দেখা যায়। খড়্গী মৎস্য (Swordfish), করাতধারী মৎস্য (Saw-fish বা Pristis antiquorum), সার্জ্জন (Acanthurus chirurgus), ভাক্তার (Acanthurus cæruleus) ও Spiny Globe fish প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা স্ব স্ব দেহবিলম্বিত করাত বা খড়্গাকার পদার্থ দ্বারা জাহাজ, তিমিমৎস্য প্রভৃতির অঙ্গদেশ বিদারণ করিতে সমর্থ হয়।

সমুদ্রজ মৎস্যের মধ্যে হেরিং (Herring বা clupea harengus), সার্ডিন্ (Sardine বা clupea Sardina), এঞ্চভি (Anchovy বা clupea encrasicholus), স্যামন (salmon) ও টুনি (Scomber thynnus) মৎস্যই য়ুরোপবাসী জনসাধারণের আহার্য্য মধ্যে গণ্য। ফরাসীরাজ ১৩শ লুই মার্সাইল বন্দর পরিদর্শনকালে টুনির মাংসসেবনে

অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কড্ (Cod বা Morrhua vulgaris) নামে সমুদ্রজ আর একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়। ইহার যকৃৎ নিষ্পেষণ করিলে একপ্রকার তৈল-পদার্থ বাহির হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই তৈল বিশেষ উপকারী ও পুষ্টিপ্রদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, শ্বাস, কাস ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে Cod-liver oil বিশেষ ফলদায়ক। কড্‌মৎস্যের যকৃৎ নিষ্পেষণে প্রথম যে তৈল নির্গত হয় তাহাই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পেষণের তৈল অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ, উহা প্রায় আলোক জ্বালাইতে ব্যবহার হয়। য়ুরোপে কড্ মৎস্য ও হেরিং মৎস্য ধরিবার জন্য বিস্তৃত কারবার আছে। নিউফাউণ্ডলণ্ডবাসিগণ কড্ মৎস্য ধরিয়া প্রথমে উদর চিরিয়া ফেলে, পরে যকৃৎ বাহির করিয়া অপর একটী পাত্রে রাখিয়া দেয়। তৎপরে মৎস্যের মেরুদণ্ড কাটিয়া দুই পার্শ্বের মাংস বাঁশের মাচায় স্থাপনপূর্ব্বক শুকাইয়া লয়। মেরুদণ্ডসংশ্লিষ্ট মাছ লবণজারিত করা হয় এবং পার্শ্বদ্বয় 'শুঁটকি' করিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। হেরিং মৎস্যও ঐরূপে জাহাজে তুলিবার পর চিরিয়া ফেলা হয়। উহার শিরাদি নিকৃষ্ট অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট মাছ লবণযোগে ঢাকিয়া রাখে। কখন কখন ঐ মৎস্য ধূমে সিক্ত করিয়া (Smoked) রাখা হয়। হেরিং মৎস্য সিদ্ধ করিয়া যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা পরিষ্কার-করণার্থ বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠান হয় এবং তৈল নিষ্কাসনের পর কটাহে যে অবশিষ্ট মাংসপিণ্ড (augrum) থাকে, তাহা ভূমিতে সার দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এতদ্ভিন্ন বৃহদাকার মৎস্যের মধ্যে ডল্ফিন্ (Dolphin) সাধারণের আদরণীয়। ইংলণ্ডরাজ ৩য়, ৫ম ও ৭ম হেন্‌রী এবং রাণী এলিজাবেথ ইহার মাংস আস্বাদনে অতিশয় প্রীতি বোধ করিতেন। উত্তর মহাসাগরে নরহোয়াল (Norwhal বা Monodon monoceros) নামে তিমিমৎস্যের ন্যায় একপ্রকার মৎস্য আছে। উহাদের উপরের ওষ্ঠে গজদন্তের ন্যায় দুইটী দন্ত দেখা যায়। দাঁতগুলি সাধারণতঃ ১০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। পূর্ব্বে হস্তিদন্ততুল্য শ্বেতবর্ণের এই দন্ত unicorn নামক অদ্ভুত জীবের কপালে লাগাইয়া দিত।

হিমমণ্ডলের বরফাবৃত সমুদ্রজলে সীল (Seal বা Phoca vitulina) নামে এক প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অনেকাংশে চতুষ্পদ-পশুর মত। মৎস্য, কর্কট প্রভৃতি জলজ জীব ইহাদের একমাত্র আহার্য্য। অধিকক্ষণ জলে বাস ও অল্পকালমাত্র বায়ু সেবনে অতিবাহিত করে বলিয়া ইহারা মৎস্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের চারিটি ডানা, গাত্র কঠিন এবং লোমবহুল-চর্ম্মে আবৃত। সাধারণে ইহার মাংস খায় এবং চর্ম্মে পাদুকা ও জুতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সীলচর্ম্মে একটী জামা প্রস্তুত করিতে হইলে সহস্রাধিক টাকা লাগে, কারণ জামার উপযোগী সীলমৎস্য প্রায় পাওয়া যায় না। ধীবরগণ এই সীলজাতিকে সামুদ্রিক ব্যাঘ্র বা গো-বৎস (Sea-wolf বা Sea-calf) নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে 'বাঁশপাতা' নামে একপ্রকার মাছ আছে। ইহাদের ছানা শৈশবাবস্থায় সোজা হইয়া সন্তরণ করে। কিন্তু যতই বয়স হয়, ততই তাহারা কাত হইয়া সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাই তাহাদের স্বাভাবিক নিয়ম।

মৎস্যগণ সাধারণতঃ জলমধ্যস্থ ক্ষুদ্র কীট, মৎস্য, শুক্তি, শৈবাল, ঝাঁঝি, গেঁড়ী ও কাঁকড়া প্রভৃতি খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গর্ভিণীর ডিম্বপ্রসবকালে তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করে এবং যেমন দুএকটী ডিম্ব গর্ভস্থানচ্যুত হইয়া বাহিরে পড়ে, তৎক্ষণাৎ পুং-মৎস্যগণ তাহা গলাধঃকরণ করে। এই কারণে স্বভাবতঃ স্ত্রী-মৎস্যগণ ডিম্বপ্রসবকালে স্থানান্তরিত হইয়া নদী বা তড়াগাদির এরূপ পার্শ্বদেশে স্থান বাছিয়া লয় যে, তথায় সেরূপ স্বল্প অগভীর জলে ডিম্বগ্রাসের জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহদ্দেহী পুং-মৎস্যজাতির আগমন সম্ভবে না। এখানে ডিম্ব রাখিয়াই প্রসূতি স্থানান্তরে গমন করে। স্বভাবের ক্রোড়ে থাকিয়া ডিম্বগুলি রৌদ্র ও বায়ুর তাপে ক্রমে জাতীয় আকার প্রাপ্ত হয়। ঐ ডিম্বের ছানাগুলি ধরার জন্য আমাদের দেশের জেলেরা এবং চীনদেশবাসী মৎস্যব্যবসায়িগণ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশের জেলেদের মত চীনবাসিগণ নদীতীর হইতে ডিম্ব আনিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করে। পরে তাহা ফুটিবার উপযুক্ত হইলে তাহে তাহে বিক্রয় করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় জেলেদের ন্যায় চীনদেশের জেলেদিগের মধ্যেও মৎস্যডিম্ব বিক্রয়ের প্রভূত ব্যবসা আছে। নাবিকগণ নদীর কিনারা বা বনের উপরিভাগ হইতে সদ্যঃপ্রসূত আঠাবৎ ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া নদীপার্শ্ববর্ত্তী কোন কাষ্ঠ খাত মধ্যে ফেলিয়া রাখে। অপর মৎস্য কর্ত্তৃক ডিম্ব ভক্ষিত হইবার ভয়ে তাহারা খাতের মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং পক্ষিজাতিরই ভয়ে উপরে ঝাঁঝি, কলাপাত প্রভৃতি বিছাইয়া রাখে। চীনবাসীদিগের ডিম্বরক্ষণ বা পালনপ্রথা স্বতন্ত্র। তাহারা হংস, মুরগী প্রভৃতি পক্ষিডিম্ব ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যস্থ শাদা ও কুসুম বাহির করিয়া ফেলে। পরে তন্মধ্যে সদ্যঃপ্রসূত আঠাবৎ মৎস্যডিম্ব পুরিয়া ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দেয় এবং তাহা হংস বা মুরগীর বাসায়

ত্রা দিবার জন্ত রাখিয়া আইসে। এইরূপে অণ্ডমধ্যস্থ ডিম্বগুলি কিছুদিন উত্তপ্ত হইলে তাহারা সেই অণ্ড আনিয়া সূর্য্যোত্তাপিত পাত্রকলে ঢালিয়া দেয়। এই পাত্রে থাকিয়া মৎস্যডিম্বগুলি ফাটিয়া ছানা বাহির হয়। যতদিন না ঐ ছানা পুষ্করিণীতে ছাড়িবার উপযুক্ত হয়, ততদিন তাহারা ঐ পাত্রমধ্যেই থাকে। মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিদ্ ডাঃ ডাবিস্ ডে মৎস্যের পোনা রক্ষার জন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় জল মধ্যে কএক ফোঁটা তরল পার্ম্মাঙ্গানেট অব্ লাইম্ (Weak solution of Permanganate of lime) নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে জল মিষ্ট ও অক্সিজেন বর্দ্ধিত হইয়া পোনার বৃদ্ধিপক্ষে বিশেষ সহায় হয়।

বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরসংলগ্ন অনেক পুষ্করিণী বা কৃত্রিম চৌবাচ্চায় পোষা মাছ থাকে। ঐ মৎস্যসমূহ এরূপ পোষমানে যে, মনুষ্য বা হরিণশাবক তন্নিকটবর্তী হইলে তাহারা ভয় পায় না। অনেকে জলে মুড়ি ছড়াইয়া মৎস্যগণের কৌতুক দেখিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বহুলোকে আপনাপন গৃহ মধ্যে লোহিতমৎস্য, সোণালি মৎস্য, নীলবর্ণের দুল-মৎস্য প্রভৃতি চৌবাচ্চা বা মৃত্তিকার গামলা মধ্যে পুষিয়া রাখে। এরূপ বদ্ধ জলমধ্যে থাকিয়াও তাহারা ডিম পাড়ে। ঐ ডিমগুলি উঠাইয়া স্বতন্ত্র পাত্র মধ্যে কলাপাতা বা ঝাঁকি মধ্যে রাখা হয়। কলাপাতা বা ঝাঁকিতে ঐ ডিম আট্কাইয়া থাকে। পরে সময় মত তাহা ফাটিয়া ছানা বাহির হয়, এই সকল পালিত মৎস্যের মধ্যে ত্রিপুচ্ছ (Three tail), চতুষ্পুচ্ছ (Four tail) প্রভৃতি মৎস্যজাতি দেখা যায়।

হিন্দুর নিকট মৎস্য একটী পবিত্র জীব। স্বয়ং ভগবান্ মৎস্যরূপে স্বীয় অবতার রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। মৎস্যাবতারে তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া মহর্ষি মনুকে মহাপ্রলয়কালে রক্ষা করিয়াছিলেন, অনেকের বিশ্বাস, ভগবান্ তৎকালে শৃঙ্গিমৎস্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত অনেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু শৃঙ্গিমৎস্য ভক্ষণ করেন না। জন্মতিথিপূজার সময় বালকের পোনা বা লাঠা মাছ পুষ্করিণীতে ছাড়িবার বিধি আছে। শ্রাদ্ধাদি প্রেতকর্ম্মেও মৎস্যোৎসর্গের ব্যবস্থা দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন সকল প্রকার শক্তিপূজায় মৎস্যভোগের বিধান রহিয়াছে। কোথাও কোথাও দেবোদ্দেশে অথবা ব্রাহ্মণকে মৎস্যপূর্ণ পুষ্করিণীদান প্রচলিত হইয়াছে। কোটা রাজ্যে কানাই (শ্রীকৃষ্ণ) উদ্দেশে প্রদত্ত এইরূপ কএকটী পুষ্করিণীর কথা মহাত্মা টডের উপাখ্যানে লিখিত আছে। প্রায় সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্মে মাঙ্গলিকনিদর্শন-স্বরূপ মৎস্য ও দধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাত্রাকালে মৎস্যদর্শন শুভফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনেকে মৎস্যবৃষ্টির কথা অবগত আছেন। সময় সময় বৃষ্টিপতনকালে এইরূপে মৎস্যপাত হইয়া গিয়াছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তারকনারায়ণীর ১৪শ সংখ্যক সেনাদলে কুচের সময় মৎস্যবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে মোরাদাবাদে তীব্র ঝটিকার সময় মৎস্যবৃষ্টি হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার নবুলহাটী কুঠীতে সাধারণ বৃষ্টিপতন সঙ্গে মৃত-মৎস্য পতিত হইয়াছিল। প্রথমে আকাশপথে পক্ষিবৃন্দের ন্যায় মৎস্যগুলি দৃষ্ট হয়। পরে তাহা ক্রমশঃই পৃথ্বী-অভিমুখে পতিত হইতে থাকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ও ১৭ই মে, ফতেপুর জেলায় যমুনার ১৪০ ক্রোশ দূরে মৎস্যপাত হয়। ঐ সময় ১৪০ সের ওজনের এক একটী মৎস্য ভূমিতে পড়িয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, আলাহাবাদ নগরে এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২০এ সেপ্টেম্বর কলিকাতা সহরের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে সুন্দরবনমধ্যে মৎস্যবৃষ্টি হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুলাই কাটিয়াবাড়ের অন্তর্গত রাজকোট নগরে তীব্র ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট পুণা সহরের সেনানিবাসে মৎস্যপাত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ২৫ বা ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তরবর্তী বরাহনগর অঞ্চলে ও সিংহলদ্বীপের কলম্বো দুর্গের সন্নিকট স্থানে মৎস্যবৃষ্টি হইয়াছিল *।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালাপ্রদেশেই মৎস্যের আদর অধিক। এখানকার কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই মৎস্য আহার করিয়া থাকে। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, বঙ্গবাসী কোন কোন ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব মৎস্য মাংস গ্রহণ করেন না এবং নিম্নশ্রেণী ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুবিধবামাত্রেই নিরামিষাশী; এমন কি, মৎস্যান্ন ষ্ট দ্রব্যভক্ষণেও তাঁহারা পাপজ্ঞান করেন। কাশী, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর প্রভৃতি দেবতীর্থেও মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখনও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশবাসী হিন্দুগণ আদৌ মৎস্য গ্রহণ করেন না। দক্ষিণভারতের হিন্দুবিশেষের মধ্যে মৎস্যভক্ষণপ্রথা রহিত হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্রই খৃষ্টানভাবাপন্ন হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মৎস্যভোজন অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে।

বঙ্গদেশে প্রধানতঃ যে সকল মৎস্য পাওয়া যায় এবং যাহা অধিবাসিমাত্রেই আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

* Sir J. E. Tennant's Sketches, p. 342-4.

মৎস্য	বৈজ্ঞানিক নাম	মন্তব্য
চেলা (বিল)		
" (বাতাসি)		
" (কেউঠা)		
" (পাথরি)		
" (খয়রা)		
চাকা চাঁদা	C. chanda ranga	
ডেরো	Cyprinus dero	৪ বা ৫ ইঞ্চি লম্বা হয়।
ডানিকোণা	C. danicouius	বড় ডান্‌কোণা।
ডেমনি	C. gugani	গোয়ালপাড়ার খুবনি।
ডঙ্গিলা	Cyprinus dongila	
তিৎপুঁটি	Cyprinus titius	ক্ষুদ্রপুঁটী, পুচ্ছে কাল বিন্দু।
তোর	Cyprinus tor	রোহিতজাতীয় ক্ষুদ্র।
তেরিপুঁটি	Cyprinus teris	
তেলচিটা		
তেলচোখা বা ফাকই		
দরাণী	Cyprinus chagunio	কাটা নামে প্রসিদ্ধ।
ধানখুনে চিংড়ী		
ন্যাদোস্		গোয়ালপাড়ার ন্যাদা।
নাপিত্, নয়না		
পাঁচোক	Esox panchax	চুনামাছ, মিষ্ট।
পুঁটি	Cyprinus puntio	মিষ্ট পুঁটি।
পেয়ালি	Cyprinus barila	ক্ষুদ্রমৎস্য।
পাব্‌দা	Silurius Pabda	মিষ্ট।
" (কানি)	" Canis	ঐ
" (তাবুলিয়া)		
পাঙ্গা	Cobitis pangia	ক্ষুদ্র মৎস্য।
পাঙ্গাস্	Pimelodus Pangasias	
পাকালি		
পাথরি		
ফলুই	Mystus kapirat	মিষ্ট কিন্তু কণ্টকপূর্ণ।
ফেঁসা	Clupea Phasa	গাঙ ফেসা।
ফুলিপুঁটি	Cyprinus Phutuis	
ফোক্‌সা		খুলিয়া ফোক্‌সা ও বড় ফোক্‌সা নামে খ্যাত।
বালিয়া বা বেলে	Gobius giuris	সুমিষ্ট ও লঘুপাক।
বাচা	Pimelodus Vacha	হেরিংমৎস্যের মত, মিষ্ট।
বাটা (খরকি)	Cyprinus bata	মিষ্ট, স্থানবিশেষে আদৃত।
বাটা (ভাঙন)	Cyprinus elanga	ঐ
" (সিলোন্দিয়া)	C. Silondia	
বুকরাঙি	Cyprinus moror	
বরিলা	C. barila	স্থানবিশেষে কেহরি, পেয়ালি বা খড়্‌কি-নামে খ্যাত।
বাগ্‌দা চিংড়ী		
বোয়াল	Silurus boalis	বৃহদাকার মৎস্য, খাইতে নিকৃষ্ট।
বাম	Macrognathus Armatus	আকার ইল্‌মৎস্যের ন্যায়।
ভেদা, ভ্যাদা	Coius nandus	মিষ্ট, ভাদন মাছ।
ভোলা	Cyprinus bola	
" (বাখি)	C. borelio	
ভেটকি		
ভাঙন	Cyprinus elanga	মিষ্ট।
মাগুর বা মদ্গুর	Macropteronotus magur	বলকারক ও মিষ্ট।
মৃগেল	Cyprinus mrigala	রোহিতমৎস্যের ন্যায়, তত বড় হয় না, কিন্তু ক্ষুদ্র-কণ্টকযুক্ত, পূর্ব্ববঙ্গের লোকে ইহা খাইতে ঘৃণা করে।
মহাশোল	C. putitora	গোয়ালপাড়া-পুঁঠিতোর।
মৌরলা বা মোরুল	C. morala	ক্ষুদ্রমৎস্য মৌরা ও মোলানামে খ্যাত।
রোহিত বা রুই	Cyprinus rohit	সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য।
রাসবোরা	C. rasbora	রসবড়া নামে পরিচিত।
রাম কাম		
রায়া বা শাঁকচি	Raia sancur	
রিটা	Pimelodus rita	বৃহৎ ও সুস্বাদু।
লঞ্চীয়া		বাটা জাতীয় মৎস্য।
বাঁশপাতা	Pimelodus anguis	বাঁশপাতার ন্যায় পাতলা, খাইতে মিষ্ট, নিকৃষ্ট শ্রেণীর আহার্য্য।
বোকাভাঙন	Cyprinus boga	খড়্‌কেবাটার মত।
বোয়ালি বা বোয়াল	Silurins boalis	মিষ্ট ও তৈলাক্ত অথচ বৃহদাকার।

মৎস্য		
শুঙ্গী বা সিঙ্গি	Silurus	
শিলোন	Pimelodus si.	
সরলপুঁটি	Cyprinus saran.	
সাদাবাণিকোড়	C. sada	
সহরী	C. dauricus	C
হালি	C. hoalius	ক্ষুদ্র

উপরে যে সকল মৎস্যের নাম লিখিত … সাধারণের নিকট পরিচিত। ঐ নাম গুলি … সাধারণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মৎস্য গুলিরও কতক … ভাগে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নদী ও পুষ্করিণীর জলে আরও অসংখ্য প্রকার মৎস্য জন্মিতে দেখা যায়, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। উপসংহারে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মাছের মধ্যে রোহিত বা 'রুই' শ্রেষ্ঠ। তাই লোকে কথায় বলে 'মাছের মধ্যে রুই শাকের মধ্যে পুঁই'। কিন্তু 'চড়ক ড্যা ড্যাং ড্যাং পাব্‌দা মাছের ছটো ঠ্যাং' কথাটা কতদূর সত্য তাহা সাধারণের বিবেচ্য। নদীকূলে টিকটিকির মত ঠ্যাংওলা ক্ষুদ্র মৎস্যাকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য ও অসভ্যজাতির মধ্যে মৎস্যধৃতকরণ ও বিক্রয়প্রথা প্রবর্তিত আছে। যাহারা মৎস্য ধরিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে, তাহারা ধীবর, জেলে ও মালিক-সংজ্ঞায় অভিহিত। সুসভ্য য়ুরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে ইহারা Fisherman বলিয়া পরিচিত। ইহারা যে নৌকা বা পোতে আরোহণ করিয়া নদী বা সমুদ্রবক্ষ হইতে মৎস্য আহরণ করে, তাহা সাধারণতঃ জেলেডিঙ্গি বা Fishing-boat নামে খ্যাত। সময় সময় নদী বা তড়াগাদিতে তাহারা নৌকা ব্যতিরেকে জাল (Net), কোণাকার পোলো বা ঘুনি (trap) দ্বারা মৎস্য ধরিয়া থাকে। ঐ সকল মৎস্য সাধারণের উপভোগের জন্য বাজারে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। এই মৎস্যবিক্রয় লইয়া জগতে এক মহাবিস্তৃত বাণিজ্য চলিতেছে। শুধু মৎস্যসেবনেচ্ছু মানবের উদরপূর্তির জন্য নহে, ইহাতে জাগতিক বিশেষ মঙ্গলও সাধিত হইয়া থাকে। মৎস্য প্রধানতঃ পিত্তকর হইলেও মদ্‌গুরাদির বলকারিত্ব দৃষ্ট হয়। কড্‌ নামক মৎস্যের পিত্ততৈলে সার্বাঙ্গিক দৌর্বল্য, কাস ও শরীরদৌর্বল্য নিবারিত হয়। তিমিমৎস্যের মস্তিষ্ক ও চর্বিজাত তৈল নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার বুক ও হনুর অস্থি হস্তীদন্তের অনুরূপ।

পরে বাঁধ…
প্রভৃতি স্থানে নোনা ইলি…
নুন দিয়া রাখিলে মাছ বা তাহার …
না। ও শুঁটকীমাছ, সদ্যোধৃতমৎস্য বিক্রয়াভাবে পচিয়া পচিয়া … হইবার ভয়ে, মৎস্যজীবিগণ প্রথমেই মৎস্যের পেট চিরিয়া নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলে। পরে গৃহে আনিয়া তাহাকে দুই বা চারি খণ্ডে 'ফালা' কাটিয়া উত্তমরূপে জলে ধৌত করে। একবার ধৌত করিয়া উহার গাত্র পরিষ্কার না হইলে পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে ধুইতে হয়। ধোয়া শেষ হইলে কর্তিত মৎস্যখণ্ডকে রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। নিয়মমত শুকান হইলে, যখন আর পচিবার ভয় থাকে না, তখন তাহারা ঐ শুঁটকী মৎস্য আনিয়া ব্যাপারীদিগকে বিক্রয় করে। বৎসরে প্রভূত পরিমাণ শুঁটকী মৎস্য ভারত হইতে ব্রহ্ম ও আরবদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। য়ুরোপীয়গণ, বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ শুঁটকী মাছ খাইতে ভাল বাসে। ভেট্‌কী, মৌরলা, চিংড়ী প্রভৃতি সকলপ্রকার মৎস্যই প্রায় শুঁটকী করা হয়।

মাছ ধরিবার জন্য, জেলেরা নানা প্রকার জাল ব্যবহার করে। তন্মধ্যে টানা, ঘুর্ণী বা খেপলা প্রধান। এতদ্ভিন্ন গাতি, খাটগাতি, পাশ, লক্ষজাল, চাটুনি, চাবি জাল, কেটি প্রভৃতি কতকগুলি জাল আছে। চীনবাসীরাও আমাদের ন্যায় সকল রকম জাল ব্যবহার করে। এক এক খানি জাল নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত টানা দেওয়া থাকে। মধুমতী, মহানন্দা, তিস্তা, গঙ্গা প্রভৃতি নদীতে সময় সময় ঐরূপ টানা বাঁধিয়া মাছ ধরা হয়। সমুদ্রকূলে দুই খানি বড় নৌকায় কাছি বাঁধিয়া জাল ধরে, ঐরূপ এক একখানি